কবিতাবলী

[১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম খণ্ড ও ১৮৮০
খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয় - সাহিত্য - পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—পৌষ,

মূল্য চার টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৭'২—১. ১. ৫৪

ভূমিকা

অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁহার 'কবি হেমচন্দ্র' পুস্তকের "উপক্রমণিকা"য় বলিয়াছেন :—

> হেমবাবুর জন্ম-সময়ে (৬ই বৈশাখ, ১২৪৫ সালে) কোন কিছু ভাঙ্গিতে পারিলেই কৃতবিদ্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সমাজ ভাঙ্গিতে হইবে, ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে হইবে, প্রথা ভাঙ্গিতে হইবে, চরিত্র ভাঙ্গিতে হইবে, সদাচার ভাঙ্গিতে হইবে। এমন কি, অনাচারে, অত্যাচারে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া, অকালে কালস্রোতে ডুবিতে পারাও যেন সেই সময়ে গৌরবের বিষয় বলিয়া ধারণা হইত। আর এখন, হেমবাবুর মৃত্যু-সময়ে (১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ) বোধ হয়, যেন সিকস্তির পর একটু পয়স্তি হইতেছে। ভাঙ্গনের পর যেন একটু অল্প দিকে গড়নের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এই ভাঙ্গন-গড়নের মাঝ-খানে হেমবাবুর জীবন।…তাঁহার কবিতাতেও এই ভাঙ্গন-গড়ন…অনুস্যূত আছে।

'কবিতাবলী'তে বিশেষ করিয়া এই ভাঙন-গড়নের বিচিত্র লীলা দেখিতে পাই। 'কবিতাবলী'র কবিতাগুলির জন্ম যেমন বিচিত্র, একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশও ততোধিক বিচিত্র। সেগুলির প্রকাশক্রম পরিবর্তিত এবং পাঠ পরিবর্ধিত ও পরিত্যক্ত হইয়া 'কবিতাবলী'র (১ম খণ্ড) সূচীপত্র বিভিন্ন সংস্করণে যে কত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

'কবিতাবলী'র সূত্রপাত 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায়, ১২৭৫ বঙ্গাব্দের ১৭ মাঘের সংখ্যায় হেমচন্দ্রের "হতাশের আক্ষেপ" প্রকাশে। এই সময়ে নানা হাত ঘুরিয়া গবর্মেণ্ট-আশ্রিত এই পত্রিকাটি মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পত্রিকায় কবিতা-প্রকাশের রীতি ছিল না। ভূদেব সম্পাদক হওয়ার পরেও কয়েক সংখ্যায় কোনও কবিতা ছিল না। ভূদেবের দ্বিতীয় জামাতা উত্তরপাড়া-নিবাসী হাইকোর্টের উকিল বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্রের কাব্যের ভক্ত ছিলেন, এই সূত্রে উভয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। বামাচরণের যত্নে ও উৎসাহে ভূদেব শেষ পর্যন্ত 'এডুকেশন গেজেটে' কবিতা ছাপিতে রাজী হন এবং ১৭ মাঘ, ১২৭৫ তারিখের পত্রেই ঘোষণা করা হয়—"এখন হইতে পত্রে লব্ধনামা সুলেখকগণের রচিত পদ্য প্রকাশিত হইবে।" সেই

সংখ্যাতেই হেমচন্দ্রের "হতাশের আক্ষেপ" বাহির হয়। ১২৭৭ বঙ্গাব্দে (১৮৭০) 'কবিতাবলী'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশ পর্যন্ত 'এডুকেশন গেজেটে' উহার সর্বসমেত চৌদ্দটি কবিতার মধ্যে মোট তেরটি এই এই তারিখে বাহির হয় :—

১।	হতাশের আক্ষেপ	১২৭৫	১৭ মাঘ
২।	জীবন-সঙ্গীত	"	২ ফাল্গুন
৩।	বিধবা [বিধবা রমণী]	"	১৬ ফাল্গুন
৪।	যমুনাতটে	"	২৮ চৈত্র
৫।	কোন একটি পাখীর প্রতি	১২৭৬	২৬ বৈশাখ
৬।	লজ্জাবতী [লজ্জাবতী লতা]	"	১৬ শ্রাবণ
৭।	মদন-পারিজাত	{ ১২৭৭	২৭ চৈত্র ৩ বৈশাখ
৮।	জীবন-মরীচিকা	"	৩০ "
৯।	ভারত-বিলাপ	"	২৮ জ্যৈষ্ঠ
১০।	প্রিয়তমার প্রতি	"	২৫ আষাঢ়
১১।	ভারত-সঙ্গীত	"	৭ শ্রাবণ
১২।	গঙ্গার উৎপত্তি	"	৫ কার্তিক
১৩।	ভরত পক্ষীর প্রতি [চাতক পক্ষীর প্রতি]	"	২৬ কার্তিক

১২৭৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'অবোধ-বন্ধু' পত্রিকায় প্রকাশিত "ইন্দ্রের সুধাপান" কবিতাটি উপরের তেরটি কবিতার গোড়ায় যোজিত হইয়া 'কবিতাবলী'র সূচী প্রস্তুত হয়। [ ]-এ প্রদত্ত পরিবর্তিত নামগুলি পুস্তকে দেওয়া হয়। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭৯। আখ্যাপত্রটি এইরূপ :—

> কবিতাবলী। / শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় / প্রণীত। / শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় / কর্ত্তৃক / এডুকেশন গেজেট ও অবোধবন্ধু হইতে / পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত। / কলিকাতা। / শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে / ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। / সন ১২৭৭ সাল।

বেঙ্গল লাইব্রেরিতে বই দাখিল করিবার তারিখ ২১ নবেম্বর ১৮৭০—১২৭৭ বঙ্গাব্দের ৭ অগ্রহায়ণ।

'কবিতাবলী' প্রকাশ-প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্র সরকার অনেক কৌতুকাবহ খবর দিয়াছেন :—

> এই পদ্যগুলি ভূদেব-পরিচালিত এডুকেশন গেজেটের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া স্থানে স্থানে কবির লেখা কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ৭৭ সালের

প্রথম হইতে কবি জাতীয় জীবন পরিচালনে বদ্ধ-পরিকর। প্রসিদ্ধ "ভারত-সঙ্গীত" বোধ করি, ৭৭ সালের প্রথমেই প্রেরিত হইয়া থাকিবে। এরূপ পদ্য প্রকাশিত করিতে ভূদেববাবু হেমচন্দ্রকে নিরস্ত করেন। কবি, কোন উত্তর না দিয়া "ভারত-বিলাপ" লিখিলেন। তাহাতে আক্ষেপ করিলেন :—

"ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার ;"

কবির আক্ষেপে সম্পাদকও আক্ষিপ্ত হইয়া "ভারত-সঙ্গীত" প্রকাশিত করিলেন। তখন ভারত-সঙ্গীতের শীর্ষস্থলে, "ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদসাহদিগের" ইত্যাদি কৈফিয়ৎ ছিল না। কবিতার মধ্যেই শিবজীর নাম ছিল—এখন নাই।

"শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলি
শিবজি, নয়নে হানিয়ে বিজলি"—

এইরূপ ছিল। এই পদ্য প্রকাশিত হওয়ার পর মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সে সকল কথা পরে বলিতেছি। সরকার বাহাদুর বিশেষ করিয়া এই পদ্যটির অনুবাদ করাইলেন। অনুবাদক রবিনন্দন যবন শব্দের অনুবাদে লিখিলেন foreigner, আর শিবজীর স্থানে লিখিলেন Sewji. ছোটলাট বাহাদুর স্বহস্তে পত্র লিখিয়া ভূদেববাবুর কৈফিয়ৎ তলব করিলেন,—কেন এমন পদ্য এডুকেশন গেজেটে ছাপা হয়? ভূদেববাবু বলিলেন, প্রকাশিত না করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কবিতাতে ঐতিহাসিক ভারতবাসীর এক সময়ের মনের ভাব সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার উপর কবিতাটি বড় সুন্দর, এমন কবিতা প্রেরিতস্তম্ভে স্থান দেওয়া যে মন্দ, তাহা কিরূপে বুঝিব? Shivajiর নাম কবিতাতে স্পষ্ট আছে, অনুবাদক Sewji করিয়া গোল করিয়াছেন। বিশেষ, যবন শব্দে মুসলমান; অনুবাদক foreigner করিয়া আরও গোল বাড়াইয়াছেন। এই কৈফিয়তে গবর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হইলেন,—তবে অনুবাদক বেচারাকে ত্রুটি-স্বীকার করিতে হইল।—'কবি হেমচন্দ্র', ২য় মুদ্রণ, পৃ. ৯-১০

সুতরাং দ্বিতীয় সংস্করণে "ভারত-সঙ্গীত" কবিতাটি বর্জিত হয়। এই সংস্করণও বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাহির করেন ১২৮৮ সালে। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০৩। ইহাতে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত নিম্নলিখিত কবিতাগুলি নূতন সংযোজিত হয়। নামসহ প্রকাশের তারিখ পাশে পাশে দেওয়া হইল :—

১।	পদ্মের মৃণাল	১২৭৭	৬ ফাল্গুন
২।	প্রলয়	১২৭৮	১০ আষাঢ়
৩।	উন্মাদিনী	”	৬ শ্রাবণ
৪।	অশোকতরু	”	১০ ভাদ্র
৫।	কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ	”	২৪ ”
৬।	ভারত-কামিনী	”	৩১ ”

“কুলীন কন্যাগণের আক্ষেপ”-এর নাম পুস্তকে “কুলীনমহিলা-বিলাপ” করা হয়। ‘বীরবাহু’ কাব্যের আরম্ভাংশও “প্রভাত কাল” শিরোনামায় দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত হয়। প্রথম সংস্করণের “ভারত-সঙ্গীত” বাদে ১৩টি ও “প্রভাত কাল” সহ উপরের ৬টি দ্বিতীয় সংস্করণে মোট এই ২০টি কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়।

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন হেমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাইকোর্টের উকিল শ্রীউমাকালী মুখোপাধ্যায় ১২৮৫ বঙ্গাব্দে। পুস্তকের নাম দেওয়া হয়—‘কবিতাবলী। (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)’, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১৯। ইহাতে দ্বিতীয় সংস্করণের “প্রভাত কাল” কবিতাটিকে বাদ দিয়া নিম্নলিখিত ১৩টি কবিতা যোগ করিয়া মোট ৩২টি কবিতা দাঁড়ায়, কবিতাগুলির নামের পাশে প্রথম প্রকাশের স্থান ও কালও দেওয়া হইল :—

১।	ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা	বঙ্গদর্শন	১২৭৯	পৌষ
২।	দেবনিদ্রা (অসম্পূর্ণ)	”	”	ভাদ্র
৩।	পদ্মমণি	”	”	মাঘ
৪।	কমল-বিলাসী	”	১২৮১	আষাঢ়
৫।	ভারতভিক্ষা (একেবারে পুস্তিকাকারে), ১২৮২ সাল, ১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫, পৃ. ১৮			
৬।	অন্নদার শিবপূজা	বঙ্গদর্শন	১২৮০	জ্যৈষ্ঠ
৭।	ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার	”	”	চৈত্র
৮।	এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী	”	১২৮১	আশ্বিন
৯।	দুর্গোৎসব	”	১২৮০	আশ্বিন
১০।	[মধুসূদনের] স্বর্গারোহণ	”	১২৮০	ভাদ্র
১১।	সুহৃৎ-সমাগম [সুহৃৎ-সঙ্গম]	”	১২৮২	অগ্রহায়ণ
১২।	কামিনী-কুসুম	”	১২৮৯	বৈশাখ
১৩।	কাল-চক্র	এডুকেশন গেজেট	১২৭৮	২৬ ফাল্গুন

নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণের জন্য তৃতীয় সংস্করণের কয়েকটি পুস্তকের শেষে "ভারত-সঙ্গীত" ও "তুষানল" এই দুইটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল। "তুষানল" তৎপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ পরে ১৩২৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশ করেন। আমরা পরিষৎ-সংস্করণে সেখান হইতেই কবিতাটি সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

'কবিতাবলী' প্রথম ভাগ পঞ্চম সংস্করণ "বিদ্যালয়-পাঠ্য" এইরূপ চিহ্নিত হইয়া ১২৮৭ বঙ্গাব্দে (পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৬৮) বাহির হয়। তাহাতে পরিষৎ-সংস্করণের ক্রমহিসাবে "ভারত-সঙ্গীত" পর্যন্ত ২৫টি কবিতা প্রকাশিত হয়। সূচীপত্রে "স্কুলপাঠ্যের অনুপযোগী কয়েকটী বিষয় এবার পরিত্যক্ত হইল।" বলিয়া মুদ্রিত ছিল। শেষে আরও নয়টি কবিতা দিয়া বর্ধিত আকারে এই সংস্করণই প্রচার করা হয়। ইহাতে তৃতীয় সংস্করণের ৩২টি ছাড়া "কুহুস্বর" ও "ভারত-সঙ্গীত" যুক্ত হইয়া মোট ৩৪টি কবিতা দাঁড়ায়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৮। আমরা পরিষৎ-সংস্করণে এইটিকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ইহার ৩৪টি কবিতার সহিত "তুষানল" যোগ করিয়া পরিষৎ-সংস্করণে প্রথম ভাগে মোট ৩৫টি কবিতা দাঁড়াইয়াছে। "কুহুস্বর" কবিতাটি সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে'র ১২৮৩ আষাঢ় সংখ্যায় "ভুলো না ও কুহুস্বর,—ভুলো না আমায়" নামে বাহির হয়।

"বিদ্যালয়-পাঠ্য" 'কবিতাবলী'র দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১২৯৭ সালে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিতাবলী' "First Edition (Revised)" প্রকাশ করেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কবিতা নির্বাচন করেন। নিম্নলিখিত কবিতাগুলি ইহাতে স্থান পায় :—

১। যমুনাতটে ২। পদ্মের মৃণাল ৩। জীবন-সঙ্গীত ৪। লজ্জাবতী লতা ৫। জীবন-মরীচিকা ৬। অশোক-তরু ৭। চাতক পক্ষীর প্রতি ৮। পরশ-মণি ৯। গঙ্গার উৎপত্তি ১০। চিন্তাকুল যুবা ১১। শচী বিলাপ ১২। কাশী-দৃশ্য ১৩। বৃত্রাসুর বধ ১৪। শিশুর হাসি ১৫। আশাকানন ১৬। স্বর্গারোহণ ১৭। দধীচির অস্থিদান ১৮। সতীশূন্য কৈলাস।

উপরের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর হেমচন্দ্রের যাবতীয় কাব্যগ্রন্থ হইতেই এই নির্বাচন করিয়াছিলেন, শুধু

'কবিতাবলী' হইতে নয়। অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'কবিতাবলী'র একটি সংস্করণ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২।০+১২০। "উপক্রমণিকা" ৩২ পাতা ধরিয়া বাংলা কাব্য-অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা আছে। ১৮৯৮ সনের সংস্করণের অধিক ইহাতে নিম্নলিখিত ৭টি কবিতা দেওয়া হইয়াছে :—

১। ছায়াময়ী ২। আলোক ৩। জন্মভূমি ৪। ধনবান ৫। ইন্দ্রের কৈলাস যাত্রা ৬। দেবগণের মন্ত্রণা ৭। বিভু কি দশা হবে আমার।

'কবিতাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড বাহির হয় ১২৮৬ সালে। ইহার একটিমাত্র সংস্করণ দেখিয়াছি। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৭৭। আখ্যাপত্রটি এই :—

কবিতাবলী / দ্বিতীয় খণ্ড। / শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় / প্রণীত। / প্রথম সংস্করণ। / "The soul is dead that slumbers." / *Longfellow.* / কলিকাতা। / ৩৫ বেনিয়াটোলা লেন, পটলডাঙ্গা, / রায় যন্ত্রে, / শ্রীবিপিন বিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত, / এবং / ১৪ কালেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস্ ডিপজিটরীতে / প্রকাশিত। / ১২৮৬ সাল।

বেঙ্গল লাইব্রেরিতে দাখিল করার তারিখ ১ জানুয়ারি ১৮৮০। ইহাতে কোনও সূচীপত্র নাই। আমরা এই একমাত্র সংস্করণেরই পুনর্মুদ্রণ করিয়াছি।

হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' সম্পর্কে বিরুদ্ধে ও স্বপক্ষে বহু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ইংরেজী কাব্যের ধারা ধরিয়া নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়া তিনি বাংলার তদানীন্তন কাব্য-সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটাইয়াছেন এবং আমাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করিয়াছেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিতাবলী'র প্রথম প্রকাশের পরেই 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'-এর সমালোচক সর্বপ্রথম স্বীকার করেন—

> These poetical pieces are amongst the best specimens of Bengali poetry we have recently seen. The versification is nearly faultless, the sentiments are not always commonplace, and the imagery shows good taste in the writer.

মধুসূদনের বিয়োগ-শোকপ্রকাশ করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে রাজটীকা পরাইয়া দেন ১২৮০ সালের (ইং ১৮৭৩) ভাদ্রের 'বঙ্গদর্শনে'—"মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক।"

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মনস্বী রাজনারায়ণ বসু তাঁহার 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য় স্বীকার করেন—

> এক্ষণকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার রচিত ভারত-সঙ্গীত অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্বলিত করিয়া তুলে এবং তূরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে।... আমার মতে হেমচন্দ্রবাবুর সকল কবিতার মধ্যে গঙ্গার উৎপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট...।

রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার *Literature of Bengal*-এ (পৃ. ১১৮) বলেন :—

> Hem Chandra Banerji is the Nestor among the living poets...His spirited verse, full of fire and of feeling, won the admiration of the reading public even when the fame of Madhu Sudan was in the ascendant ; his patriotic lyric on India is known by heart to a large circle of readers...

সুতরাং অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, হেমচন্দ্রের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ পাদে প্রবল ছিল, রবীন্দ্রনাথও যে এই প্রভাবে অতিরিক্ত মাত্রায় পড়িয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার প্রথম স্বাক্ষরিত কবিতায় আছে। পরে ধীরে ধীরে রবিদীপ্তির পূর্ণপ্রকাশে হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' নিশান্তে তারাদলের মত কি ভাবে অবলুপ্ত হইতে থাকে সে ইতিহাসও লিখিত হয় নাই।

এতদ্‌সত্ত্বেও, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে হেমচন্দ্র স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ও থাকিবেন, এই 'কবিতাবলী'ই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি হইয়া থাকিবে। এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গবাণী'র লেখক কবি শশাঙ্কমোহন সেনের উক্তি (২য় খণ্ড, পৃ. ২২) প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

> ...এই কবিতাবলী একদিকে কবি-হৃদয়ের প্রকৃত ইতিহাস। হেমচন্দ্র সর্ব্বত্র সরল ; তাঁহার বাক্যভঙ্গীর মধ্যে কোথাও কোন বক্রতা নাই ; সর্ব্বত্র ভিতরের মানুষটাকে স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। দুই শ্রেণীর খণ্ড কবিতা পরিদৃষ্ট হইবে। এক শ্রেণীর কবিগণ ভাবাবিষ্ট হইলে ভাবের স্বরূপ-তত্ত্বে প্রবেশ করেন ; সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে, সে সৌন্দর্য্যের কারণ-স্থান কোথায়, তাহা খুঁজিবার জন্য প্রয়াসী হন। অপরশ্রেণীর কবি ভাব এবং সৌন্দর্য্যের আবেশ লাভ করিয়া, পাঠকের অভ্যন্তরে কেবল উহাকে সংক্রামিত করার

উদ্দেশ্যেই লেখনী গ্রহণ করেন। তাঁহাদের লেখা পড়িয়া সংস্পর্শ-ক্রমেই অপরেরা আবিষ্ট এবং মুগ্ধ হয়; এবং কবি যে স্বয়ং মুগ্ধ হইয়াছেন, পাঠকের এই ধারণা তাঁহাদের কাব্যের প্রতিষ্ঠাবিষয়ে সবিশেষ সাহায্য করে। হেমচন্দ্র শেষোক্ত শ্রেণীর কবি। এই শ্রেণীর কাব্য-রসিকের সমক্ষে হেমচন্দ্রের কবিতাবলী চিরদিন নিশিগন্ধার মতই সৌরভ প্রদান করিবে।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ তাঁহার 'হেমচন্দ্র' প্রথম খণ্ডের ১৯১-২৪৯ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ২১৩-২৫৪ পৃষ্ঠায় 'কবিতাবলী'র প্রত্যেকটি কবিতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

সূচী

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

কবিতাবলী

প্রথম খণ্ড

কবিতাবলী

ইন্দ্রালয়ে সরস্বতী-পূজা

(১) ক

(প্রয়োগ)

সুদূর পশ্চিমে—ছাড়িয়া গান্ধার,
ছাড়িয়া পারস্য, আরব-কান্তার—
সাগর, ভূধর, নদী-নদ-ধার,
দেখ কি আনন্দে বসেছে ঘেরে ;
বীণাযন্ত্র করে বাণী-পুত্রগণ,
ছাড়িছে সঙ্গীত জুড়ায়ে শ্রবণ,
পূরিছে অবনী, পূরিছে গগন—
মধুর মধুর মধুর স্বরে।

(শাখা) খ

অরে তন্ত্রী, তুই বীণার অধম—
তুইও বাজিতে কর্ রে উদ্যম ;
(বাঁশরী যেমন রাখাল-অধরে,)
বাজ্ রে নীরব ভারত-ভিতরে—
বাজ্ রে আনন্দ-স্ফুরিত স্বরে।

(পূর্ণ কোরস্) গ

প্রভাতে অরুণ উদয় যবে,
তখনি সুকণ্ঠ বিহগ সবে,

(ক) প্রধান বিষয় সম্বন্ধে প্রধান গায়কের উক্তি।

(খ) গায়ক সংশ্লিষ্ট দুই কিম্বা তিন জনের উক্তি।

(গ) অন্তর হইতে অত কয়েকজন শুনিতে শুনিতে উহারা যেন আপনাদিগের মনের ভাব প্রকাশ করিতেছে, এইরূপ অনুভব করিতে হইবে।

রঞ্জিত গগনে বিভ্রাস হেরে,
আসিয়া শিখর, পল্লব ঘেরে ;
গাহিয়া ভাস্কর-বিমান আগে,
সুস্বরলহরী ছড়ায় রাগে ;
গোধূলি-আকাশে তমসা-রেখা
পড়িলে, তাদের না যায় দেখা।—
প্রভাত-অরুণ উদয় যবে,
তখনি বিহঙ্গ ডাকে রে সবে,
তখনি কানন পূরে সুরবে।

(২)

(প্রয়োগ)

কবি-রঙ্গভূমি এই না সে দেশ ?
ঋষিবাক্যরূপ লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে—যেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয় ?
যেখানে সরসী-কমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎচাঁদের চাঁদিনী,
গগন-ললাট ভাসায়ে বয় ?

(শাখা)

তবে মিছে ভয় ত্যজ রে সংশয়,
গাও রে আনন্দে পূরায়ে আশয়—
যে রূপে মায়েরে কমল-আসনে,
দিয়া শতদল রাতুল চরণে,
অমর পূজিলা নন্দন-বনে।

(পূর্ণ কোরস্)

কেন রে সাজাবি কুসুম-হার ?
ভারতে শারদা নাহিক আর।

অযোধ্যা নীরব—বাজে না সে বীণ্,
বাজে না সে বাঁশী—নীরব উজ্জীন্ ;
নাহি সে বসন্ত-সুরভি-ঘ্রাণ,
গোকুলে নাহি সে কোকিল-গান ;
গৌড়-নিকুঞ্জে সুগন্ধ উঠে না ;
নীল-অচলে মলয় ছুটে না ;
নাহি পিক এক ভারত-বনে,
গিয়াছে সকলি বাণীর সনে—
কেন রে সাজাবি কুসুম-বনে ?

(৩)

(প্রয়োগ)

শ্বেত শতদল তেমতি সুন্দর
রাখ থরে থরে মৃণাল-উপর,
আরক্ত কমল, নীল পদ্মথর,
মিশাও তাহাতে চাতুরি ক'রে ;
কারুকার্য্য করি রাখ মঞ্চতলে,
কেতকী-কুসুম, পারিজাতদলে,
ঝালর করিতে ঝুলাও অঞ্চলে
রসালমঞ্জরী গাঁথি লহরে।

(শাখা)

ঘের চারি ধার মাধবীলতায়,
চামেলি, গোলাপ বাঁধ তার গায়,
কস্তূরী চন্দনে করিয়া মিলন
মাধবীলতায় কর রে সিঞ্চন—
মাতুক সুগন্ধে সুর-ভবন।

(পূর্ণ কোরস্)

রচিল আসন অমরগণে ;—
কন্দর্প আইল ষড়্ ঋতু সনে ;

আপনি সুমন্দ মলয়-বায়
সুগন্ধ বহিয়া হরষে ধায় ;
ত্যজিয়া কৈলাস-ভূধর-শৃঙ্গ,
মহেশ আইলা দেখিতে রঙ্গ ;
শ্রীপতি আইলা কমলা-সনে,
অমর-আলয়ে প্রফুল্ল মনে ;
দেবেন্দ্র-ভবনে আনন্দকায়
দেবর্ষি, কিন্নর, গন্ধর্ব্ব ধায়,—
শচী-সহ ইন্দ্র সুখে দাঁড়ায়।

(৪)

(প্রয়োগ)

শোভিল সুন্দর কুসুম-আসন,
মনের আহ্লাদে বিধাতা তখন,
ত্যজি ব্রহ্মলোক করিলা গমন,
ধ্যানেতে বসিলা আসন-পাশে ;
যথা পূর্ব্ব দিকে—অরুণ উদয়,
ব্রহ্মমুহূর্ত্তে (করে) দিক্ শিখাময়,
ক্রমে চতুর্মুখ সেইরূপ হয়—
দেহেতে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকাশে

(শাখা)

দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটে,
ব্রহ্মার ললাট হ'তে জ্যোতি ছুটে,
অপরূপ এক সুশুভ্র-বরণা,
অমরী উরিল হাতে করি বীণা—
মুখে নিত্য সুখে বেদ-ঘোষণা।

(পূর্ণ কোরস্)

ফিরে কি আবার সে দিন হবে ?
মুনিমত-ভেদ ঘুচিবে যবে !

শুনে বেদগান বাণীর সুরে,
হবে জয়ধ্বনি অমরাপুরে ?—
নামে রে যখন তপন-রথ,
মলিন গগনে—কে রোধে পথ ?
খসিলে গগন-তারকা হায়,
পুনঃ কি উঠি সে আকাশে ধায় ?
উজানে কখনো ছুটে কি জল ?
ফিরে কি যৌবন করিলে বল ?
বিহনে সামর্থ্য আশা বিফল।

(৫)

(প্রয়োগ)

বেদমাতা বাণী আসন উপরে,
মনের হরষে পূজিলা অমরে ;
উল্লাসে মহেশ, উন্মত্ত অন্তরে,
পঞ্চ মুখে বেদ করিলা গান ;
আপনি বিধাতা হইলা বিহ্বল,
আনন্দে তুলিয়া শ্বেত শতদল
দিলা শ্বেতভুজে—দেবতা সকল
হইলা হেরিয়া মোহিত-প্রাণ।

(শাখা)

দেব-জয়ধ্বনি উঠিল অমনি,
বেদের সঙ্গীত মিশিয়া তখনি
বীণাধ্বনি সহ প্রবাহ বহিল—
ভারতে আনন্দে কতই শুনিল,
কত সুখ-তরি ভাসায়ে দিল।

(পূর্ণ কোরস্)

কে বলিল পুনঃ পাবে না তায় ?
হারান মাণিক পাওয়া কি না যায় ?

হয়, যায়, আসে মায়ার ভবে,
রাহুগ্রহ-ছায়া ক দিন রবে ?
এ জগত-মাঝে ক'রো না ভয়,
সাহস যাহার তাহারি জয় ;
দেখো না দেখো না দেখো না পাছে,
আগে দেখ চেয়ে কত দূর আছে ;
অই দেখ দূরে ভারতী-মন্দিরে
উড়িছে নিশান ভারত-তিমিরে,—
আর কি উহারে পাবে না ফিরে

(৬)

(প্রয়োগ)

ক্রমে যত কাল বহিতে লাগিল,
শারদা পূজিতে মানব ছুটিল,
কবি নামে খ্যাত ধরাতে হইল
মধুবহ্নদয় মানবগণ ;
আইল প্রথমে আর্য্যকুল-রবি,
জগতবিখ্যাত শ্রীবাল্মীকি কবি—
দিলেন শারদা করুণার ছবি
হাতে তুলে তাঁর, প্রফুল্ল-মন।

(শাখা)

সে ছবি হেরিয়া আরো কত জন
আসিল পূজিতে মায়ের চরণ—
আসিল হোমর যুনানী-নিবাসী,
সঙ্গে দ্বৈপায়ন—নিরখিল আসি
অপূর্ব্ব কোদণ্ড, কৃপাণ-রাশি।

(পূর্ণ কোরস্)

বাজায়ে আনন্দে সমর-তূরী,
যাও কবিদ্বয় অবনীপুরী ;

শুনায়ে মধুর অমর-ভাষ,
ঘুচাও মানব-মনের ত্রাস ;
দেখাও মানবে ভুবনত্রয়
ভ্রমিয়া আনন্দে—ক'রো না ভয়।
না যাও কেবল কৃতান্ত-ধামে—
যোহানা মিল্‌টন, ডানটি নামে,
আসিবে পশ্চাতে শূর দুই জন,
সে পুরী খুলিয়া দেখাবে তখন ;
দেখাবে তাহার অনলময়
অসীম বিস্তার, অনন্ত ভয়—
হেরিবে আতঙ্কে ভুবনত্রয়।

(৭)

(প্রয়োগ)

পরে অদভুত প্রাণী দুই জন
আইল পূজিতে শারদা-চরণ—
ক্ষিতি, ব্যোম, তেজ, সমুদ্র, পবন,
সকলি তাদের কথায় বশ।
ডাকিলা শারদা আনন্দে দু'জনে,
বসাইলা নিজ কুসুম-আসনে ;
অমূল্য বীণাটি দিলা এক জনে,
দিলা অন্য জনে নবধা রস।

(শাখা)

যাদুকর-বেশে চমকি ভুবন
নিজ নিজ দেশে ফিরিলা দু'জন ;
এক জন তার সে বীণার স্বরে,
মেঘে করি দূত প্রিয়া-মনঃ হরে,
এক জন বসি এভনের তীরে
অমৃত বিতরে অমর নরে।

(পূর্ণ কোরস্)

বিজন মরুতে সাজায়ে হেন
এ ফুল-মালিকা গাঁথিলে কেন ?
আর কি আছে সে সুরভি-ঘ্রাণ,
আর কি আছে সে কোকিল-গান ?
আর কি এখন সুগন্ধময়
গউড়-নিকুঞ্জে মলয় বয়,
মুকুন্দ, ভারত, প্রসাদে শেষ,
সুখায়ে গিয়াছে সুধার লেশ ;
আজি রে এ দেশ গহন বন,
গহন কাননে কেন বা এ ধন
রাখিলে ভুলাতে কাহার মন ?

(প্রয়োগ)

কেন বা রাখিব, এই না সে দেশ ?—
কবি-রঙ্গভূমি—লহরী অশেষ
বহিছে যেখানে—যেখানে দিনেশ
অতুল উষাতে উদয় হয় ?
যেখানে সরসীকমলে নলিনী,
যামিনী ভুলায় যেথা কুমুদিনী,
যেখানে শরৎচাঁদের চাঁদিনী,
গগন-ললাট ভাসায়ে বয় ?

দেবনিদ্রা

১

কোন মহামতি মানব-সন্তান,
বুঝিতে বিধির শাসন-বিধান,
অধীর হইল বাসনানলে ;—

"অবনী ত্যজিয়া অমর-আলয়ে
প্রবেশি দেখিবে দেবতানিচয়ে—
দেব পুরন্দর, রবি, হুতাশন,
বায়ু, হরি, হর, মরালবাহন,
দেখিবে ভাসিছে কারণ-জলে

২

দেখিবে কারণ-সলিলে ভাসিয়া
চলেছে কিরূপে নাচিয়া নাচিয়া
পরমাণু-রেণু সময় বয়ে।
দেখিবে কিরূপে আয়ুর সঞ্চার,
দেহের প্রকৃতি, কালের আকার,
জ্যোতিঃ, অন্ধকার, জগতস্বরূপ,
নিয়তি-শৃঙ্খল দেখিবে কিরূপ—"
ভাবিতে লাগিল অধীর হয়ে।

৩

"আয় রে মানব"—সহসা অমনি,
পূরি শূন্যদেশ হ'লো দৈবধ্বনি—
বাজিল দুন্দুভি, নাদিল অশনি,
খুলিল অমর-আলয়-দ্বার ;
ছুটিল আলোক ত্রিলোক পূরিয়া,
অপূর্ব্ব সৌরভ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
উচ্ছ্বাসে বহিল,—শ্রবণ ভরিল
মধুর অমর-সঙ্গীত-ভার।

৪

মানবনন্দন অমর-ভবনে,
প্রবেশি তখন পুলকিত মনে,
দেখিল নিরখি অমরালয় ;
গগন-মণ্ডলে অজস্র কেবলি,
মধুর নিনাদে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী,

দেখিল ছুটিছে,—আশে পাশে তার,
পরি-কন্যাগণ করিয়া ঝঙ্কার
সাধিছে বাদন মাধুরীময়।

তপন-মণ্ডল গগন-প্রাঙ্গণে,
কিরণ-সমুদ্র যেন বা শোভনে,
শিখার তরঙ্গ ছুটিছে তায়
দেখিল আনন্দে সে কিরণ উঠি
অনন্ত অনন্ত যোজনেতে ছুটি
করিছে ভ্রমণ—পড়িছে ভাতিয়া
কিরণের রজ্জু যেন বা গাঁথিয়া,
সহস্র সহস্র গ্রহের গায়।

৬

আদিত্য ঘেরিয়া চলেছে ঘুরিয়া,
বিধুর মণ্ডল দেখিল আসিয়া,
দেখিল তাহাতে সুধার হ্রদ ;
সে হ্রদ-সুধাতে পিপাসা মিটাতে,
প্রণয়-বিধুর, হৃদয়-ব্যথাতে,
অসংখ্য গন্ধর্ব্ব, দানবমণ্ডলী,
কূলেতে বসিয়া অতি কুতূহলী,
আনন্দে ভুঞ্জিছে মধুর মদ।

৭

সুখে নিদ্রা যায় দেবতা সকলে,
গিরি, উপবন, কানন, কমলে,
ত্রিদশমণ্ডলে সৌরভ বয় ;—
অমর নীরব, নাহি কলরব,
শূন্যেতে কেবলি মধুর সুরব

সঙ্গীত ঝরিছে, ত্রিদিব পূরিছে,—
“শান্তি—শান্তি—শান্তি” শবদ হয়।

৮

দেব-অট্টালিকা, চন্দ্রাতপতলে,
দেব আখণ্ডল পারিজাত গলে,
অতুল মহিমা বদনে ভাতি ;
অপূর্ব্ব শয়নে সুখে নিদ্রা যায়,
পদতলে ইন্দ্র-মাতঙ্গ ঘুমায়,
চৌদিক ঘেরিয়া দামিনী খেলায় ;
পুষ্কর প্রভৃতি মেঘেতে ভাতি।

৯

মহাতেজস্কর, প্রচণ্ড ভাস্কর
ঘুমায় অম্বরে, খুলিয়া সুন্দর
সহস্রকিরণ কিরীট-ভূষা।
অনু হ'তে ঝরে অপূর্ব্ব সুষমা,
জলধনু-তনু জিনিয়া উপমা,
নিকটে স্যন্দন, অরুণ, উষা।

১০

খুলে মৃগ-চিহ্ন, অতুলিত শোভা,
অমল সুন্দর তনু মনোলোভা,
শশাঙ্ক ঘুমায় কিরণজালে।
সে তনু দেখিতে কিন্নর-কুমার,
কত শত দল, অপূর্ব্ব আকার,
রয়েছে দাঁড়ায়ে বিস্ময়ে পূরিয়া—
সুধার সুগন্ধে আনন্দে মাতিয়া,
উড়িছে চকোর অযুত পালে

১১

শশী-তনুছটা পড়িছে উথলি,
দেব-ক্রীড়াবন নন্দন উজলি—
মেরু, মন্দাকিনী, তরু-চূড়ায় ;
কুসুম-আকৃতি অপ্‌সরা, কিন্নরী,
কর, বক্ষ, ক্রোড়ে, বাদ্যযন্ত্র ধরি,
শুয়ে সারি সারি লতা-পুষ্প 'পরে,
বিমল চন্দ্রমা-কিরণে বিহরে,—
পারিজাত-ফুলে শচী ঘুমায়।

১২

ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,—
মানব-কুমার সভয়ে চকিত,
শুনিল গম্ভীর জীমূতনাদ।
দেখিল আতঙ্কে নয়ন ফিরায়ে
গগন-উপান্তে, একত্রে জড়ায়ে,
খেলিছে অসংখ্য বিজুলি-ছাঁদ।

১৩

অধোদেশে তার, অনন্ত বিস্তার,
কারণ-জলধিপরি বীচিহার,
উথলিছে রঙ্গে, প্রসারি ধারা ;
গহ্বরে গহ্বরে, উপকূল-ধারে,
প্রচণ্ড হুঙ্কারে মারুত প্রহারে,
ভাঙ্গিতে যেন বা বন্ধন-কারা।

১৪

উপকূল-ধারে, অনলকুণ্ডেতে,
শিখর-প্রমাণ শিখার শুণ্ডেতে,
অনল উঠিছে গগনভালে,

যেন ঐরাবত ছুটিয়া পবনে,
ঘোর আকর্ষণে গভীর গর্জ্জনে,
জলস্তম্ভ ধরি শুণ্ডেতে উগরি,
ফেলিছে তুলিছে জলদজালে।

১৫

কারণসাগরে, পরমাণু-করে,
অনাদি পুরুষ বসি ধ্যানভরে,
ছাড়িছে নিশ্বাস—জন্মিয়া তায়,
অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া,
অসীম অনন্ত আকাশে উঠিয়া,
ছুটিছে অনল-স্ফুলিঙ্গ-প্রায়।

১৬

কত সূর্য্য, তারা, কত বসুমতী,
স্বর্গ, মর্ত্ত কত, অস্ফুট-মূরতি,
ভাসিয়া চলেছে কারণ-জলে ;—
কত বসুন্ধরা, রবি, শশী, তারা,
জগতব্রহ্মাণ্ড, হয়ে রূপহারা,
খসিয়া পড়িছে, সলিলে ডুবিছে,
কারণ-বারিধি অতল তলে।

১৭

সে বারিধি হ'তে চলেছে ছুটিয়া
দেখিল মানব পুলকে পূরিয়া,
কালের তরঙ্গ বিপুলকায় ;
বহিছে দ্বিধারে, দ্বিবিধ প্রকারে,
এক ধারা 'পরে, মানব আকারে,
কতই পরাণী ভাসিয়া যায়।

১৮

অমল কমলে ভাসিছে সকলে,
ধনুঃধারী কেহ, কারো করতলে
লেখনী পুস্তক বিস্তৃত রয়।
ত্রিদিব জুড়িয়া দেবতা নিদ্রিত,
জগতে শুধুই ইহারা জাগ্রত,
"মা ভৈ—মা ভৈ" গভীর উচ্ছ্বাসে,
স্বজাতি ডাকিয়া চলেছে উল্লাসে—
কালের তরঙ্গ করিয়া জয়।

১৯

সে নরমণ্ডলে মানব-কুমার,
স্বজাতি হেরিল কত আপনার,
পুলকে পূরিল মোহিত হয়ে ;—
বাজিল দুন্দুভি সহসা অমনি,
সুদূর গগনে হ'লো দৈববাণী,—
"দেখ রে মানব এ দিকে চেয়ে।"

২০

দেখিল চমকি অন্য ধারা-তীরে,
গভীর চিন্তায় পদ ফেলি ধীরে,
চলেছে ধরিয়া প্রবাহ-ধারা
প্রাণী কয় জন পুলকিতচিত,
"মা ভৈ" নিনাদ শুনিয়া স্তম্ভিত,
দেব-ছটা যেন বদনে ভরা।

২১

পশ্চাতে তাঁদের করি জয়ধ্বনি,
চলেছে কতই মানব-পরাণী।
ভেরী-শঙ্খনাদে করি ঘোর ধ্বনি,
সাগর-হুঙ্কারে উথলে গীত ;

উথলে সঙ্গীত-নিনাদ গভীর—
"হোক না কেন সে মাটির শরীর,
মানবের জাতি কখনও লীন,
হবে না সমূলে ক্ষিতি যত দিন—
তবে রে পরাণী কেন ভাবিত ?"
ডাকিছে আবার আনন্দ-আরবে—
"সময়-বিজয়ী প্রাণী যারা সবে,
গাও রে উল্লাসে অমর-গীত ।—

২২

"দেব-অংশে জন্ম, পর দেবমালা,
কর মর্ত্তভূমি জগতে উজালা ;
দনুজারি-তেজে অবনী-অঙ্কেতে,
কর সিংহনাদ বিজয়-শঙ্খেতে,
জাগুক জগতে মানব-নাম ;
জাগুক ত্রিদিবে দেবতামণ্ডলী,
দানব গন্ধর্ব্ব হ'য়ে কুতূহলী,
দেখুক চাহিয়া ভবিষ্য খুলিয়া,
ত্রিলোক-উজ্জ্বল মানব-ধাম !"

২৩

সে গীতের সহ ঘন ঘোর স্বরে,
বাজে শৃঙ্গনাদ, শুনিল অন্তরে,
দেখিল চাহিয়া নর-কুমার—
শত শত দলে পরাণী সকলে,
করি সিংহনাদ মহাগর্ব্বে চলে,
বলে উচ্চৈঃস্বরে ধরণীমণ্ডলে—
"একতার সম কি আছে আর ।"

২৪

"একতার গুণে বিজিত অমরে
কত কাল দৈত্যে যুঝিলা সমরে ;
দৈত্যকুলে নাশ করি, মুণ্ডমালা
পরে মহাকালী দনুজারিবালা,
নিঃদৈত্য করিয়া অমরবাস।
একতা সাধিতে এ মর-ভবনে,
কত মহাজন প্রাণ দিয়া রণে,
গেল স্বর্গে চলি দিয়া নরবলি,
অবনী-দানবে করিয়া নাশ।

২৫

"এ মর্ত্তপুরীতে সেই ধন্য জাতি,
একতার জ্যোতি বদনেতে ভাতি,
তেজোগর্ব্ব ধরি থাকে নিজ বাসে,
হেরে পুত্র দারা প্রাণের হরষে,
হাসিতে কাঁদিতে করে না ভয় ;
করে না কখন পাদ্যঅর্ঘ্য দান,
পর-পদতলে হয়ে ম্রিয়মাণ,
কৃতাঞ্জলি করে, ভীরুতার স্বরে,
বলে না কখন ঘাতকে জয়।

২৬

"একতাই মর্ত্তে মানব-সম্বল,
একতা-বিহনে পরেরি সকল,
দারা পুত্র গৃহ যা আছে তোর।
সে ধন বিহনে আলয়-বিপিনে,
জীবন-আস্বাদ পাবি নে পাবি নে—
দিবস শর্ব্বরী সকলি ঘোর।"

২৭

হরষিত-তনু কদম্বের প্রায়,
মানবনন্দন দেখে পুনরায়,
সেইরূপ জ্যোতির্ম্ময় আকৃতি,
প্রাণী কয় জন প্রফুল্ল নয়ন,
প্রকৃতি-প্রতিমা করিয়া ধারণ,
করিয়া ধারণ বায়ু, জলধারা,
শনি, শুক্র, বুধ, বৃহস্পতি, তারা,
রাহু, রবি, কেতু, শশীর পরিধি,
অথবা পৃথিবী, অতল জলধি,—
গায়িছে ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন-গীতি।

২৮

"তেজঃপিণ্ডবৎ, ধূম, বাষ্পময়,(১)
ছিল এ ধরণী ধাতু-শষ্পালয়,
ক্রমে মৃণময়, মীন-কূর্ম্মবাস,
তৃণ, তরু, মৃগ, মনুর আবাস,—
সাজিল ধরণী অপূর্ব্ব-কায়।
চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
দিবাকর-পাশে দেখিব গগনে,
এই শশধর, আরো কত ক্ষিতি,
চারি চন্দ্র-শোভা ঘেরে বৃহস্পতি;
জ্যোতি-উপবীত প'রে মনোহর,
লয়ে সপ্ত শশী ভ্রমে শনৈশ্চর;
ভ্রমে কেতুমালা তপনে বেড়িয়া,
অনন্ত গগনে পরিধি আঁকিয়া;—
তারকা-কুসুম ছড়ান তায়।"

(১) একণকার বৈজ্ঞানিকদিগের মতে আদিতে পৃথিবী জলময় ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে এখনও কিছু স্থির হয় নাই।

২৯

"ফিরাব বেগেতে পবনের গতি,
তরল বায়ুতে শবদ-শকতি
রাখিব স্থাপিয়া, দেখিব খুলিয়া
রবির কিরণ-গঠন-প্রথা ;
আনিব নামায়ে ভীষণ অশনি
পৃথিবী উপরে,—বাসব-শিঞ্জিনী
বাঁধিব সুন্দর দামিনী-লতা।
চল চল যাই পৃথিবীর সনে,
দিবাকর-পাশে দেখিব গগনে,
তারকা-কুসুম ছড়ান তায়।"
গায়িতে গায়িতে চলেছে সকলে
এই মহাগীত, ভীম কোলাহলে—
নিয়তি-শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া পায়

(অসম্পূর্ণ)

লজ্জাবতী লতা

ছুঁইও না ছুঁইও না, উটি লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচ ক'রে, এক ধারে আছে স'রে,
ছুঁইও না উহার দেহ, রাখ মোর কথা।
তরু লতা যত আর, চেয়ে দেখ চারি ধার
ঘেরে আছে অহঙ্কারে—উটি আছে কোথা!
আহা ওইখানে থাক, দিও না ক ব্যথা।
ছুঁইলে নখের কোণে, বিষম বাজিবে প্রাণে,
যেও না উহার কাছে খাও মোর মাথা।
ছুঁইও না ছুঁইও না, ওটি লজ্জাবতী লতা।

২

লজ্জাবতী লতা উটি অতি মনোহর।
যদিও সুন্দর শোভা, নাহি তত মনোলোভা,
তবুও মলিন বেশ মরি কি সুন্দর।
যায় না কাহার পাশে, মান মর্য্যাদার আশে,
থাকে কাঙ্গালির বেশে একা নিরন্তর।—
লজ্জাবতী লতা উটি মরি কি সুন্দর!
নিশ্বাস লাগিলে গায়, অমনি শুকায়ে যায়,
না জানি কতই ওর কোমল অন্তর।—
এ হেন লতার হায়, কে জানে আদর!

৩

হায় এই ভূমণ্ডলে, কত শত জন,
দণ্ডে দণ্ডে ফুটে উঠে অবনীমণ্ডল লুটে,
শুনায় কতই রূপ যশের কীর্ত্তন।
কিন্তু হেন ম্রিয়মাণ, সদা সঙ্কুচিত-প্রাণ,
রমণী, পুরুষগণে কে করে যতন?
স্বভাব মৃদুল ধীর, প্রকৃতিটি সুগম্ভীর,
বিরলে মধুরভাষী মানসরঞ্জন;—
কে জিজ্ঞাসি তাহাদের করে সম্ভাষণ?
সমাজের প্রান্তভাগে, তাপিত অন্তরে জাগে,
মেঘে ঢাকা আভাহীন নক্ষত্র যেমন!—
ছুঁইও না উহার দেহ করি নিবারণ,
লজ্জাবতী লতা উটি মানসরঞ্জন।

পরশমণি

১

কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন ?
অই যে অবনীতলে, পরশমাণিক জ্বলে,
বিধাতা-নির্ম্মিত চারু মানব-নয়ন।
পরশমণির সনে, লৌহ অঙ্গ পরশনে,
সে লৌহ কাঞ্চন হয়, প্রবাদ বচন,—
এ মণি পরশে যায়, মাণিক ঝলসে তায়,
বরিষে কিরণধারা নিখিল ভুবন।
কবির কল্পিত নিধি, মানবে দিয়াছে বিধি,
ইহারি পরশগুণে মানব-বদন
দেবতুল্য রূপ ধরি, আছে ধরা আলো করি,
মাটির অঙ্গেতে মাখা সোনার কিরণ।

২

পরশ-মাণিক যদি অলীক হইত,
কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
কোথা বা নক্ষত্রশোভা গগনে ফুটিত।
কে রাখিত চিত্র ক'রে চাঁদের জ্যোৎসনা ধ'রে,
তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে সুখেতে মাখায়ে ?
কেবা এই সুশীতল বিমল গঙ্গার জল
ভারতভূষণ করি রাখিত ছড়ায়ে ?
কে দেখাত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,
মরাল, হরিণ, মৃগে পৃথিবী শোভিয়া ?
ইন্দ্রধনু-আলো তুলে সাজায়ে বিহঙ্গকুলে,
কে রাখিত শিখি-পুচ্ছে শশাঙ্ক আঁকিয়া ?

৩

দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি—
স্বর্গের উপমাস্থল, হয়েছে এ মহীতল,
সুখের আকর তাই হয়েছে ধরণী!
কি আছে ধরণী-অঙ্গে, নয়ন-মণির সঙ্গে,
না হয় মানবচিত্তে আনন্দদায়িনী!—
নদীজলে মীন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
চরেতে বালুকা ফুটে, তৃণেতে হিমানী,
পক্ষিপাখা উড়ে যায়, পিপীলি শ্রেণীতে ধায়,
কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিনুকে চিক্কণী!
তাতেও আনন্দ হয়— অরণ্য কুজ্ঝটিময়,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎলতা, তমিস্রা রজনী।

৪

ইহাই পরশমণি পৃথিবী ভিতরে;
ইহারি পরশ-বলে সখায় সখার গলে
পরায় প্রেমের হার প্রফুল্ল অন্তরে;
শিখায়ে প্রেমের বেদ, ঘুচায় মনের ভেদ,
প্রণয়-আহ্নিক করে সুখের সাগরে।
ধন্য এই ধরাতল, প্রেম-ভোগবতী-জল
পবিত্র করেছে যারে খুলিয়া নির্ঝরে;
যুগল নক্ষত্র দুটি, যেখানে বেড়ায় ছুটি,
সখারূপে মনোসুখে পৃথিবী-উপরে।
কোন্ পুণ্যে হেন নিধি, মানবে পায় রে বিধি—
গেল চলে চিরদিন অই আশা ধরে!

অপূর্ব্ব মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন!
স্নেহরূপ কত ফুল, ফুটায় মণি অতুল,
ইহার পরশে ধরা আনন্দ-কানন!

জননী-বদনইন্দু, জগতে করুণাসিন্ধু,
দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন,
শত শশী-রশ্মিমাখা, চারু ইন্দীবর আঁকা,
পুত্রের অধর ওষ্ঠ নলিন আনন,
সোদরের সুকোমল, স্বসা-মুখ নিরমল,
পবিত্র প্রণয়পাত্র গৃহীর কাঞ্চন—
এই মণি পরশনে, হয় সুখ দরশনে,
মানব-জনম সার সফল জীবন।—
কে বলে পরশমণি অলীক স্বপন?

ভারত-বিলাপ

ভানু অস্ত গেল, গোধূলি আইল,
রবি-কর-জাল আকাশে উঠিল,
মেঘ হতে মেঘে, খেলিতে লাগিল,
গগন শোভিল কিরণজালে ;—

কোথা বা সুন্দর ঘন কলেবর
সিন্দূরে লেপিয়া রাখে থরে থর,
কোথা ঝিকি ঝিকি হীরার ঝালর
যেন বা ঝুলায় গগন-ভালে॥

সোনার বরণ মাখিয়া কোথায়
জলধর জ্বলে, নয়ন জুড়ায়,
আবার কোথায় তুলারাশি-প্রায়
শোভে রাশি রাশি মেঘের মালা।

হেন কালে একা গিয়ে গঙ্গাতীরে
হেরি মনোহর সে তট উপরে
রাজধানী এক, নব শোভা ধরে,
রয়েছে কিরণে হয়ে উজলা॥

দ্বিতালা ত্রিতালা চৌতালা ভবন
সুন্দর সুন্দর বিচিত্র-গঠন
রাজবর্ত্ম পাশে আছে সুশোভন
গোধূলিরাগেতে রঞ্জিত কায়।

অদূরে দুর্জ্জয় দুর্গ গড়খাই,
প্রকাণ্ড মূরতি, জাগিছে সদাই,
বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই,
চরণ প্রক্ষালি জাহ্নবী ধায়॥

গড়ের সমীপে আনন্দ-উদ্যান,
যতনে রক্ষিত, অতি রম্য স্থান,
প্রদোষে প্রত্যহ হয় বাদ্যগান,
নয়ন শ্রবণ তনু জুড়ায়।

জাহ্নবীসলিলে এ দিকে আবার
দেখ জলযান কাতারে কাতার
ভাসে দিবানিশি—গুণবৃক্ষ যার
শালবৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায়॥

অহে বঙ্গবাসী, জান কি তোমরা?
অলকা-জিনিয়া হেন মনোহরা
কার রাজধানী? কি জাতি ইহারা?—
এ সুখ সৌভাগ্য ভোগে ধরায়।

নাহি যদি জান, এস এইখানে,
চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে
রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে—
গরবে মেদিনী ঠেকে না পায়॥

অদূরে বাজিছে "রুল ব্রিটানিয়া"
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া

চলেছে দাপটে ব্রীটনবাসীয়া—
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায়।

হায় রে কপাল, ওদেরি মতন
আমরাই কেন করিতে গমন
না পারি সতেজে—বলিতে আপন
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস ?

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়ে ফুকারি বলিতে না পাই—
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস॥

কি হবে বিলাপ করিলে এখন,
স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন,
মনের মাহাত্ম্য হয়েছে নিধন*
তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়াছে।

সাজে না এখন অভিলাষ করা,
আমাদের কাজ শুধু পায়ে ধরা,
মস্তকে করিয়ে দাসত্বের ভরা
ছুটিতে হইবে ওদেরি পাছে!

হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে
বিদেশীর পদে জীবন গোঁয়ালে,
পূরাতে নারিলে মনের আশা।

রূপে অনুপম নিখিল ধরায়
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোমায়,
দিলা সাজাইয়া অতুল ভূষায়—
তোর কিনা আজি এ হেন দশা!

* প্রথম সংস্করণের পাঠ : "চোরে শিরোমণি করেছে হরণ"

৭৯১/৩৭১ ২/৮/৬৫

হায় রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার ? কেন না গঠিলি
মরুভূমি ক'রে,—অরণ্যে রাখিলি,
এ হেন* যাতনা হতো না তায়।

তা হ'লে এখানে করিত না গতি
পাঠান, মোগল, পারস্য দুর্ম্মতি,
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি,
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায়।†

এই যে দেখিছ পুরী মনোহর
শতগুণ আরো শোভিত‡ সুন্দর,
এই ভাগীরথী ক'রে থর থর
ধাইত তখন কতই সাধে।

গাইত তখন কতই সুস্বরে
এই সব পাখী তরু শোভা ক'রে,
কতই কুসুম পরিমলভরে
ফুটিয়া থাকিত কত আহ্লাদে॥

আগেকার মত উঠিত তপন,
আগেকার মত চাঁদের কিরণ
ভাসিত গগনে, গ্রহ তারাগণ
ঘুরিত আনন্দে ঘেরিয়া ধরা।

* প্রথম সংস্করণের পাঠ : "এ হেন" স্থলে "দাসত্ব"

† প্রথম সংস্করণে এই স্তবকটি নিম্নলিখিত মত ছিল—

"পাঠান, মোগল, ব্রিটনবাসী
তা হলে এখানে বার বার আসি
দিত না যাতনা গলে দিয়া ফাঁসী—
পড়িতে হতো না কাহার পায়॥"

‡ প্রথম সংস্করণের পাঠ : "শোভিত" স্থলে "হইত"

যখন ভারতে অমৃতের কণা
হ'তো বরিষণ, বাজাইত বীণা
ব্যাস বাল্মীকি,—বিপুল বাসনা
ভারত-হৃদয়ে আছিল ভরা ॥

যখন ক্ষত্রিয় অতীব সাহসে
ধাইত সমরে মাতি বীররসে,
হিমালয়চূড়া গগন পরশে
গাইত যখন ভারত-নাম।

ভারতবাসীরা প্রতি ঘরে ঘরে
গাইত যখন স্বাধীন অন্তরে
স্বদেশ-মহিমা পুলকিত স্বরে,—
জগতে ভারত অতুল ধাম ॥

ধন্য ব্রিটানিয়া ধন্য তোর বল,
এ হেন ভূভাগ ক'রে করতল,
রাজত্ব করিছ ইঙ্গিতে কেবল—
তোমার তেজের নাহি উপমা।

এখন কিঙ্কর হয়েছি তোমার
মনের বাসনা কি কহিব আর,
এই ভিক্ষা চাই কর গো বিচার—
অথর্ব্ব দাসীরে করো গো ক্ষমা ॥

দেখ্ চেয়ে দেখ্ প্রাচীন বয়সে
তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে
কাঁদিছে সে ভূমি, পূজিত যে দেশে
কত জনপদ গাহি মহিমা।

আগে ছিল রাণী ধরা-রাজধানী,
স্মরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,

এবে সে কিঙ্করী হয়েছে দুখিনী
বলিয়ে দম্ভ করো না গরিমা ॥

তোমারো ত বুকে কত শত* বার
রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার,
কালেতে না জানি কি হবে আবার—
এই কথা সদা করিও ধ্যান ।†

বিধবা রমণী

১

ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে !
না হলে এমন দশা নারী আর কই রে ;
মলিন বসনখানি অঙ্গে আচ্ছাদন,
আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ !
রমণীর চির-সাধ চিকুর-বন্ধন,
হাদে দেখ সে সাধেও বিধি-বিড়ম্বন !
আহা কি চাঁচর কেশ পড়েছে এলায়ে !
আহা কি রূপের ছটা গিয়াছে মিলায়ে !
কি নিতম্ব কিবা উরু, কিবা চক্ষু কিবা ভুরু,
কি যৌবন মরি মরি শোকে দগ্ধ হয় রে !

২

কুসুম চন্দনে আর নাহি অভিলাষ ;
তাম্বূল কর্পূরে আর নাহি সে বিলাস ;

* প্রথম সংস্করণের পাঠ : "কত শত" স্থলে "কত কত"

† এই স্তবকটির পরে প্রথম সংস্করণে নিম্নলিখিত আর একটি স্তবক ছিল-

"ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,
নহিলে শুনিতে এ বীণা ঝঙ্কার
বাজিত গরজে, উথলি আবার
উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ ।"

বদনে সে হাসি নাই, নয়নে সে জ্যোতিঃ ;
সে আনন্দ নাই আর মরি কি দুর্গতি !
হরিষ বিষাদ এবে তুল্য চিরদিন ;
বসন্ত শরত ঋতু সকলি মলিন !
দিবানিশি একি বেশ, বার মাস সেই ক্লেশ ;
বিধবার প্রাণে হায় এতই কি সয় রে !

৩

হায় রে নিষ্ঠুর জাতি পাষাণ-হৃদয়,
দেখে শুনে এ যন্ত্রণা তবু অন্ধ হয়,
বালিকা যুবতী ভেদ করে না বিচার,
নারী বধ ক'রে তুষ্ট করে দেশাচার।
এই যদি এ দেশের শাস্ত্রের লিখন,
এ দেশে রমণী তবে জন্মে কি কারণ ?
পুরুষ দুদিন পরে আবার বিবাহ করে
অবলা রমণী ব'লে এতই কি সয় রে ?

৪

কেঁদেছি অনেক দিন কাঁদিব না আর ;
পূরাইব হৃদয়ের কামনা এবার।—
ঈশ্বর থাকেন যদি করেন বিচার
করিবেন এ দৌরাত্ম্য সমূলে সংহার ;
অবিলম্বে হিন্দুধর্ম্ম ছারখার হবে !
হিন্দুকুলে বাতি দিতে কেহ নাহি রবে
দেখ রে, দুর্ম্মতি যত চিরম্লেচ্ছ-পদানত-
বিধবার শাপে হায় এ দুর্গতি হয় রে।

৫

হায় রে আমার যদি থাকিত সম্পদ,
মিটাতাম চিরদিন মনের যে সাধ ;

সোনার প্রতিমা গ'ড়ে বিধবা নারীর,
রাখিতাম স্থানে স্থানে ভারতভূমির ;
বিদেশের স্ত্রী পুরুষ এদেশে আসিত,
পতিব্রতা ব'লে কারে নয়নে হেরিত।
লিখিতাম নিম্নদেশে "কি স্বদেশে কি বিদেশে
রমণী এমন আর ধরাতলে নাই রে !"

৬

সে ধন সম্পদ নাই দরিদ্র কাঙ্গাল,
অনাথ-বিধবা-দুঃখ রবে চিরকাল
আমার অন্তরে গাঁথা ; যখনি দেখিব
সুগন্ধ কুসুমে কীট তখনি কাঁদিব :
রাহুগ্রাসে শশধর, নক্ষত্র-পতন
যখনি দেখিব, হায়, করিব স্মরণ
বিধবা নারীর মুখ ! হায় রে বিদরে বুক
ইচ্ছা করে জন্মশোধ দেশত্যাগী হই রে।
ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি অই রে ॥

জীবন-সঙ্গীত

বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন ;
দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার
ব'লে জীব করো না ক্রন্দন।
মানব-জনম সার এমন পাবে না আর
বাহ্য দৃশ্যে ভুলো না রে মন।
কর যত্ন হবে জয় জীবাত্মা অনিত্য নয়
অহে জীব কর আকিঞ্চন।
করো না সুখের আশ, পরো না দুখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ;

সংসারে সংসারী সাজ করো নিত্য নিজ কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির ;
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল
আয়ু যেন শৈবালের নীর।
সংসার-সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কর দৃঢ় পণে
ভয়ে ভীত হইও না মানব ;
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান যায় যাবে যাক প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ।
মনোহর মূর্ত্তি হেরে অহে জীব অন্ধকারে
ভবিষ্যতে করো না নির্ভর ;
অতীত সুখের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা ক'রে হইও না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্য্যে হও রত
একমনে ডাক ভগবান ;
সঙ্কল্প সাধন হবে ধরাতলে কীর্ত্তি রবে
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হবো বরণীয়।
সময়-সাগর-তীরে পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর ;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
করো না মানবগণ বৃথা ক্ষয় এ জীবন
সংসার-সমরাঙ্গণ-মাঝে ;
সঙ্কল্প করেছ যাহা, সাধন করহ তাহা
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

পদ্মের মৃণাল

১

পদ্মের মৃণাল এক, সুনীল হিল্লোলে,
দেখিলাম সরোবরে ঘন ঘন দোলে—
কখন ডুবায় কায়, কভু ভাসে পুনরায়,
হেলে দুলে আশেপাশে তরঙ্গের কোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
শ্বেত আভা স্বচ্ছ পাতা, পদ্ম শতদলে গাঁথা,
উলটি পালটি বেগে স্রোতে ফেলে তোলে—
পদ্মের মৃণাল এক সুনীল হিল্লোলে।
এক দৃষ্টে কত ক্ষণ, কৌতুকে অবশ মন,
দেখিতে শোকের বেগ ছুটিল কল্লোলে—
পদ্মের মৃণাল এক তরঙ্গের কোলে।

২

সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি ;
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন ভাবিয়া ব্যাকুল মন—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি !
রাজা রাজমন্ত্রী-লীলা, বলবীর্য্য স্রোতশীলা,
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি ?—
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি !
অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহি কি নিস্তার তার,
কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলী ?—
লতা, পশু, পক্ষী সম মানবেরো পরাক্রম,
জ্ঞান, বুদ্ধি, যত্ন, বলে বাঁধা কি শিকলি ?—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি।

৩

কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল
শাসন করিত যারা অবনীমণ্ডল ?
বল বীর্য্য পরাক্রমে ভবে অবলীলাক্রমে,
ছড়াইত মহিমার কিরণ উজ্জ্বল—
কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল ?
বাঁধিয়ে পাষাণস্তূপ, অবনীতে অপরূপ,
দেখাইলা মানবের কি কৌশল বল—
প্রাচীন মিসরবাসী কোথা সে সকল ?
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ অবনীতে অপরূপ,
কোথা তারা, এবে কারা হয়েছে প্রবল
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল !

জগতের অলঙ্কার আছিল যে জাতি ;
জ্বালিল উন্নতি-দীপ অরুণের ভাতি ;
অতুল্য অবনীতলে এখনো মহিমা জ্বলে,
কে আছে সে নরধন্য কুলে দিতে বাতি ?—
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি !
ম্যারাথন্, থার্ম্মপলি হয়েছে শ্মশানস্থলী,
গিরীস আঁধারে আজ পোহাইছে রাতি ;—
এই কি কালের গতি, এই কি নিয়তি !
যার পদচিহ্ন ধ'রে, অন্য জাতি দম্ভ করে,
আকাশ পয়োধি-নীরে ছড়াইছে ভাতি—
জগতের অলঙ্কার কোথায় সে জাতি !

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম ?
কাঁপিত যাহার তেজে মহী, সিন্ধু, ব্যোম !

ধরণীর সীমা যার, ছিল রাজ্য অধিকার,
সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম—
দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম।
সাহস-ঐশ্বর্য্যে যার, ত্রিভুবন চমৎকার—
সে জাতি কোথায় আজি, কোথা সে বিক্রম ?
এমনি অব্যর্থ কি রে কালের নিয়ম।
কি চিহ্ন আছে রে তার, রাজপথ দুর্গে যার,
পৃথিবী বন্ধন ছিল, কোথায় সে রোম ?—
নিয়তির কাছে নর এত কি অক্ষম।

আরবের পারস্যের কি দশা এখন ?
সে তেজ নাহিক আর, নাহি সে তর্জ্জন !
সৌভাগ্য-কিরণজালে, উহারাই কোন কালে
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন।—
আরবের পারস্যের কি দশা এখন।
পশ্চিমে হিস্পানীশেষ, পূবে সিন্ধু হিন্দুদেশ,
কাফর যবনবৃন্দে করিয়া দমন—
উল্‌কা-সম অকস্মাৎ হইল পতন।
"দীন" ব'লে মহীতলে, যে কাণ্ড করিলা বলে,
সে দিনের কথা এবে হয়েছে স্বপন—
আরবের উপন্যাস অদ্ভুত যেমন।

আজি এ ভারতে, হায়, কেন হাহাধ্বনি !
কলঙ্ক লিখিতে যার কাঁদিছে লেখনী।
তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্মমৃণালের মত,
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার-ধ্বনি !

জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল,
সে দেশে নিবিড় আজ আঁধার রজনী—
পূর্ণগ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি।
বুদ্ধি বীর্য্য বাহুবলে, সুধন্য জগতী-তলে,
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার-ধ্বনি ?

৮

কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস,
কোথা সে উন্নতি-আশা, কোথা সে উল্লাস।
দম্ভে বসুধার 'পরে, বেড়াইত তেজোভরে,
আজি তারা ভয়ে ভীত হয়েছে হতাশ—
কোথা বা সে ইন্দ্রালয়, কোথা সে কৈলাস!
কত যত্নে কত যুগে, বনবাসে কষ্ট ভুগে,
কালজয়ী হলো ব'লে করিত বিশ্বাস—
হায় রে সে ঋষিদের কোথা অভিলাষ!
সে শাস্ত্র, সে দরশন, সে বেদ কোথা এখন ?
পড়ে আছে ইন্দ্রালয়, ভাবিয়া হতাশ ;—
কোথা বা সে হিমালয়, কোথা সে কৈলাস!

৯

নিয়তির গতি রোধ হবে না কি আর ?
উঠিবে না কেহ কি রে উজলি আবার ?
মিসর পারস্য ভাতি, গিরীক রোমীয় জাতি,
ভারত থাকিবে কি রে চির অন্ধকার ?
জাপান জিলণ্ডে নিশি পোহাবে এবার!
যত্ন, আশা, পরিশ্রমে খণ্ডিয়া নিয়তি-ক্রমে,
উঠিয়া প্রবল হতে পাবে না কি আর ;—
অই মৃণালের মত সহিবে প্রহার ?

না জানি কি আছে ভালে, তাই গো মা এ কাঙ্গালে
মিশাইছে অশ্রুধারা ভস্মেতে তোমার ;—
ভারত কিরণময় হবে কি আবার ?

১০

তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননী,
কোমল কুসুম-আভা প্রফুল্লবদনী।
এত দিনে বুঝি সতি, ফিরিল কালের গতি,
হ'লে বুঝি দশাহীন ভারত যেমনি !
সভ্যজাতি মাঝে তুমি সভ্যতার খনি।
হলো যবে মহীতলে রোম দগ্ধ কালানলে,
তুমিই উজ্জ্বল ক'রে আছিলে ধরণী,
বীরমাতা প্রভাময়ী সুচিরযৌবনী।
ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার ছিলে, কতই যে প্রসবিলে
শিল্প নীতি নৃত্য গীত চকিত অবনী—
তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী-জননী।
বুঝি বা পড়িলে এবে কালের হিল্লোলে,
পদ্মের মৃণাল যথা তরঙ্গের কোলে।

গঙ্গার উৎপত্তি

১

হরিনামামৃত পানে বিমোহিত
সদা আনন্দিত নারদ ঋষি,
গাইতে গাইতে অমরাবতীতে
আইল একদা উজলি দিশি।

২

হরষ অন্তরে মহা সমাদরে
সুরগণ সংহতি অমর-পতি,

করি গাত্রোত্থান করিয়া সম্মান
সাদর সম্ভাষে তোষে অতিথি।

৩

পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া মুনিরে পূজিয়া
চন্দ্রাগ্নি প্রভৃতি অমরগণ;
করিয়া মিনতি কহে ঋষিপ্রতি
"কহ কৃপা করি করি শ্রবণ,

৪

কিরূপে উৎপত্তি হলো ভাগীরথী
গাও তপোধন প্রাচীন কথা।
বেদের উকতি, তোমার ভারতী,
অমৃত-লহরী-সদৃশ গাথা।"

৫

গুণী-বিশারদ মুনি সে নারদ,
ললিত পঞ্চমে মিলায়ে তান,
আনন্দে ডুবিয়া নয়ন মুদিয়া
তুম্ব বাজাইয়া ধরিল গান।

৬

"হিমাদ্রি অচল দেব-লীলাস্থল
যোগীন্দ্র-বাঞ্ছিত পবিত্র স্থান;
অমর কিন্নর যাহার উপর
নিসর্গ নিরখি জুড়ায় প্রাণ।

৭

যাহার শিখরে সদা শোভা করে
অসীম অনন্ত তুষাররাশি;
যাহার কটিতে ছুটিতে ছুটিতে
জলদ-কদম্ব জুড়ায় আসি।

৮

যেখানে উন্নত মহীরুহ যত
প্রণত উন্নত শিখর-কায় ;
সহস্র বৎসর অজর অমর
অনাদি ঈশ্বর-মহিমা গায়।

৯

সেই হিমগিরি শিখর-উপরি
অঙ্গিরাদি যত মহর্ষিগণ
আসিত প্রত্যহ, ভকতির সহ
ভজিতে ব্রহ্মাণ্ড-আদিকারণ।

১০

হেরিত উপরে নীলকান্তি ধরে
শূন্য ধূ ধূ করে ছড়ায়ে কায় ;
হেরিত অযুত অযুত অদ্ভুত
নক্ষত্র ফুটিয়া ছুটিছে তায়।

১১

মণ্ডলে মণ্ডলে শনি শুক্র চলে
ঘুরিয়া ঘেরিয়া আকাশময় ;
হেরিত চন্দ্রমা অতুল উপমা,
অতুল উপমা ভানু-উদয়।

১২

চারি দিকে স্থিত দিগন্ত-বিস্তৃত
হেরিত উল্লাসে তুষাররাশি ;
বিস্ময়ে প্লাবিত বিস্ময়ে ভাবিত
অনাদি পুরুষে আনন্দে ভাসি :”

১৩

বলিতে বলিতে আনন্দ-বারিতে
দেবর্ষি হইল রোমাঞ্চ-কায় ;

ঘন ঘন স্বর গভীর প্রখর
তান্‌পূরা-ধ্বনি বাজিল তায়।

১৪

গাইল নারদ ভাবে গদগদ,
"এমন ভজন নাহি রে আর,
ভূধরশিখরে ডাকিয়া ঈশ্বরে
গাইতে অনন্ত মহিমা তাঁর।

১৫

ইহার সমান ভজনের স্থান
কি আছে মন্দির জগতমাঝে ;
জলদ গর্জ্জন তরঙ্গ পতন
ত্রিলোক চমকি যেখানে বাজে।

১৬

কিবা সে কৈলাস বৈকুণ্ঠ নিবাস
অলকা অমরা নাহিক চাই ;
জয় নারায়ণ বলিয়া যেমন
ভুবনে ভুবনে ভ্রমিতে পাই।"

১৭

নারদের বাণী শুনি অভিমানী
অমরমণ্ডলী বিমর্ষ হয় ;
আবার আহ্লাদে গভীর নিনাদে
সঙ্গীততরঙ্গ বেগেতে বয়।

১৮

"ঋষি কয় জন সন্ধ্যা সমাপন
করি এক দিন বসিলা ধ্যানে ;
দেবী বসুন্ধরা মলিনা কাতরা
কহিতে লাগিলা আসি সেখানে ;

১৯

'রাখ ঋষিগণ— সমূলে নিধন
মানব-সংসার হলো এবার ;
হলো ছারখার ভুবন আমার
অনাবৃষ্টি-তাপ সহে না আর।'

২০

শুনে ঋষিগণ ক'রে দৃঢ় পণ
যোগে দিল মন একান্ত-চিতে ;
কঠোর সাধনা ব্রহ্ম-আরাধনা
করিতে লাগিলা মানব-হিতে।

২১

মানব-মঙ্গলে ঋষিরা সকলে
কাতরে ডাকিছে করুণাময় ;
মানবে রাখিতে নারায়ণ-চিতে
হইল অসীম করুণোদয়।

২২

দেখিতে দেখিতে হলো আচম্বিতে
গগনমণ্ডল তিমিরময় ;
মিহির নক্ষত্র তিমিরে একত্র
অনল বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়।

২৩

ব্রহ্মাণ্ড ভিতর নাহি কোন স্বর,
অবনী অম্বর স্তম্ভিতপ্রায় ;
নিবিড় আঁধার জলধি-হুঙ্কার
বায়ু-বজ্রনাদ নাহি শুনায়।

২৪

নাহি করে গতি গ্রহদল-পতি
অবনীমণ্ডল নাহিক ছুটে ;

নদ-নদী-জল হইল অচল—
নির্ঝর না ঝরে ভূধর ফুটে।

২৫

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে
গগনে হইল কিরণোদয় ;
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয়।

২৬

শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়—
ব্রহ্ম সনাতন অতুল চরণ
সলিল-নির্ঝর বহিছে তায়।

২৭

বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী ;
দাঁড়ায়ে অম্বরে কমণ্ডলু-করে
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি।

২৮

হায় কি অপার আনন্দ আমার
ব্রহ্মসনাতন-চরণ হতে ;
ব্রহ্মা-কমণ্ডলে জাহ্নবী উথলে
পড়িছে দেখিনু বিমানপথে।

২৯

গভীর গর্জ্জনে দেখিনু গগনে
ব্রহ্মা-কমণ্ডলু হতে আবার
জলস্তম্ভ ধায়, রজতের কায়,
মহাবেগে বায়ু করি বিদার।

৩০

ভীম কোলাহলে নগেন্দ্র-অচলে
সেই বারিরাশি পড়িল আসি ;
ভূধর-শিখর সাজিয়া সুন্দর
মুকুটে ধরিল সলিলরাশি।

৩১

রজত-বরণ স্তম্ভের গঠন
অনন্ত গগন ধরেছে শিরে,
হিমানী-আবৃত হিমাদ্রি পর্ব্বত
চরণে পড়িয়া রয়েছে ধীরে।

৩২

চারি দিকে তার রাশি স্তূপাকার
ফুটিয়া ছুটিছে ধবল ফেনা ;
ঢাকি গিরিচূড়া হিমানীর গুঁড়া
সদৃশ খসিছে সলিলকণা।

৩৩

ভীষণ আকার ধরিয়া আবার
তরঙ্গ ধাইছে অচল-কায় ;
নীলিম গিরিতে হিমানী রাশিতে
ঘুরিয়া ফিরিয়া মিশায়ে যায়।

৩৪

হইল চঞ্চল হিমাদ্রি অচল
বেগেতে বহিল সহস্র ধারা ;
পাহাড়ে পাহাড়ে তরঙ্গ আছাড়ে
ত্রিলোক কাঁপিল আতঙ্কে সারা।

৩৫

ছুটিল গর্ব্বেতে গোমুখী পর্ব্বতে
তরঙ্গ সহস্র একত্রে মিলি,

গভীর ডাকিয়া আকাশ ভাঙ্গিয়া
পড়িতে লাগিল পাষাণ ফেলি।

৩৬

পালকের মত ছিঁড়িয়া পর্ব্বত
কুঁদিয়া চলিল ভাঙ্গিয়া বাঁধ,
পৃথিবী কাঁপিল তরঙ্গ ছুটিল
ডাকিয়া অসংখ্য কেশরি-নাদ।

৩৭

বেগে বক্রকায় স্রোতঃস্তম্ভ ধায়
যোজন অন্তরে পড়িছে নীচে ;
নক্ষত্রের প্রায় ঘেরিয়া তাহায়
শ্বেত ফেনরাশি পড়িছে পিছে।

৩৮

তরঙ্গনির্গত বারিকণা যত
হিমানী চূর্ণিত আকার ধরে ;
ধূমরাশি প্রায় ঢাকিয়া তাহায়
জলধনু-শোভা চিত্রিত করে।

৩৯

শত শত ক্রোশ জলের নির্ঘোষ
দিবস রজনী করিছে ধ্বনি ;
অধীর হইয়া প্রতিধ্বনি দিয়া
পাষাণ খসিয়া পড়ে অমনি।

৪০

ছাড়ি হরিদ্বার শেষেতে আবার
ছড়ায়ে পড়িল বিমল ধারা ;
শ্বেত সুশীতল স্রোতস্বতীজল
বহিল তরল পারার পারা।

৪১

অবনীমণ্ডলে সে পবিত্র জলে
হইল সকলে আনন্দে ভোর ;
'জয় সনাতনী পতিতপাবনী'
ঘন ঘন ধ্বনি উঠিল ঘোর।"

প্রলয়*

ফিরে কি আসিছে প্রলয়ের কাল
নাশিতে পৃথিবী ?—ফিরে কি করাল
বাজিবে বিষাণ ভীষণ নিনাদে ?
জ্বলন্ত আকাশে বিপুল প্রমাদে
ফিরে কি উঠিবে দ্বাদশ রবি ?

ভয়ঙ্কর কথা—ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ
করিতে আসিছে প্রচণ্ড হুতাশ—
ভানুর মণ্ডলে তড়িতের শিখা,
গিরি-চূড়াকৃতি, বায়ুপথে দেখা
দিয়াছে; অদ্ভুত অনল-ছবি।
স্থিরবায়ু ভেদি তড়িত-কিরণ-
রাশি স্তূপাকার করিছে গমন
পৃথিবীর দিকে—আকৃতি ভীষণ
দেখিতে অদ্ভুত অনল-ছবি।

* ১২৮২ সালে সম্পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছিলেন যে, সূর্য্যমণ্ডল হইতে এক অদ্ভুত বিদ্যুতাকৃতি জ্যোতিরেখা নির্গত হইয়া পৃথিবীর দিকে আসিতেছে ; প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে ; এবং যেরূপ বেগে আসিতেছে, তাহাতে অনতিবিলম্বে পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করা সম্ভব। সেই উপলক্ষে ইহা বিরচিত হইয়াছিল।

জ্বলন্ত আকাশে বিপুল প্রমাদে
ফিরে কি উঠিবে দ্বাদশ রবি ?

আসিছে অনল ব্রহ্মাণ্ড উজলি,
(দেখেছে শূন্যেতে পণ্ডিতমণ্ডলী)
জগত ব্রহ্মাণ্ড করিবে গ্রাস।
এ কি ভয়ঙ্কর—বিশ্ব চরাচর,
সোম, শুক্র, বুধ, মহী, শনৈশ্চর,—
বিদ্যুৎ-অনলে হবে বিনাশ।
আকাশের গ্রহ, নক্ষত্রমণ্ডলী
অনলে পুড়িয়া পড়িবে সকলি ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ড হবে শূন্যময়,
সমুদ্র, পবন, প্রাণী সমুচয়,—
এমন পৃথিবী হবে বিনাশ।

৪

হবে কি বিনাশ এমন পৃথিবী ?
অথবা যেমন চন্দ্রমার ছবি,
প্রাণিশূন্য মরু হয়ে চিরকাল,
ভ্রমিবে শূন্যেতে হিমানীর তাল—
মানব বিহঙ্গ কিছু না রবে ?
না রবে জলধি, নদ-নদী-জল,
অগাধ সাগর হবে মরুতল,
শীত গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাবে সকল,
মানব পতঙ্গ কিছু না রবে ?
না রবে মানব—বিপুল মহীতে
মানবের মুখ পাব না দেখিতে,
পাব না দেখিতে জগতের সার
রূপের প্রতিমা, সুখের আধার

রমণীর মুখ—ভবের ভূষণ
বিধাতার চারু মানস-সৃজন—
চিরদিন তরে বিলীন হবে।

৫

বিহঙ্গের স্বর, তরঙ্গ-নির্ঝর,
কুসুমের আভা, ঘ্রাণ মনোহর,
বালকের হাসি, আধ আধ বোল,
ঘনঘটা-ছটা, জলের কল্লোল,
চাঁদের কিরণ, তড়িতের খেলা,
ভানুর উদয়, ভূধরের মেলা,
দেখিতে শুনিতে পাব না আর!
এত যে সাধের এত যে বাসনা,
আশা, অভিলাষ, কিছুই রবে না,
আনন্দ, বিষাদ, ভাবনাকলাপ,
প্রণয়ের সুখ, প্রতাপের তাপ,
ধনের মর্য্যাদা, মানের গৌরব,
জ্ঞানের আস্বাদ, প্রেমের সৌরভ,
কিছু কি রবে না রবে না তার?

৬

বিরলে বসিয়া এ মহীমণ্ডলে,
উজানে ভাসিয়া কালের হিল্লোলে,
আর কি পাব না সে ভাবে ভাবিতে,
আর কি পাব না সে সবে দেখিতে,
নয়নে কাঁদিয়া, স্বপনে ডুবিয়া,
মানসে ভাবিয়া, পুলকে পুরিয়া,
যে সবে দেখিতে বাসনা হয়!
শিশু-বাল্যকাল, যৌবন সরল,
(কখন অমৃত কখন গরল)

কুটিল প্রবীণ মানব-জীবন,
লহরী লুকায়ে হবে অদর্শন,
এ জীবপ্রবাহ—হবে প্রলয় !

৭

এত যে সহস্র জীবের রতন—
দেবের সদৃশ মহামতিগণ,
যুগে যুগে যুগে পরাণ সঁপিয়া
আকাশ, জলধি, পৃথিবী খুঁজিয়া
জ্ঞান সঞ্চারিল, মানবজাতিতে
আনন্দ নির্ঝর অজস্র করিতে,—
সকলি কি হায় বৃথায় যাবে ?
তবে কি কারণ, বৃথা এ সকল,
এ মানবজাতি, এ মহীমণ্ডল,
এমন তপন, তারা, শশধর,
এত সুখ দুঃখ, রূপ মনোহর—
বিধির সৃজন কেন, কি ভাবে ?

৮

নাহি কি কোনই অভিসন্ধি তার ?—
জীবাত্মা, জীবন, সকলি অসার,
এত যে যাতনা, যাতনাই সার—
শুধুই বিধির সাধের খেলা !
তবে অকস্মাৎ হোক্ রে এখনি
দেহ, পরমায়ু, আকাশ, অবনী,
আঁধারে ডুবিয়া হোক্ ছারখার,
কিবা এ ব্রহ্মাণ্ড, জীব জন্তু আর—
চিরদিন তরে যাক্ এ বেলা !
এ মানবজাতি, এ মহীমণ্ডল
বৃথা এ সকল—সকলি নিষ্ফল—
এই কি বিধির সাধের খেলা !

বিধাতা হে আর ক'রো না সৃজন
এমন পৃথিবী, এমন জীবন ;—
কর যদি প্রভু ধরা পুনর্ব্বার,
মানব সৃজন ক'রো না আর ;
আর যেন, দেব, না হয় ভুগিতে
জীবাত্মার সুখ—না হয় আসিতে,
এ দেহ এ মন ধারণ করিতে,
এরূপ মহীতে কখন আর।

ভারত-কামিনী

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া, সদাচার ?
হয়ে আর্য্যবংশ—অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে !

এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে ?

বাঁধিয়া রেখেছ বামা রাশি রাশি
অনাথা করিয়া—গলে দিয়া ফাঁসি,
কাড়িয়া লয়েছ কবরী, কঙ্কণ,
হার, বাজু, বালা, দেহের ভূষণ—
অনন্ত দুখিনী বিধবা নারী।

দেখ রে নিষ্ঠুর, হাতে লয়ে মালা
কুলীন সধবা অনূঢ়া অবলা
আছে পথ চেয়ে পতির উদ্দেশে,
অসংখ্য রমণী পাগলিনী বেশে—

কেহ বা করিছে বরমাল্য দান
মুমূর্ষুর গলে হয়ে ম্রিয়মাণ
নয়নে মুছিয়া গলিত বারি।

চারি দিকে হেথা ভারত যুড়িয়া,
সরসীকমল যেন রে ছিঁড়িয়া—
কামিনীমণ্ডলী রেখেছ তুলিয়া—
কোমল হৃদয় করেছ হতাশ,
না দেখিতে দেও অবনী আকাশ—
করে কারাবাস জগতে রয়ে।

অরে কুলাঙ্গার, হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া, সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ, অবনীর সার,
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে?

এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিছ মাতা, সুতা, জায়া,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী-মাঝে।

দেখ না কি চেয়ে জগত-উজ্জ্বল
এই সে ভারত, হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী, যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে?

জান না কি সেই অযোধ্যা, কোশল,
এইখানে ছিল কলিঙ্গ, পঞ্চাল,
মগধ, কনৌজ—সুপবিত্র ধাম
সেই উজ্জয়িনী, নিলে যার নাম
ঘুচে মনস্তাপ কলুষ হরে?

এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা—
সাবিত্রী ভারত পবিত্র করে।

এই আর্য্যভূমে বাঁধিয়া কুন্তল
ধরিয়া কৃপাণ কামিনী সকল,
প্রফুল্ল স্বাধীন পবিত্র অন্তরে
নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ছুটিত সমরে—
খুলে কেশপাশ দিত পরাইয়া
ধনুদণ্ডে ছিলা আনন্দে ভাসিয়া—
সমর-উল্লাসে অধৈর্য্য হয়ে—

কোথা সে এখন অসিভল্লধারী
মহারাষ্ট্র-বামা, রাজোয়ারা নারী?
অরাতিবিক্রমে পরাজিত হলে
চিতানলে যারা তনু দিত ঢেলে
পতি, পিতা, সুত, সংহতি লয়ে।

বীরমাতা যারা বীরাঙ্গনা ছিল,
মহিমা-কিরণে জগত ভাতিল—
কোথা এবে তারা—কোথা সে কিরণ?
আনন্দ-কানন ছিল যে ভুবন
নিবিড় অটবী হয়েছে এবে!

আর কি বাজে সে বীণা সপ্তস্বরা
বিজয় নিনাদে বসুন্ধরা ভরা?
আর কি আছে সে মনের উল্লাস,
জ্ঞানের মর্য্যাদা, সাহসবিভাস
সে সব রমণী কোথা রে এবে?

সে দিন গিয়াছে—পশুর অধম
হয়েছে ভারতে নারীর জনম ;
নৃশংস আচার, নীচ দুরাচার
ভারত-ভিতরে যত কুলাঙ্গার
পিশাচের হেয় হয়েছে সবে।

তবে কেন আজও আছে ঐ গিরি
নাম হিমালয়, শৃঙ্গ উচ্চে ধরি ?
তবে কেন আজও করিছে হুঙ্কার
ভারত বেষ্টিয়া জলধি দুর্ব্বার ?
কেন তবে আজও ভারত ভিতরে
হিন্দুবংশাবলী শুনে সমাদরে
ব্যাস বাল্মীকি, বারিধারা ঝরে
সীতা, দময়ন্তী, সাবিত্রী-রবে ?—

গভীর নিনাদে করিয়ে ঝঙ্কার,
বাজ্ রে বীণা বাজ্ একবার,
ভারতবাসীরে শুনায়ে সবে।
দেখ্ চেয়ে দেখ্ হোথা একবার—
প্রফুল্ল কোমল কুসুম-আকার
য়ুনানী* মহিলা হয় পারাপার
অকূল জলধি অকুতোভয়ে।

ধায় অশ্বপৃষ্ঠে অশঙ্কিত চিতে
কানন, কন্দর, উন্নত গিরিতে—
অপ্সরা-আকৃতি পুরুষ-সেবিতা,
সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীতে ভূষিতা—
স্বাধীন প্রভাতে পবিত্র হয়ে।

আর কি ভারতে ওরূপে আবার
হবে রে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার ?—

* অর্থাৎ ইউরোপীয়।

পেয়ে নিজ মান, পরে নিজ বেশ
জ্ঞান, দম্ভ, তেজে পূরে নিজ দেশ,—
বীর-বংশাবলী-প্রসূতি হবে ?

এহেন প্রকাণ্ড মহীখণ্ড-মাঝে
নাহি কি রে কোন বীরাত্মা বিরাজে—
এখনি উঠিয়া করে খণ্ড খণ্ড
সমাজের জাল করাল প্রচণ্ড—
স্বজাতি উজ্জ্বল করিয়া ভবে ?

চৈতন্য গৌতম নাহি কি রে আর,
ভারত-সৌভাগ্য করিতে উদ্ধার ?—
ঋষি বিশ্বামিত্র, রাঘব, পাণ্ডব,
কেন জন্মেছিলা মহাত্মা সে সব—
ভারত যদি না উন্নত হবে ?

ধিক্ হিন্দুজাতি, হয়ে আর্য্যবংশ,
নরকণ্ঠহার নারী কর ধ্বংস !
ভুলে সদাচার, দয়া, সদাশয়,
কর আর্য্যভূমি পূতিগন্ধময়,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী-মাঝে !—

দেখ না কি চেয়ে জগত-উজ্জ্বল
এই সে ভারত, হিমানী অচল,
এই সে গোমুখী, যমুনার জল,
সিন্ধু, গোদাবরী, সরযূ সাজে ?

জান না কি সেই অযোধ্যা, কোশল
এইখানে ছিল কলিঙ্গ পঞ্চাল ?
মগধ, কনৌজ,—সুপবিত্র ধাম
সেই উজ্জয়িনী—নিলে যার নাম
ঘুচে মনস্তাপ, কলুষ হরে ?

এই রঙ্গভূমে করেছিল লীলা
আত্রেয়ী, জানকী, দ্রৌপদী সুশীলা,
খনা, লীলাবতী প্রাচীন মহিলা—
সাবিত্রী, ভারত পবিত্র করে ?

অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া, সদাচার ?
হয়ে আর্য্যবংশ, অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে ?

এখন(ও) ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনও রয়েছ উন্মত্ত হয়ে ?

অশোকতরু

১

কে তোমারে তরুবর, করে এত মনোহর,
রাখিল এ ধরাতলে, ধরা ধন্য করে ?
এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী-ভিতরে !
দেখ দেখ কি সুন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরে থর,
বিরাজে শাখীর 'পর সদা হাস্যভরে—
সিন্দূরের ঝারা যেন বিটপী-উপরে !
মরি কিবা মনোলোভা, ছড়ায়ে রয়েছে শোভা,
আভা যেন উথলিয়া পড়িছে অম্বরে।—
কে আনিল হেন তরু পৃথিবী-ভিতরে ?

২

বল বল তরুবর, তুমি যে এত সুন্দর,
অন্তরও তোমার, কি হে, ইহারি মতন ?
কিম্বা শুধু নেত্রশোভা মানব যেমন ?
আমি দুঃখী তরুবর, তাপিত মম অন্তর,
না জানি মনের সুখ, সন্তোষ কেমন ;
তরুবর, তুমি বুঝি না হবে তেমন ?
অরে তরু, খুলে বল, শুনে হই সুশীতল,
ধরণীতে সদানন্দ আছে এক জন,—
না হয় সন্তাপে যারে করিতে ক্রন্দন।

৩

জানিতাম, তরুবর, যদি হে তব অন্তর,
দেখাতাম একবার পৃথিবী তোমায়—
মানবের মনচিত্রে কি আছে কোথায় !
কত মরু, বালুস্তূপ, কত কাঁটা, শুষ্ক কূপ,
ধূ ধূ করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকায়—
সরসী, নির্ঝর, নদী, কিছু নাহি তায়।
তা হ'লে বুঝিতে তুমি, কেন ত্যজি বাসভূমি,
নিত্য আসি কাঁদি বসি তোমার তলায় ;
ত্যজে নর, ধরি কেন তোমার গলায়।

৪

তুমি তরু নিরন্তর, আনন্দে অবনী'পর,
বিরাজ বন্ধুর মাঝে, স্বজন-সোহাগে ;
তরুবর, কেহ নাহি তোমারে বিরাগে।
ধরণী করান পান, সুরস সুধা-সমান,
দিবানিশি বার মাস সম অনুরাগে,—
পবন তোমার তরে যামিনীতে জাগে।

স্রোতোধারা ধরি পায়, কুলু কুলু করি ধায়,
আপনি বরষা নীর ঢালে শিরোভাগে ;—
তরু রে, বসন্ত তোর স্নেহ করে আগে।

৫

কলকণ্ঠ মধুমাসে, তোমারি নিকটে আসে,
শুনাতে আনন্দে বসে কুহু কুহু রব ;
তরুবর, তোমার কি সুখের বিভব।
তলদেশে মখমল, তৃণ করে ঢল ঢল,
পতঙ্গ তাহাতে সুখে কেলি করে সব,
কতই সুখেতে তরু, শুন ঝিল্লীরব!
আসি সুখে পাঁতি পাঁতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি,
খদ্যোত যখন তব সাজায় পল্লব—
কি আনন্দ তরু তোর হয় অনুভব!

৬

তরু রে, আমার মন তাপদগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা ;
আমি, তরু, জগতের স্নেহ-সুখ-হারা!
জায়া, বন্ধু, পরিবার সকলি আছে আমার,
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা ;—
মনে ভাল, কেহ মোরে, বাসে না তাহারা!
এ দোষ কাহারো নয়, আমিই কলঙ্কময়,
আমারি অন্তর হায়, কলঙ্কেতে ভরা—
আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা।

৭

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তরযামী,
তোমার তলায় আসি ভাসি অশ্রুনীরে,
দেখিয়া জীবের সুখ ভবের মন্দিরে।

এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু, তাই ভিক্ষা চাই,
পাই যেন এই রূপে কাঁদিতে গম্ভীরে,
যত দিন নাহি যাই বৈতরণী-তীরে।
এক ভিক্ষা আছে আর, অন্য যদি কেহ আর,
আমার মতন দুঃখী আসে এই স্থানে,
তরু, তারে দয়া ক'রে তুষিও পরাণে!

যমুনাতটে

১

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়,
কৌমুদীরাশিতে যেন ধৌত ধরাতল!
সমীরণ মৃদু মৃদু ফুলমধু বয়,
কল কল করে ধীরে তরঙ্গিণী-জল!
কুসুম, পল্লব, লতা নিশার তুষারে
শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
জোনাকির পাঁতি শোভে তরু-শাখা'পরে,
নিরিবিলি ঝিঁঝি ডাকে, জগত ঘুমায়;—
হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি
হেরি শশী দুলে দুলে জলে ভাসি যায়।

২

কে আছে এ ভূমণ্ডলে, যখন পরাণ
জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ-অন্বেষণে,
তখন বিজন বন, শান্ত বিভাবরী,
শান্ত নিশানাথ-জ্যোতি বিমল আকাশে,
প্রশস্ত নদীর তট, পর্ব্বত-উপরি,
কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে।

কি সুখ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে;
সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হুতাশে।

৩

ভাসায়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে যাহার,
নিবেছে সুখের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
হুহু করে দিবা নিশি প্রাণ কাঁদে যার,
সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মূরতি,
হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে
শুনিলে গভীর ধ্বনি পবনের গতি,
কি সান্ত্বনা হয় মনে মধুর ভাবেতে।
না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কারণ,
অনন্ত চিন্তার গামী বিজন ভূমিতে।

৪

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন,
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী দিবা প্রভেদে এমন,
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?
কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
শমন করিয়া চুরি নিয়াছে যাহায়?
কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জ্বলে,
প্রাণের দোসর ভাই প্রিয়ার ব্যথায়?
কেন বা উৎসবে মাতি থাকি কভু দিবা রাতি,
আবার নির্জ্জনে কেন কাঁদি পুনরায়?

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
ক্ষণে ক্ষণে হ'লো মনে কত যে ভাবনা,

দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম্ম, আত্মবন্ধুজন,
জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না!
কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
কতই বিষাদ আসি হৃদয় পূরিল,
কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণ জুড়াইল!
রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাস্বাদ,
বৃন্তভাঙা মন যার সেই সে বুঝিল!

চাতক পক্ষীর প্রতি*

১

কে তুমি রে বল পাখি,
সোনার বরণ মাখি,
গগনে উধাও হয়ে
মেঘেতে মিশায়ে রয়ে,
এত সুখে সুধামাখা সঙ্গীত শুনাও।

২

বিহঙ্গ নহ ত তুমি;
তুচ্ছ করি মর্ত্ত্যভূমি
জ্বলন্ত অনল-প্রায়
উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিয়া অনিল-পথে সুস্বর ছড়াও।

৩

অরুণ উদয়কালে
সন্ধ্যার কিরণ-জালে

* শেলি-বিরচিত স্কাইলার্কের অনুকরণ।

দূর গগনেতে উঠি,
গাও সুখে ছুটি ছুটি,
সুখের তরঙ্গ যেন ভাসিয়া বেড়াও।

৪

আকাশের তারা সহ
মধ্যাহ্নে লুকায়ে রহ,
কিন্তু শুনি উচ্চ স্বরে
শূন্যেতে সঙ্গীত ঝরে;
আনন্দপ্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও।

৬

একাকী তোমার স্বরে
জগত প্লাবিত করে,
শরতের পূর্ণ শশী
বিমল আকাশে বসি
কৌমুদী ঢালিয়া যথা ব্রহ্মাণ্ড ভাসায়

৬

কবি যথা লুকাইয়ে,
হৃদয়ে কিরণ লয়ে,
উন্মত্ত হইয়ে গায়,
পৃথিবী মাতিয়ে তায়
আশা মোহ মায়া ভয় অন্তরে জড়ায়

৭

রাজার কুমারী যথা
পেয়ে প্রণয়ের ব্যথা,
গোপনে প্রাসাদ 'পরে
বিরহ সান্ত্বনা করে
মধুর প্রেমের মত মধুর গাথায়।

৮

যেমন খদ্যোত জ্বলে
বিরলে বিপিনতলে,
কুসুম তৃণের মাঝে
আতোষী আলোক সাজে
ভিজিয়া শিশির-নীরে আঁধার নিশায়।

৯

পাতায় নিকুঞ্জ গাঁথা
গোলাপ অদৃশ্য যথা
সৌরভ লুকায়ে রয়,
যখনি পবন বয়,
সুগন্ধ উথলি উঠি বায়ুরে খেপায়।

১০

সেইরূপ তুমি, পাখি,
অদৃশ্য গগনে থাকি,
কর সুখে বরিষণ
সুধাস্বর অনুক্ষণ,
ভাসাইতে ভূমণ্ডল সুধার ধারায়।

১১

কেবা তুমি জানি নাই,
তুলনা কোথায় পাই ;
জলধনু চূর্ণ হয়ে
পড়ে যদি শূন্য বয়ে,
তাহাও অপূর্ব্ব হেন নাহিক দেখায়।

১২

যত কিছু ভূমণ্ডলে
সুন্দর মধুর বলে—

নবীন মেঘের জল
মুক্তামাখা তৃণদল—
তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয়।

১৩

পাখী কিম্বা হও পরী
বল রে প্রকাশ করি
কি সুখ-চিন্তায় তোর
আনন্দ হয়েছে ভোর ?
এমন আহ্লাদ আহা স্বরে দেখি নাই।*

১৪

সুধা প্রণয়ের গীত
প্রাণ করে পুলকিত—
তারো সুললিত স্বর
নহে এত মনোহর,
এত সুধাময় কিছু না হেরি কোথাই।

১৫

বিবাহ-উৎসব-রব
বিজয়ীর জয়-স্তব,
তোর স্বর তুলনায়
অসার দেখি রে তায়—
মেটে না মনের সাধ, পূর্ণ নাহি হয়।

১৬

তোর এ আনন্দময়
সুখ-উৎস কোথা রয়,
বন কিম্বা মাঠ গিরি
গগন হিল্লোল হেরি—
কারে ভালবেসে এত ভুল সমুদয়।

* ১ম সং— "...হায় স্বপ্নে দেখি নাই।"

১৭

তুমিই থাক রে সুখে
জান না ঔদাস্য দুখে,
বিরক্তি কাহারে বলে
জান না রে কোন কালে
প্রেমের অরুচি ভোগে হলাহল কত।

১৮

আমরা এ মর্ত্ত্যবাসী
কভু কাঁদি কভু হাসি,
আগে পাছে দেখে যাই
যদি কিছু নাহি পাই,
অমনি হতাশ হয়ে ভাবি অবিরত।

১৯

যত হাসি প্রাণ ভরে
যাতনা থাকে ভিতরে,
এ দুঃখের ভূমণ্ডলে
শোকে পরিপূর্ণ হ'লে
মধুর সঙ্গীত হয় কতই মধুর!

২০

ঘৃণা ভয় অহঙ্কার
দূরে করি পরিহার,
পাখি রে তোমার মত
যদি না কাঁদিতে হ'ত—
না জানি পেতেম কত আনন্দ প্রচুর!

২১

গগনবিহারী পাখী
জগতে নাহি রে দেখি,

গীত বাদ্য মধুস্বর
হেন কিছু মনোহর
তুলনা হইতে পারে তোমার যাহায়

২২

যে আনন্দে আছ ভোরে
তাহার তিলেক মোরে
পাখি তুমি কর দান,
তা হ'লে উন্মত্ত প্রাণ
কবিতাতরঙ্গে ঢালি দেখাই ধরায়।

কুলীনমহিলা-বিলাপ*

"এই না, ইংলণ্ডেশ্বরি, রাজত্ব তোমার ?
ক্রীতদাস তবে যেন হয় মা উদ্ধার
সে ভূমি পরশ মাত্র—সরস অন্তরে
ছিঁড়িয়া শৃঙ্খলমালা স্বাধীনতা ধরে ?
তবে যেন রাজ্যেশ্বরি বাৎসল্য তোমার
সমান সবার তরে, অকূল, অপার !
ভিন্ন ভাব নাহি যেন কন্যাসুত প্রতি ?
নাহি যেন তব রাজ্যে নারীর দুর্গতি ?
শুনেছি না বৃটনের শ্বেতাঙ্গী মহিলা
পুরুষের সঙ্গে রঙ্গে সদা করে লীলা ?
সন্তান ধরেছ গর্ব্ভে তুমি মা আপনি,
আমাদের প্রতি কেন নিদয় জননী !
কেন বল আমাদের দুর্গতি এমন,
এখনো মা ঘুচিল না অশ্রুবিসর্জ্জন !"

* শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কুলীনদিগের বহু-বিবাহ নিবারণ জন্য যে আইন বিধিবদ্ধ করাইবার উদ্যোগ করেন, এই কবিতা সেই উপলক্ষ্যে লিখিত হয়।

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর !
আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?

"সাত শত বর্ষ, মাতঃ, পৃথিবী-ভিতরে
এইরূপে অহরহঃ অশ্রুধারা ঝরে
মাতা-মাতামহী-চক্ষে জন্ম জন্মকাল,
আমাদেরো সে দুর্দ্দশা হায় রে কপাল !
কত রাজ্য হ'ল গেল, কত ইন্দ্রপাত,
নক্ষত্র খসিল কত, ভূধর নিপাত,
হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ম্লেচ্ছ-অধিকার,
শাস্ত্র ধর্ম্ম মতামত কতই প্রকার
উঠিল ভারতভূমে, হইল পতন,
আমাদের দুঃখ আর হ'ল না মোচন !
সেই সে দিনান্তে দুটি পরান্ন আহার,
নিশিতে কাঁদিয়া স্বপ্ন দেখি অনিবার।"

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর !

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?

"ডেকেছি মা বিধাতারে কত শত বার,
পূজেছি কতই দেব সংখ্যা নাহি তার,
তবুও গো ঘুচিল না হৃদয়ের শূল,
অমরাবতীতে বুঝি নাহি দেবকুল !
বারেক বৃটনেশ্বরি আয় মা দেখাই
প্রাণের ভিতরে দাহ কিবা সে সদাই ;
কাজ নাই দেখায়ে মা, তুমি রাজ্যেশ্বরী,
হৃদয়ে বাজিবে তব ব্যথা ভয়ঙ্করী।
ছিল ভাল বিধি যদি বিধবা করিত,
কাঁদিতে হতো না পতি থাকিতে জীবিত !
পতি, পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু ঠেলিয়াছে পায়,
ঠেলো না মা, রাজমাতা, দুঃখী অনাথায়।"

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন ;
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর !

"কি জানাব জননি গো হৃদয়ের ব্যথা !
দাসীর(ও) এ হেন ভাগ্য না হয় সর্ব্বথা।
কি ষোড়শী বালা, কিবা প্রবীণা রমণী,
প্রতিদিন কাঁদিছে মা দিন দণ্ড গণি।
কেহ কাঁদে অন্নাভাবে আপনার তরে,
কারো চক্ষে বারিধারা শিশু কোলে ক'রে,

কত পাপস্রোত মাতা প্রবাহিত হয়,
ভাবিতে রোমাঞ্চ দেহ, বিদরে হৃদয়।
হা নৃশংস অভিমান কৌলীন্য-আশ্রিত !
হা নৃশংস দেশাচার রাক্ষস-পালিত !
আমাদের যা হবার হয়েছে, জননি—
কর রক্ষা এই ভিক্ষা এ সব নন্দিনী।"

আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?
বিমুখ নিষ্ঠুর ধাতা, বিমুখ জনক ভ্রাতা,
বিমুখ নিষ্ঠুর তিনি পতি নাম যাঁর—
আশ্রয় ভারতেশ্বরী ভিন্ন কেবা আর !
আয় আয় সহচরী, ধরি গে বৃটনেশ্বরী,
করি গে তাঁহার কাছে দুঃখের রোদন—
এ জগতে আমাদের কে আছে আপন ?

ভারতভিক্ষা*

(আরম্ভ)

কি শুনি রে আজ—পূরি আর্য্যদেশ
এ আনন্দধ্বনি কেন রে হয় ?
বৃটিশ-শাসিত ভারত ভিতরে,
কেন সবে আজি বলিছে জয় ?

গভীর গরজে ছুটিছে কামান
জিনি বজ্রনাদ, গিরি কম্পমান !
বিন্ধ্য, হিমালয়চূড়াতে নিশান
"রুল বৃট্যানিয়া" বলি উড়ায় !

* সন ১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অফ্ ওয়েলস কলিকাতায় আগমন করেন। তদুপলক্ষে এই কবিতা লিখিত হয়।

শত শত শত উড়িছে পতাকা,
ভুবন-বিখ্যাত চিহ্ন অঙ্গে আঁকা,
নগরে নগরে কোটি অট্টালিকা
শোভিয়া, সুচারু অনন্ত-কায়।

ভাসিছে আনন্দে ভারত বেড়িয়া,
দেব-অট্টালিকা সদৃশ শোভিয়া,
অর্ণব-তরণী কেতনে সাজিয়া,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, গঙ্গার গায়।

নদীনদকূল কেতনে সজ্জিত,
কোটি কোটি প্রাণী পুলকে পূরিত,
বিবিধ বসনভূষণে ভূষিত,
চাতকের ন্যায় তীরে দাঁড়ায়।—
কন্যাঅন্তরীপ হৈতে হিমালয়
কেন রে আজি এ আনন্দময়?

(শাখা)

আসিছে ভারতে বৃটন-কুমার,
শুন হে উঠিছে গভীর বাণী
গগন ভেদিয়া, "জয় ভিক্টোরিয়া
রাজরাজেশ্বরী, ভারতরাণী!"
যেই বৃট্যানিয়া কটাক্ষে শাসিয়া
অবাধে মথিছে জলধি-জল,
অসুর জিনিয়া পৃথিবী ব্যাপিয়া
ভ্রমিছে যাহার সেনানীদল;
যে বৃটনবাসী আসি এ ভারতে
কামানে জ্বালিল বজ্রের শিখা,
যার দর্পতেজ ভারত-অঙ্গেতে
অনল-অক্ষরে রয়েছে লিখা;

জিনিল সমরে যে ভীম-প্রহারী
ক্ষত্রিয়রক্ষিত ভরতগড়,
মুদকি, মুলতান করি খান্ খান্,
শিকগলে দিল দৃঢ় নিগড় ;
হেলায়ে তর্জ্জনী লইল অযোধ্যা,
রাজোয়ারা যার কটাক্ষে কাঁপে ;
প্রচণ্ড সিপাহী-বিপ্লবে যে বহ্নি
নিবাইল তীব্র প্রচণ্ড দাপে ;
যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে
হিমগিরি হেঁট বিন্ধ্যের প্রায়
পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে
ভারত-ভুবন আজি লুটায়—
সেই বৃটনের রাজকুলচূড়া
কুমার আসিছে জলধি-পথে,
নিরখিয়া তায় জুড়াইতে আঁখি
ভারতবাসীরা দাঁড়ায়ে পথে।

(পূর্ণ কোরস্)

বাজা রে আনন্দে গভীর মৃদঙ্গ,
মুরলি মধুর, সুরব সারঙ্গ,
বীণ্, পাখোয়াজ্, মৃদু খরতাল,
মৃদুল এস্রাজ্ ললিত রসাল ;
বাজা সপ্তস্বরা যন্ত্রী মনোহরা,
ভ্রমর গঞ্জিয়া বাজা রে সেতারা,
বেহাগ, খাম্বাজে পূরিয়া তান।

বৃটন-কুমার আসিছে হেথায়,
সাজ্ পেসোয়াজে পরীর শোভায়,
ভূতল-রঙ্গিণী মোহিনী যতেক,
কিন্নর নিন্দিয়া শুনাও বারেক—

শুনাও বারেক মধুর সঙ্গীত,
আজি এ ভারতে ভূপতি অতিথ,
তান লয় রাগে পূরাও গান।

(আরম্ভ)

চারিদিক যুড়ি বাজিল বাদন,
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
অৰ্দ্ধ ভূমণ্ডল করি তোলপাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া—

"কোথা নৃপকুল, নবাব, আমীর,
রাজ-দরবারে হও হে হাজির,
করিয়া সেলাম নোয়াইয়া মাথা,
ছাড়ি সাঁচ্চা জুতা চুনী পান্না গাঁথা,
বিলাতি বুটেতে পদ সাজাও।

"জানু পাতি ভূমে হেলায়ে উষ্ণীষ,
পরশি সম্ভ্রমে কুমার বৃটিশ,
বরাভয়প্রদ চারু করতল
তুলিয়া তুণ্ডেতে হইয়া বিহ্বল
অধর-অগ্রেতে ধীরে ছোঁয়াও।

"ভবে মোক্ষফল রাজ-দরশন,
ভারতে দেবতা বৃটন এখন,
সেই দেবজাতি-মহিষীনন্দন
দরশনে পূৰ্ব্বপাপ ঘুচাও।

"কোথা কাশীরাজ, কোথা হে সিন্ধিয়া ?
কোথা হল্‌কার, রাণী ভোপালিয়া ?
মানী উদিপুর, যোধমহীপাল ?
হিন্দু ত্রিবাঙ্কুর, শিক্ পাতিয়াল ?

মহম্মদি রাজা কোথা হে নিজাম্?
কোথা বিকানির? কোথা বা হে জাম্?
ধোলপুর-রাণা, জাঠের রাও?

"পর শীভ্র পর চারু পরিচ্ছদ,
অর্ঘ্যেতে সাজাবে আজি রাজপদ;
কর দিব্য বেশ হীরা মুকুতায়,
'ভারত-নক্ষত্র' বাঁধিয়া গলায়
রাজধানী-মুখে ধাবিত হও।

"ঘোটকে চড়িয়া ফের পাছে পাছে,
কিরণ ছড়ায়ে থাক কাছে কাছে,
ছায়াপথ যথা নিশাপতি কাছে,
ঘেরি চারিধার শোভা বাড়াও।

"কর রাজভেট নবাব, আমীর,
রাজদরবারে হও হে হাজির"—
বাজিল বৃটিশ দামামা কাড়া,
করি তোলপাড় নগর পাহাড়
ভারত-ভুবনে পড়িল সাড়া।

(শাখা)

মেদিনী উজাড়ি ছুটিল উল্লাসে
রাজেন্দ্র-কেশরী যত,
পারিষদ বেশে দাঁড়াইতে পাশে
শিরঃগ্রীবা করি নত;
দেখ রে ইঙ্গিতে ছুটিল পাঠান
আফগানস্থান ছাড়ি,
ছুটিল কাশ্মীরি ক্ষত্রিয় ভূপতি
হিমালয়ে দিয়া পাড়ি;

দ্রাবিড়, কঙ্কণ, ভোট, মালোবার,
মহারাষ্ট্র, মহীসুর,
কলিঙ্গ, উৎকল, মিথিলা, মগধ,
অযোধ্যা হস্তিনাপুর,
বুঁদেলা, ভোপাল, পঞ্চনদস্থল,
কচ্ছ, কোঠা, সিন্ধুদেশ,
চাম্বা, কাতিয়ার, ইন্দোর, বিঠোর,
অরবলীগিরিশেষ,
ছাড়ি রাজগণ ছুটিল উল্লাসে,
রাজধানী দিকে ধায়,
পালে পালে পালে পতঙ্গের মত
নিরখি দীপশোভায় ;
ছুটিল অশ্বেতে রাজপুত্রগণ
চন্দ্রস্থূর্য্যবংশবীর ;
জলধি বন্দর হিমাদ্রি ভূধর
দাপটে হয় অস্থির।—
কোথা বা পাণ্ডব কৈলা রাজসূয়
দ্বাপরে হস্তিনামাঝে ;
রাজসূয় যজ্ঞ দেখ এক বার
কলিতে করে ইংরাজে।

(পূর্ণ কোরস্)

অপূর্ব্ব সুন্দর মোহন সাজ
সাধে কলিকাতা পরিল আজ ;
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ-গায়
রঞ্জিত বসন চারু শোভায় ;
দ্বারে দ্বারে দ্বারে গবাক্ষ-কোলে
তরুণ পল্লব পবনে দোলে ;
ধ্বজা উড়ে চূড়ে বিচিত্র-কায়,
ঝক্ ঝক্ ঝকে কলস তায় ;

কোটি তারা যেন একত্রে উঠে
সৌধ-চূড়ে-চূড়ে রয়েছে ফুটে,
গৃহ, পথ, মাঠ, কিরণময়—
নিশিতে যেন বা ভানু উদয়।
উঠিছে আতশবাজী আকাশে—
নব তারা যেন গগনে ভাসে।
ধন্য কলিকাতা কলি-রাজধানী!
সুরপুরী আজি পরাজিলে মানি ;—
হাদে দেখ নিশি লাজে পলায়।

দেখ দেখ দেখ চতুরঙ্গ দলে
বাজীপৃষ্ঠে সাজি, রাণীপুত্র চলে ;
পাছে পাছে কাছে ঘোটক'পর
চলে রাজগণ, জ্বলে জহর
শিরঃ শোভা করি, উজলি তাজ ;
তবকে তবকে পথির মাঝ,
নগর দর্শনে করে গমন,
ঝমকে ঝমকে বাজে বাদন
বৃটিশের ভেরী শমন-দমন,—
"রূল বৃট্যানিয়া, রূল দি ওয়েভস্"
সঙ্গীত-তরঙ্গে নিনাদ ধায়।

(আরম্ভ)

উঠ মা উঠ মা ভারত-জননী,
মহিষীনন্দন কোলেতে এল ;
আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল।
আদরে ধর মা কুমারে সম্ভাষি,
আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারি মুখে,

বহু দিন হারা হয়েছ আপন
তনয়ে না পাও ধরিতে বুকে।
ত্যজ শয্যা, মাতঃ, অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননী
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।
চির দুখী তুমি, চির পরাধীনা,
পরের পালিতা আশ্রিতা সদা,
তুমি মা অভাগী অনাথা, দুর্ব্বলা,
ভজন-পূজন-যোগমুগধা!
মহিষী তোমার, যাহার আশ্রয়ে
জগতে এখন(ও) আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব দুঃখ ঘুচাইতে
আপন তনয়ে বিদায় দিয়ে ;
দেখাও, জননী, ধরিলা গো যত
রিপুপদচিহ্ন ললাট-ভাগে,
দেখাও চিরিয়া ক্ষত বক্ষঃস্থল
দিবা নিশি সেথা কি শোক জাগে।
উঠ মা উঠ মা ভারত-জননী,
প্রসন্ন বদনে বারেক ফের ;
মহিষীনন্দনে কোলেতে করিয়া
প্রাতে শুক্রতারা উদিল হের!

(শাখা)

ত্যজি শয্যা-তল, ডাকি উচ্চৈঃস্বরে,
নিবিড় কুন্তল সরায়ে অন্তরে,
গম্ভীর পাণ্ডুর বদন-মণ্ডল
আলোকে প্রকাশি, নেত্রে অশ্রুজল,
কহিল উচ্ছ্বাসে ভারতমাতা—

"কেন রে এখানে আসিছে কুমার ?
ভারতের মুখ এবে অন্ধকার।
কি দেখিবে আর—আছে কি সে দিন ?
ভ্রূভঙ্গি করিয়া ছুটিত যে দিন
ভারত-সন্তান নৈর্ঋত ঈশান,
মুখে জয়ধ্বনি তুলিয়া নিশান,
জাগায়ে মেদিনী গাহিত গাথা।

"ভারত-কিরণে জগতে কিরণ,
ভারত-জীবনে জগত-জীবন,
আছিল যখন শাস্ত্র-আলোচন,
আছিল যখন ষড়-দরশন—
ভারতের বেদ, ভারতের কথা,
ভারতের বিধি, ভারতের প্রথা,
খুঁজিত সকলে, পূজিত সকলে,
ফিনিক, সিরীয়, য়ূনানী মণ্ডলে,
ভাবিত অমূল্য মাণিক্য যথা।

"ছিল যবে পরা কিরীট, কুণ্ডল,
ছিল যবে দণ্ড অখণ্ড প্রবল—
আছিল রুধির আর্য্যের শিরায়
জ্বলন্ত অনল-সদৃশ শিখায়,
জগতে না ছিল হেন সাহসী
যাইত চলিয়া দেহ পরশি,
ডাকিত যখন 'জননী' বলিয়া
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি ছুটিত উঠিয়া,
ছিলাম তখন জগত-মাতা।

"পাব কি দেখিতে তেমতি আবার
ক্রোড়েতে বসিয়া হাসিবে আমার,

ডাকিবে কুমার 'জননী' বলিয়া
ইউরোপ্, আম্‌রিক উচ্ছ্বাসে পূরিয়া,—
ভারতের ভাগ্যে, অহো বিধাতা

"পূর্ব্বসহচরী রোম সে আমার
মরিয়া বাঁচিয়া উঠিল আবার—
গিরীশেরও দেখি জীবনসঞ্চার!
আমি কি একাই পড়িয়া রব?

"কি হেন পাতক করেছি তোমায়,
বল্ অরে বিধি বল্ রে আমায়?
চিরকাল এই ভগ্ন দণ্ড ধরি,
চিরকাল এই ভগ্ন চূড়া পরি,
দাসমাতা বলি বিখ্যাত হব।

"হা রোম,—তুই বড় ভাগ্যবতী!
করিল যখন বর্ব্বরে দুর্গতি,
ছন্ন কৈল তোর কীর্ত্তিস্তম্ভ যত,
করি ভগ্নশেষ রেণু-সমাবৃত
দেউল, মন্দির, রঙ্গ-নাট্য-শালা,
গৃহ, হর্ম্ম্য, পথ, সেতু, পয়োনালা,
ধরা হ'তে যেন মুছিয়া নিল।

"মম ভাগ্যদোষে মম জেতৃগণ
কক্ষ, বক্ষ, ভালে পদাঙ্ক স্থাপন
করিয়া আমার, দুর্গ, নিকেতন,
রাখিল মহীতে—কলঙ্ক-মণ্ডিত
কাশী, গয়াক্ষেত্র, চণ্ডাল-ঘৃণিত,
(শরীরে কালিমা—দীনতা-প্রতিমা)—
ধরণীর অঙ্গে যেন গাঁথিল।

"হায়, পাণিপথ, দারুণ প্রান্তর
কেন ভাগ্য সনে হলি নে অন্তর ?
কেন রে, চিতোর, তোর সুখ-নিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হলি—কেন রে রহিলি ?
জাগাতে ঘৃণিত ভারত-নাম ?

"নিবেছে দেউটি বারাণসি তোর,
কেন তবে আর এ কলঙ্ক ঘোর
লেপিয়া শরীরে এখনও রয়েছ ?
পূর্ব্বকথা কি রে সকলি ভুলেছ
অরে অগ্রবন ? সরযূ পাতকী,
রাহুগ্রাস-চিহ্ন সর্ব্ব অঙ্গে মাখি,
কেন প্রক্ষালিছ অযোধ্যাধাম ?

"নাহি কি সলিল, হে যমুনে, গঙ্গে,
তোদের শরীরে—উথলিয়া রঙ্গে
কর অপসৃত এ কলঙ্ক-রাশি,
তরঙ্গে তরঙ্গে অঙ্গ বঙ্গ গ্রাসি,
ভারতভুবন ভাসাও জলে ?

"হে বিপুল সিন্ধু, করিয়া গর্জ্জন
ডুবাইলে কত রাজ্য, গিরি, বন,
নাহি কি সলিল ডুবাতে আমায় ?
আচ্ছন্ন করিয়া বিন্ধ্য, হিমালয়,
লুকায়ে রাখিতে অতল-তলে ?"

(পূর্ণ কোরস্)

কেঁদ না কেঁদ না আর গো জননি
মহিষীনন্দন কোলেতে এল,

আঁধার রজনী এবার তোমার
বিধির প্রসাদে ঘুচিয়া গেল ;
মহিষী তোমার, যাহার আশ্রয়ে
এ শোক সহিয়া আছ মা জীয়ে,
পাঠাইলা তব অশ্রু মুছাইতে
আপন নন্দনে বিদায় দিয়ে।
ত্যজ শয্যা, মাতঃ, অরুণ উঠিল
কিরণ ছড়াতে তোমার ভূমে ;
কেঁদো না কেঁদো না আর গো জননি
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।

(আরম্ভ)

"এলো কি নিকটে—এলো কি কুমার ?"
বলিল ভারতজননী আবার,
"কই, কোথা, বৎস, আয় কোলে আয়,
অন্তর জ্বলিছে দারুণ শিখায়—
পরশি বারেক শীতল কর।

"ডাক্ একবার, ডাকিস্ যে ভাবে
আপনার মায়ে—ঘুচা সে অভাবে
শত বর্ষে যাহা নহিল পূরণ,
(ভারতের চির আশা আকিঞ্চন)
ভুলিয়া বারেক বৃটিশ গর্জ্জন,
ভারতসন্তানে ক্রোড়েতে ধর।

"কৃষ্ণবর্ণ বলি তুচ্ছ নাহি কর,
নহে তুচ্ছ কীট—এদেরও অন্তর
দয়া, মায়া, স্নেহ, বাৎসল্য, প্রণয়,
মান, অভিমান, জ্ঞান, ভক্তিময়—

এদেরও শরীরে শিরায় শিরায়
বহে রক্তস্রোত,—বাসনা-তৃষায়,
ঘৃণা, লজ্জা, ক্ষোভে হৃদয় দহে।

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি বেদগান
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে, জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি ভূমণ্ডলে,
জগতব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে
খুলিয়া দেখাত মনুজ-সন্তানে ;
সমর-হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশমণ্ডল—
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে।

"যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি,
শুনাইল ধীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ;
জগতের দুঃখে সুকপিলবস্তো
শাক্যসিংহ যবে ত্যজিলা গার্হস্থ্যে,
তখন(ও) তাহারা ঘৃণিত নহে।

"তাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের
হৃদয়ে জড়ায়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্ব পানে কভু গর্ব্বে চায়—
এ জাতি কখন জঘন্য নহে।

"হে কুমার, মনে রেখো এই কথা—
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা
পবিত্র সে দেশ—পূত-কলেবর—
কোটি কোটি জন শূর বীর নর,
কোটি কোটি প্রাণী, ঋষি পুণ্যধর,
কবি কোটি কোটি, মধুর-অন্তর,
রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে

"শুন হে রাজন্! বনের বিহঙ্গ—
পুষিলে তাহারে যতনের সঙ্গ,
পিঞ্জরে থাকিয়া সেহ সুখ পায়!
প্রাণের আনন্দে কভু গীত গায়!
বনের মাতঙ্গ যতনে বশ!

"কোকিলের স্বরে জগত তুষ্ট;
বায়সের রবে কেন বা রুষ্ট?—
কি ধন বল সে কোকিলে দেয়?
কি ধন বল বা বায়সে নেয়?
একে মিষ্টভাষা হৃদয় সরল,
অন্যে তীব্রস্বর পরাণে গরল,
ধরা চায় সরল হৃদয়রস।—

"আমি, বৎস, তোর জননীর দাসী,
দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী,

ঘুচাও দুঃখের যাতনা তাদের,
ঘুচাও ভয়ের যাতনা মায়ের,
শুনায়ে আশ্বাস মধুর স্বরে।

"কি কব, কুমার, হৃদি বক্ষ ফাটে,
মনের বেদনা মুখে নাহি ফুটে,
দেখ দিবানিশি নয়ন ঝরে!—

"বৃটিশ সিংহের বিকট বদন
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী, অথবা প্রহরী,
জাহাজী গৌরাঙ্গ, কিবা ভেকধারী,
সম্রাট্ ভাবিয়া পূজি সবারে!

"এ প্রচণ্ড তেজ নিবার কুমার,
নয়নের জল মুছা রে আমার,
ভারত-সন্তানে লয়ে একবার
ভাই বলি ডাক্, হৃদি জুড়ায়!

"দেখ, বৎস, দেখ কি উল্লাস আজ,
নিরখি তোমারে এ ভুবন মাঝ,
কোটি কোটি প্রাণী করি ঊর্দ্ধহাত
বলিছে সঘনে 'আজি সুপ্রভাত'—
তপ্ত অশ্রুধারা নয়নে ধায়।

"ফিরিবে যখন জননী-নিকটে,
বল' বাছা, তাঁরে বল' অকপটে—
ভারতব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী এককালে
ডাকে তাঁর নাম প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে—
তাদের পরাণ যেন জুড়ায়!"

(শাখা)

বলিয়া ভারত মুছিয়া নয়ন,
তুষি আশীর্ব্বাদে মহিষীনন্দন,
ঢাকিয়া বদন অদৃশ্য হয়।

(পূর্ণ কোরস্)

"ভারতে আজি রে বিরাজে কুমার!
ভারতে অরুণ উদিল আবার ;"
বাজিল ব্রিটিশ দামামা সঘনে,
বাজিল বৃটিশ শিঙ্গা ঘনে ঘনে,
"জয় ভিক্‌টোরিয়া কুমার জয়।"

জীবন-মরীচিকা

জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিত রে!
হ'য়ে এত লালায়িত কে ইহা যাচিত রে!
প্রভাতে অরুণোদয়, প্রফুল্ল যেমন হয়,
মনোহরা বসুন্ধরা, কুহেলিকা আঁধারে।
বারিদ, ভূধর, দেশ ধরিয়ে অপূর্ব্ব বেশ,
বিতরে বিচিত্র শোভা ছায়াবাজী আকারে।
কুসুমিত তরুচয়, ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়ে রয়,
ঘ্রাণে মুগ্ধ সমীরণ মৃদু মৃদু সঞ্চারে।
কুলায়ে বিহঙ্গদল, প্রেমানন্দে অনর্গল,
মধুময় কলনাদ করে কত প্রকারে।
সেইরূপ বাল্যকালে, মন মুগ্ধ মায়াজালে,
কত লুব্ধ আশা আসি স্নিগ্ধ করে আত্মারে।
"পৃথিবী ললামভূত, নিত্য সুখে পরিপ্লুত,"
হয় নিত্য এই গীত পঞ্চভূত মাঝারে।

ব্রহ্মাণ্ড সৌরভময় মঞ্জু কুঞ্জ মনে হয়,
মনে হয় সমুদয় সুধাময় সংসারে ॥
মধ্যাহ্নে তাহার পর, প্রচণ্ড রবির কর,
যেমন সে মনোহর মধুরতা সংহারে।
না থাকে কুহেলি অন্ধ, না থাকে কুসুমগন্ধ,
না ডাকে বিহগকুল সমীরণ ঝঙ্কারে।
সেইরূপ ক্রমে যত, শৈশব যৌবন গত,
মনোগত সাধ তত ভাঙে চিত্তবিকারে।
সুবর্ণ মেঘের মালা, লয়ে সৌদামিনী ডালা,
আশার আকাশে আর নিত্য নাহি বিহারে।
ছিন্ন তুষারের ন্যায়, বাল্য-বাঞ্ছা দূরে যায়,
তাপদগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু-প্রহারে।
পড়ে থাকে দূরগত জীর্ণ অভিলাষ যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্নদুর্গপ্রাকারে।
জীবনেতে পরিণত এইরূপে হয় কত
মর্ত্ত্যবাসি-মনোরথ, হা দগ্ধ বিধাতা রে!
ধর্ম্মনিষ্ঠাপরায়ণ, সুচারু পবিত্র মন,
বিমলস্বভাব সেই যুবা এবে কোথা রে!
অসত্য কলুষলেশ, বিঁধিলে শ্রবণদেশ,
কলঙ্কিত ভাবিত যে আপনার আত্মারে।
বামাশক্তি বামাচার, শুনিলে শত ধিক্কার,
জ্বলিত অন্তরে যার সে তপস্বী কোথা রে?
কোথা সে দয়ার্দ্রচিত্ত, সঙ্কল্প যাহার নিত্য
পরদুঃখবিমোচন এ দুরন্ত সংসারে।
অত্যাচার উৎপীড়ন, করিবারে সংযমন,
না করিত যেই জন ভেদাভেদ কাহারে।
না মানিত অনুরোধ, না জানিত তোষামোদ
সে তেজস্বী মহোদয়-বাঞ্ছা এবে কোথা রে ॥
কত যুবা যৌবনেতে, চড়ি আশা-বিমানেতে,
ভাবে ছড়াইবে ভবে যশঃপ্রভা-আভা রে।

তুলিবে কীর্ত্তির মঠ, স্থাপিবে মঙ্গলঘট,
প্রণত ধরণীতল দিবে নিত্য পূজা রে।
কেহ বা জগতে ধন্য, বীরবৃন্দে অগ্রগণ্য,
হ'য়ে চাহে চরণেতে বাঁধিবারে ধরারে।
স্বদেশ-হিতৈষী কেহ, ভাবিয়ে অসীম স্নেহ,
ব্রত করে প্রাণ দিতে স্বজাতির উদ্ধারে॥
কার চিত্তে অভিলাষ, হবে সারদার দাস,
পীবে সুখে চিরদিন অমরতা-সুধা রে।
কালের করাল স্রোতে, ভাসে যবে জীবনেতে,
এই সব আশালুব্ধ প্রাণী থাকে কোথা রে!
কিশোর গাণ্ডীবধারী, জামদগ্ন্য দৈত্যহারী,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালিদাস কত ডোবে পাথারে।
কতই যুবতী বালা, গাঁথে মনোমত মালা,
সাজাইতে মনোমত প্রিয়তম সখারে।
হৃদয় মার্জ্জিত ক'রে, আহা কত প্রেমভরে,
প্রিয়মূর্ত্তি চিত্র ক'রে রাখে চিত্ত-আগারে।
নব বিবাহিতা কত, পেয়ে পতি মনোমত,
ভাবে জগতের সুখ ভরিয়াছে ভাণ্ডারে।
এই সব অবলার, কিছু দিন পরে আর,
দেখ, মর্ম্মভেদী শেল দেয় কত ব্যথা রে।
দেখ গে কেহ বা তার, হয়েছে পঞ্জরসার,
শুষ্ক হ'য়ে মাল্যদাম শূন্যে আছে গাঁথা রে।
মনোমত নহে পতি, মরমে মরিয়ে সতী,
উদ্‌যাপন করিয়াছে পতিসুখ-আশা রে।
কৃতান্তের আশীর্ব্বাদে, দিবানিশি কেহ কাঁদে,
বিষম বৈধব্যদশা-নিগড়েতে বাঁধা রে।
দারুণ অপত্যতাপে, দেখ গে কেহ বিলাপে,
অন্নাভাবে জননীর কোথা বক্ষঃ বিদারে।
আগে যদি জানিতাম, পৃথিবী এমন ধাম,
তা হ'লে কি পড়িতাম আনায়ের মাঝারে!

কোথা গেল সে প্রণয়, বাল্যকালে মধুময়,
যে সখ্যতা-পাশে মন বাঁধা ছিল সদা রে।
সহপাঠী কেলিচর, অভেদাত্মা হরিহর,
এবে তাহাদের সঙ্গে কত বার দেখা রে।
পতঙ্গপালের মত কর্ম্মক্ষেত্রে অবিরত,
স্বকার্য্য সাধনে রত, কেবা ভাবে কাহারে।
আহা পুনঃ কত জন, করিয়াছে পলায়ন,
মর্ত্ত্যভূমি পরিহরি শমনের প্রহারে।
গগন-নক্ষত্রবৎ, তাহারাই অকস্মাৎ,
প্রকাশে ক্বচিত কভু মৃদুরশ্মিমাখা রে।
আগে ছিল কত সাধ, হেরিতে পূর্ণিমা চাঁদ,
হেরিতে নক্ষত্রশোভা নীল নভঃ মাঝারে।
দিন দিন কত বার, জাগ্রতে নিদ্রিতাকার,
স্বপ্নে স্বপ্নে ভ্রমিতাম নদ-হ্রদ-কান্তারে।
বসন্ত বরষাকালে, পিকরব, মেঘজালে,
হেরিতে দামিনীলতা, কি আনন্দ আহা রে।
সে সাধ তরঙ্গকুল, এবে কোথা লুকাইল,
কে ঘুচালে জীবনের হেন রম্য ধাঁধা রে।
বিশুদ্ধ পবিত্র মন, স্বর্গবাসী সিংহাসন,
পঙ্কিল করিল কে রে দগ্ধচিতা-অঙ্গারে।

অন্নদার শিবপূজা

গীতি

(আরম্ভ)

১

দেও করতালি "জয় জয়" বলি
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ ;
অই যে প্রাচীতে হাসিতে হাসিতে
উদয় অরুণ ঊষার সহ ;

বল সবে "জয়" ত্রিভুবনময়,
অন্নদা আসিছে পূজিতে হরে ;
মর্ত্ত্যে শিবধাম মোক্ষতীর্থ, নাম
কাশী বারাণসী, অবনী'পরে।

(শাখা)

নামে সখী জয়া আকাশ হইতে
হাতে হেমথালা, ভৃঙ্গার, জল ;
মকরন্দ-মাখা কুসুমের থর
আনন্দে বরিষে দেবের দল ;
প্রসূন নিশ্বাসে পূরিল আকাশ,
সুবাদ্য নিক্কণ বিমানপথে ;
ত্যজিয়া কৈলাস কৈলাস-কামিনী
উরিলা সুন্দর পুষ্পক রথে।

(পূর্ণ কোরস্)

৩

দেও করতালি "জয় জয়" বলি
পূরিয়া অঞ্জলি কুসুম লহ ;
হাসিতে হাসিতে অই যে প্রাচীতে
উদিল অরুণ, উষার সহ ;

(আরম্ভ)

১

অই যে মন্দিরে মৃদুল গম্ভীরে
আনন্দে প্রবেশে আনন্দময়ী,
কোথা কাশীবাসী শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী
খঞ্জনী ঝাঁঝরী বাঁশরী কই ?

বাজা রে উল্লাসে নিক্কণ উচ্ছ্বাসে
ত্রৈলোক্য ভুবন মোহিত কর,
"হরঃ হরঃ হরঃ" বল নিরন্তর
"বম্ বম্ বম্" মধুর স্বর ;
বাজা রে উল্লাসে ভকতি-উচ্ছ্বাসে
মন্দিরে প্রবেশে আনন্দময়ী ;
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসী কোথা কাশীবাসী
খঞ্জনী ঝাঁঝরী বাঁশরী কই।

(শাখা)

২

প্রবেশে মন্দিরে জগতজননী
গললগ্নবাস জুড়িয়া কর,
প্রণত হইয়া মুদ্রিত নয়নে
চরণে অর্পিলা প্রসূন-থর ;
আনন্দ শরীরে "স্বয়ম্ভূ" বলিয়া
ডাকিল আনন্দে জগতমাতা,
দেব সিদ্ধ নর ত্রিলোক পুরিতে
উঠিল উচ্ছ্বাসে আনন্দগাথা।

(পূর্ণ কোরস্)

৩

জয় জয় জয় অনাদি ঈশ্বর,
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম পরাৎপর,
জয় মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মাণ্ডধারী,
জয় সর্ব্বরূপ জয় গুণময়,
জয় দীননাথ জয় দয়াময়,
জয় জয় দেব পাতকহারী ;

শঙ্কর হরঃ জয় ব্যোমকেশ,
পিনাকনিনাদী অনাদি মহেশ,
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী।

(আরম্ভ)

১

নাচিয়া নাচিয়া "স্বয়ম্ভু" বলিয়া
দেবদল দলে গগনতল ;
জয়-শম্ভু-ধ্বনি করে সিন্ধুমণি,
উথলে গভীর অতল জল ;
স্বয়ম্ভু-সঙ্গীতে আনন্দ ধ্বনিতে
জীমূত মন্দ্রয়ে গগন'পরে,
উচ্ছ্বাসে পবন পর্ব্বত কানন
স্বয়ম্ভু-কীর্ত্তন আনন্দ স্বরে।
"জয় জয় জয় ত্রিভুবনময়,
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্মাণ্ডধারী,
শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী।"
বলিয়া নাচিয়া স্বয়ম্ভু ডাকিয়া
দেবদল দলে গগনতল,
জয়-শম্ভু-ধ্বনি গায় সিন্ধুমণি
উথলে গভীর অতল জল।

(শাখা)

২

"অহে বিশ্বনাথ পূরাও বাসনা,"
বলিলা অন্নদা অঞ্জলিকরে ;
"সৃজিলা যে দিন জগত ব্রহ্মাণ্ড
দেখিতে সে দিন বাসনা করে ;

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সকলি সুন্দর,
দেব যক্ষঃ নর আনন্দে ভরা ;
পীড়া ব্যাধি শোক যাতনা কেমন ;
জানিত না কেহ মরণ জরা ;
অপূর্ব্ব মাধুরী জীবন প্রকাশ
জীবের বদনে অপার সুখ ;
নব চারু মৃদু লাবণ্য-লেপিত
মধুর সুন্দর প্রকৃতি-মুখ ।

(পূর্ণ কোরস্)

৩

"দেখাও আবার, বাসনা আমার,
তেমতি তরুণ অরুণকায়,
সেই মনোহর চারু সুধাকর
ফুটিছে নবীন গগনগায়,
ছুটিছে পবন, ফুটিছে কানন
তেমতি নবীন হিল্লোল বাসে,
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া
প্রাণিবৃন্দ সহ জগত হাসে,
তেমতি করিয়া ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া
পশু পক্ষী সুখে ছুটিয়া ধায়,
তেমতি করিয়া প্রমোদে মাতিয়া
সকলে তোমার মহিমা গায় ।"

(আরম্ভ)

১

জয় জয় জয় অনাদি ব্রহ্মণ্,
জয় বিশ্বনাথ সত্য সনাতন,
জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডধারী ;

শঙ্কর হর জয় ব্যোমকেশ,
পিনাকনিনাদী অনাদি মহেশ,
যোগীন্দ্র চিন্ময় নিস্তারকারী।

(শাখা)

২

"অহে বিশ্বনাথ তব বিশ্বধামে
কত দিন আর শমনের নামে
শমনের দূত দেখাবে ভয় ;
কত দিন ভবে হবে হাহা রব
নরকুল আদি পশু পক্ষী সব
কাঁদিয়ে জীবন করিবে ক্ষয় ;
অন্ধ খঞ্জ প্রাণী আর কত দিন
জগতের শোভা করিবে মলিন—
জীবনে থাকিতে জীবিত নয়।
দরিদ্র কাঙ্গাল কত দিন আর
জঠর-অনলে ক'রে হাহাকার
করিবে জগত কলঙ্কময়।
কবে বিশ্বনাথ ভবে সর্ব্বজন
আবার তোমার মহিমা কীর্ত্তন
করিবে আনন্দে, বলিবে জয়।"

(পূর্ণ কোরস্)

৩

জয় জয় জয় ত্রিপুর-ঈশ্বর,
জয় বিশ্বনাথ ব্রহ্ম পরাৎপর,
জয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডধারী ;

জয় মৃত্যুঞ্জয় জয় গুণময়,
জয় দীননাথ জয় দয়াময়,
জয় জয় জয় পাতকহারী।

(আরম্ভ)

১

বিমল-তরঙ্গে আয় মা গঙ্গে
কাশীধামে আসি উদয় হও ;
কল কল নাদে এ শুভ সম্বাদে
জগত সংসারে আনন্দে কও—
জগত-জননী আজি গো আপনি
জগতের দুঃখ বলিছে শিবে,
পূরিবে বাসনা আর কি ভাবনা
রোগ শোক তাপ ঘুচিবে জীবে ;
গিয়া ঘাটে ঘাটে বল নাটে নাটে
কাশী-মাঝে আজি এ শুভ বাণী ;
আবার শুন না "পূরাও বাসনা"
গাইছে অই যে ভবের রাণী,

(শাখা)

২

"পূরাও বাসনা অহে বিশ্বনাথ
জীবের যাতনা ঘুচাও দূরে,
তেমতি করিয়া, সৃজিলা যে দিন,
দেখাও আবার জগত-পুরে ;
তেমতি পবনে ফুটিছে কানন
তেমতি নবীন হিল্লোল বাসে,
তেমতি করিয়া উল্লাসে ভরিয়া
প্রাণিবৃন্দ সহ জগত হাসে।"

পূর্ণ কোরস্)

৩

আনন্দ-ধ্বনিতে অন্নদা-বাণীতে
গায়িতে গায়িতে জাহ্নবী ধায়,
আর কি ভাবনা পূরিবে বাসনা,
জগতজননী আপনি গায়।
"জয় শম্ভু" বলি দেও করতালি,
লও রে অঞ্জলি পূরিয়া পাণি,
ত্রিভুবনময় সবে বল "জয়
শঙ্কর হরঃ" মধুর বাণী।

ভারতে কালের ভেরী

[১২৮০ সালের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষ্যে]

ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার!—
অই শুন ঘোর ঘন ভীম নাদ তার।
ছুটিছে তুমুল রঙ্গে আকুল অধীর বঙ্গে;
উঠিছে পূরিয়া দিক্ প্রাণী-হাহাকার!—
বাজিল অকাল-ভেরী, বাজিল আবার॥

চলেছে প্রাণীর কুল হের চারি ধার;
চলে যেন পঙ্গপাল করিয়া আঁধার—
স্থবির বালক নারী "হা অন্ন, হা অন্ন বারি"
বলিতে বলিতে ধায়, চক্ষে নীরধার;
ধরাতলে চলে ধীরে কালীর আকার।

৩

দেখ রে চলেছে আহা শিশু কত জন,
শীর্ণদেহ চাহি আছে জননী বদন ;
আকুল জননী তার মুখ চাহি বার বার
অনিবার বারিধারা করে বরিষণ—
ভ্রমে যেন উন্মাদিনী অন্নের কারণ।

৪

হের দেখ পথিধারে বসিয়া ওখানে
পতির চরণে লুটি আকুল পরাণে,
বলিছে কামিনী কেহ, "কই নাথ, অন্ন দেহ,
কালি আর চাহিব না, রাখ আজ প্রাণে"—
বলিয়া ত্যজিল প্রাণ চাহি পতিপানে।

৫

ছুটিছে যুবতী কন্যা ফেলিয়া পিতায় ;
মা বলি ডাকিছে বৃদ্ধ, সকলি বৃথায়।—
কেবা কন্যা, কেবা পিতা, কে জননী, কেবা মিতা—
অন্নদাতা, পিতা মাতা, আজি বঙ্গালয়—
হের হেন কত জন আজি এ দশায়।

৬

হের কত জন আহা উদর-জ্বালায়
জননী ফেলিয়া শিশু ছুটিয়া পলায়—
তুলিয়া যুগল পাণি শিশু ডাকে "মা মা" বাণী,
ক্ষুধায় জননী তার ফিরিয়া না চায়—
একাকী পড়িয়া শিশু পরাণে শুকায়।

চলেছে প্রাণীর কুল এরূপে আকুল ;
নৃত্য করে অনশন, মুক্ত করি চুল—

নৃত্য করে ভেরীনাদে, কঙ্কাল তুলিয়া কাঁধে,
খর্পর ধরিয়া করে করিছে ভ্রমণ—
দেখ, বঙ্গবাসি, দেখ মূর্ত্তি কি ভীষণ !

৮

ছুটিছে নয়নে বহ্নি স্ফুলিঙ্গ সমান ;
ফিরিছে উন্মত্তভাব উল্কার প্রমাণ ;
দন্ত-ঘরষণে শব্দ, ভারতভুবন স্তব্ধ,
করাল বিকট গ্রাস মুখের ব্যাদান—
আকাশে উঠিছে সঙ্গে কালের নিশান।

কতই উৎসবপূর্ণ গৃহস্থ-আলয়,
নন্দিনী-নন্দন-রূপ, সুখ পুষ্পময়,
আজি পূর্ণ কলরবে, অচিরে নীরব হবে,
শকুনী বায়স কিম্বা পেচক আশ্রয়—
ধরিবে শ্মশান-বেশ মৃত অস্থিময়।

১০

কত সে জনতাপূর্ণ পণ্যবীথি, হায়,
এ রাক্ষস-অনাচারে হবে মরুপ্রায়—
ভীষণ গহন সাজ ধরিবে পুরীর মাঝ,
পূরিবে বনের গুল্ম পাদপ লতায়,
ভ্রমিবে শার্দ্দূল শিবা আনন্দে সেথায়।

১১

আজি হাসি-ভরা মুখ প্রফুল্ল যে সব,
আজি সুখপূর্ণ বুক আশার পল্লব,
কালি আর নাহি রবে, শবদেহ হবে সবে,
শৃগাল কুক্কুরে মেলি করিবে উৎসব—
কর্ণমূলে গৃধ্র বসি শুনাইবে রব।

১২

কেমনে হে বঙ্গবাসি নিদ্রা যাও সুখে।
ভাবিয়া এ ভাব, চিত্ত ভরে না কি দুখে ?
নিজ সুত পরিবার না জানিছে অনাহার,
ভাবিয়ে না চাহ কি হে অভুক্তের মুখে—
স্বজাতি-শোকের শেল বিন্ধে না কি বুকে ?

১৩

প্রিয়ে বলি গৃহে আসি ধর যবে কর,
হয় না উদয় কি রে হৃদয়-ভিতর—
কত সতী অনাথিনী পথে পথে কাঙ্গালিনী
ভ্রমিবে হতাশ হৈয়ে ত্যজি শূন্য ঘর—
নাহি লজ্জা কুলমান, ক্ষুধায় কাতর।

১৪

ক্রোড়ে ধরি হের যবে কন্যা পুত্রগণ,
ভাবিয়া জগতমাঝে অমূল্য রতন—
কভু কি পড়ে না মনে সেই সব শিশুগণে,
অন্ন বিনে মরে যারা করিয়া রোদন,—
তাহারাও অইরূপ নয়ন-রঞ্জন।

১৫

হে বঙ্গ-কুলকামিনি আর্য্যা যত জন,
জান যারা পতি পুত্র পিতা সে কেমন—
ভাব দেখি একবার বদন সে সবাকার
ঘরে যারা প্রাতঃ সন্ধ্যা করে দরশন
নিরন্ন বিষণ্ণ পতি, জনক, নন্দন।

১৬

এক দিন অনশনে দিন যদি যায়,
জান না কি বঙ্গবাসি, কি যাতনা তায়!

আজি সেই অনশনে দারুণ হুতাশ মনে
লক্ষ নর নারী শিশু করে হায়, হায়—
তবুও চেতনা কি হে নাহি হয় তায় !

১৭

ভাব অহে বঙ্গবাসি, ভাব একবার
কি কাল রাক্ষস আসি ঘেরিয়াছে দ্বার—
নাশিতে সে দুরাচার বৃটনের হুহুঙ্কার,
বৃটিশ কেশরী-নাদ শুন একবার—
ঘুমাইও না, বঙ্গবাসি, ঘুমাইও না আর ;
ভারতে কালের ভেরী বাজিল আবার ।

দুর্গোৎসব

১

সাজা বঙ্গে আজি রঙ্গে নানাজাতি ফুলে ;
তুলে আন্ চাঁপা ফুল রতির শ্রবণ-দুল
জবাফুল রক্তিম হিঙ্গুলে ;
কুমুদ তড়াগ-শোভা আন্ তুলে মনোলোভা
মনোলোভা মল্লিকা-মুকুলে ;
রসময়ী চিরসুখী নিশিগন্ধা মধুমুখী,
অরবিন্দ অপূর্ব্ব পারুলে ;
সুতনু অপরাজিতা কৃষ্ণচূড়া আনন্দিতা,
আন রসবতী কেয়া ফুলে ;
নানা ফুলে সাজা অঙ্গ আজি প্রস্ফুটিত বঙ্গ
শারদ পার্ব্বণে দুঃখ ভুলে ।
আয় কুলবধূ যত মুকুতা কহ্লার মত
চামেলি গোলাপ বান্ধি চুলে ;

পর শাটী নীলাম্বরী বুটি, বেল, ত্রিলহরী*—
দিগম্বরী† চিত্র করা ফুলে ;
সুচিকণ বারাণসী কটিতে বাঁধিয়া কসি
রাঙা কর অধর তাম্বুলে ;
কচি মুখে সুধা হাসি অবিরল পরকাশি
বিকসিয়া যৌবন-মুকুলে ;
শরতে চাঁদের সঙ্গে বঙ্গ আলো কর রঙ্গে,
ভাবুকের মন যাহে ভুলে।—
সাজা বঙ্গে আজি রঙ্গে নানাজাতি ফুলে ॥

২

আজি কি সুখের দিন শারদ পার্ব্বণ ;
এসো গো প্রাচীনা যারা, লৈয়ে কড়ি ফুল-ঝারা
কৌটা ঝাঁপি চিরুণী দর্পণ ;
সিঁথিতে সিন্দূর ভাঁজ ধর আরতির সাজ,
পর খুলে পাটের বসন ;
দধি দুগ্ধ মনোহরা ছানা চিনি থালাভরা
তিলনাড়ু সুধা-আস্বাদন ;
ঘুচুক চক্ষের পাপ ঘুচাও দুঃখীর তাপ
খই নাড়ু কর বিতরণ ;
দেও সুখে হাতে তুলে, চির দুঃখ যাক্ ভুলে,
পুরাতন অজীর্ণ বসন।
রাঁধ অন্ন পালি পালি পাতে পাতে দেও ঢালি,
পরিপাটী মধুর রন্ধন।
"দেও অন্ন দেও এনে পেট পূরে খাই মেনে"
আহা শোন বলে দুঃখী জন ;
দরিদ্রের মনোরথ পূরাতে সহজ পথ
হেন আর পাবে কদাচন ;

* তেপেড়ে। † ক্লেপ।

দেও অন্ন দেও ঢালি, এ সুখ রবে না কালি,
দশভুজা ত্যজিলে ভবন।—
শরতে সুখের কাল আশ্বিন কেমন!

৩

হাস্ রে শরত-চাঁদ কিরণ বিস্তারি ;
পথে মাঠে কি বাহার চেয়ে দেখ একবার
পদব্রজে পথিকের সারি!
অই গৃহ দেখা যায় বলিতে বলিতে ধায়,
আশার কুহকে বলিহারি!
আশয়ে মানস ফুটে, হাসির তরঙ্গ ছুটে,
বঙ্গে আজি রঙ্গ দেখি ভারি ;
হাসা রে বিনোদ শশী বিনোদ গগনে বসি
প্রাচীন কিশোর যুবা ধনাঢ্য ভিখারী,
বিপুল বঙ্গের মাঝে সুর-বিমোহন সাজে
পাতিয়াছ ভাল যাদুকারি।—
জলে জলে চলে তরি তরঙ্গ বিদার করি
মনোসুখে দেখি আঁখি ভরি,
পুষ্প যেন জলময় আলোমাখা তরিচয়
ভেসে যায় নদী-নদোপরি ;
করে খেলা দলে দলে তারুই তেচেঙ্গা জলে
পড়ে দাঁড় ঝুপ্ ঝুপ করি ;
ধীরে তরি আগুয়ান উচ্চে হয় সারি-গান
শ্রুতিমূলে সুধা বৃষ্টি করি ;
আনন্দে বিহ্বল মন ভাসে জলে কত জন,
বঙ্গে আজি কি সুখ-লহরী!
হাস্ রে শরত-চাঁদ কিরণ বিস্তারি।

৪

হাস্ রে আকাশে বসি কুমুদ-রঞ্জন ।—
জ্বাল ধূপ, জ্বাল ধূনা, শঙ্খ-ঘণ্টা-রব দূনা
কর বঙ্গবাসী যত জন ;
পড় মন্ত্র দ্বিজগণ, জবা বিল্ব অগণন
বৃষ্টি কর, মাখায়ে চন্দন ;
দেও জল দূর্ব্বাদল পঞ্চ গব্য সিন্ধুজল
স্বাহা স্বাহা বল অনুক্ষণ ;
ঢাল চরু, ঢাল সুরা, অঞ্জলি অঞ্জলি পূরা
কর হোমে হব্য বরিষণ ;—
নর-দুঃখ-নিবারিণী আর্য্যকুল-নিস্তারিণী
বঙ্গে বামা উদয় এখন ।
নৌবতে মধুর বোল, কাড়া কড় কড় বোল,
শানায়ের মধুর নিক্কণ,
মৃদঙ্গ গম্ভীর-তাল খরতাল সুরসাল
বেণুযন্ত্র ললিত-বাদন,
সারঙ্গ মৃদুল-সুরা ঘোর-রব তানপূরা
এস্‌রাজ্ মধুর-গর্জ্জন,
বেহালা সুপরিপাটী জল-তরঙ্গের বাটী
বীণাতন্ত্রী কোকিল-লাঞ্ছন,
আজি রঙ্গে বাজা বঙ্গে গভীর দামামা-সঙ্গে ;—
আজি রে সুখের দিন শারদ পার্ব্বণ !

স্বর্গারোহণ*

১

"খোল খোল দ্বার খোল দ্রুতগতি
হিরণ্ময় জ্যোতি যার,"

* মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু উপলক্ষ্যে

বলিলা কৃতান্ত ডাকি অনুচরে
মুখেতে প্রীতির ভার ;
"সম্বরি সংসার- লীলা আপনার
শ্রীমধুসূদন আসে,
সম্ভাষি আদরে, লও রে তাহারে
বাণী-পুত্রগণ-পাশে ;
কবি-কুঞ্জ-ধাম, পবিত্র কানন
অমর-ভবনে যাহা,
নিরঞ্জন স্থান সদা মধুময়
দেখাও উহারে তাহা ;—
যাও দ্রুতগতি যাও যাও সবে
সুখে বংশীধ্বনি কর,
কুসুমে গাঁথিয়া সুন্দর মালিকা
মস্তক উপরে ধর ;
ভুঞ্জি বহু দুখ সংসার-কারাতে
শ্রীমধু দুঃখেতে আসে,
ত্বরা করি যাও যশোগীতি গাও,
লও কবিকুঞ্জ-বাসে।"

২

খুলিল ত্বরিতে উত্তর তোরণ,
সঙ্গীত ঝঙ্কারে ধায় ;
দিগঙ্গনাগণ দেবদূত সঙ্গে
রঙ্গে যশোগীত গায়,
"এস এস সুখে বাণী-বরপুত্র,
বঙ্গের উজ্জ্বল মণি,
স্বভাবের শিশু, সুধাতে পালিত
কল্পনা-হীরার খনি ;
বাল্মীকি-হোমর- সুমন্ত্রে দীক্ষিত
মধুর সুতন্ত্রীধারী,

অকাল কোকিল, মরুতল-তরু,
অ-নীর দেশের বারি ;
এস ভাগ্যবান, কবিকুঞ্জ-ধামে,
চির সুখে কাল হর,
চিরজীবী হয়ে চির আকাঙ্ক্ষিত
জয়মাল্য শিরে পর :”
বলিতে বলিতে ঘেরিয়া সকলে
মণ্ডলী করিয়া আসি,
দিগঙ্গনা-দল কুসুমের দামে
শীর্ষ সাজাইল হাসি।

৩

সখীগণ চলে কবি-কুঞ্জবনে
কলকণ্ঠ ঝরে সুরে,
কুসুম-বাসিত সুমন্দ মলয়
সুগন্ধ বিতরে দূরে।
ঘন কুহু-ধ্বনি, ভ্রমর-ঝঙ্কার,
শ্যামার সুন্দর তান,
বেণু-বীণা-শ্রুত অস্ফুট কাকলি
পুলকিত করে প্রাণ,
ভুলে মর্ত্ত্য-শোক, মধুমত্ত কবি
মধু সে আস্বাদ পায় ;
অতুল আনন্দে নয়ন বিস্ফারি
কবিকুঞ্জ-পানে চায়।
চারি পাশে বামা কলকণ্ঠ-স্বরে
মধুর কীর্ত্তন করে,
আকাশে পবনে, ঘ্রাণে সুবাসিত
মধুর সঙ্গীত ঝরে :
যবে উত্তরিলা কবি-কুঞ্জধামে
শরীরে রোমাঞ্চ ধরি,

"কবি ধন্য তুমি শ্রীমধুসূদন"
ধ্বনিল কানন ভরি।

৪

সদা মধুময় কবিকুঞ্জ সেই
সুমিষ্ট সকলি তায়,
স্বভাবের গুণে সকলি সুন্দর
ক্ষণে রূপভেদ পায় ;—
এই ইন্দ্রধনু তনু মনোহর,
গগন উজ্জ্বল করে,
ঝলকে ঝলকে ক্ষণ পরে এই
বিজলি সুহাস্য ধরে,
সতত সুন্দর শরতের শশী
সুনীল অম্বরে ভাসে,
সতত সুন্দর কুসুমের রাশি
তরু-কোলে-কোলে হাসে ;
স্বভাবের গুণে, সরসীর নীর,
ক্ষীরসম শোভা পায়,
নদী-নদ-বারি অমৃত সঞ্চারি
প্রবাহ ঢালিয়া যায় ;
মধুময় যত নিখিল জগতে,
সকলি সেখানে ফলে,
অতাপ অনল, অশোক বাসনা,
গিরি তরু বায়ু জলে।

৫

লীলা সাঙ্গ করি হ'লে অবসর
অহে বঙ্গ-কুলরবি,
যত দিন ভবে থাকিব বাঁচিয়া
ভাবিব তোমার ছবি ;—

আকর্ণ-পূরিত সেই নেত্রদ্বয়
সুহৃৎরঞ্জন ভাণ,
মধুচক্র-সম মধুর ভাণ্ডার
সরল কোমল প্রাণ ;
আনন্দলহরী ভাষার নির্ঝর
শোভিত আশার ফুলে,
উৎসাহ-ভাসিত বদন-মণ্ডল
পঙ্কজ বান্ধবকুলে ;
বীর অবয়ব, বীরভাষা-প্রিয়,
গৌড়সন্ততি-সার,
প্রিয়ম্বদ সখা প্রণয়ের তরু,
কামিনী-কণ্ঠের হার,
সাহিত্য-কুসুমে প্রমত্ত মধুপ,
বঙ্গের উজ্জ্বল রবি
তোমার অভাবে দেশ অন্ধকার
শ্রীমধুসূদন কবি।

৬

গেলে চলি মধু কাঁদায়ে অকালে,
পাইয়া বহুল ক্লেশ,
ক্ষিপ্ত গ্রহ-প্রায় ধরাতে আসিয়া
জ্বলিয়া হইলা শেষ ;
ছিলে উদাসীন, গেলে উদাসীন,
জয়মাল্য শিরে পরি,
অনাথ দুটিরে কার কাছে বল
গেলে সমর্পণ করি ;
ভেবেছিলা জানি তুমি গত যবে
গউড়বাসীরা সবে
অনাথপালক, তোমার বালক
অঙ্কেতে তুলিয়া লবে ;

হবে কি সে দিন এ গৌড় মাঝে
পূরিবে তোমার আশা,
বুঝিবে কি ধন দিয়াছ ভাণ্ডারে,
উজ্জ্বল করিয়া ভাষা!
হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে?
যে জন সেবিবে ও পদযুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে!

সুহৃৎ-সমাগম*

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
বাজ্ দেখি বীণা আনন্দের সঙ্গে,
ভাসা দেখি হৃদি সুখের তরঙ্গে
নাচায়ে তাহাতে আশার ফুল।

শুনিয়া প্রাচীন "অর্ফিয়স"-গান
পাইল চেতন অচল পাষাণ;
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
বহিল উল্লাসে রসায়ে কূল॥

তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃৎ-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত ঈষৎ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল?

"কোথা বাল্য-সখা"—বলি একবার
ডাক্ দেখি সুখে মিলাইয়া তার,
"এস হে শৈশব-সুহৃৎ আবার
আশার কাননে খেলাতে যাই।"

* কলেজ রিইউনিয়নের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে

গাও, বীণা, গাও "নবীন জীবনে
খেলিলে আনন্দে যাহাদের সনে,
হাসিলে, কাঁদিলে, ভেটিলে স্বপনে,—
আজ কি তাদের স্মরণে নাই ?

"স্মরণে কি নাই সে সৌরভময়
শৈশবের প্রিয় পাদপ-নিচয়,
তড়াগ, প্রাঙ্গণ, সেতু, শিক্ষালয়,
জড়ালে যাহাতে শৈশব-মায়া।

"ভুলিলে কি সেই উৎসাহ-লহরী,
ভাসাতে যাহাতে জীবনের তরী
তরঙ্গ তুফান্ হেয়জ্ঞান করি,
উড়াতে নিশান বিচিত্র-কায়া।

"পড়ে না কি মনে কত দিন, হায়,
'মা'—'মা' বলি প্রবেশি আলয়
কত সুখে খেতে সখায় সখায়
জননী তুলিয়া দিতেন যাহা।

"সেইরূপে পুনঃ করিয়া উৎসব
জীবন-মধ্যাহ্নে এস সখা সব
লভি একদিন—যে সুখ দুর্ল্লভ
সংসার-তুফানে ডুবেছে আহা !

"নবীন প্রবীণ এস সবে মেলি
পরাণে জড়াই পরাণ-পুতলি,
যে ভাবে শৈশবে, যৌবনেতে কেলি
করেছি প্রাণের কপাট খুলে।

"লঘু আশা, হায়, লঘু তৃষা লয়ে
শিশুকালে যদি উনমত্ত হয়ে

বাঁধিতে পেরেছ হৃদয়ে হৃদয়ে
স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ সকলি ভুলে।

"তবে কি এখন নারিবে মিলিতে ?
গাঢ় চিন্তা, আশা, যখন হৃদিতে
তুলেছে তরঙ্গ প্রবল গতিতে—
বাসনা-ঝটিকা বহিছে যবে ?

"করিলে যে আগে এত সে কল্পনা,
ধরিলে যে হৃদে এতই বাসনা,
শুধু কি সে সব প্রলাপ জল্পনা—
ছিন্ন তৃণবৎ বিফল হবে ?

"চেয়ে দেখ সখে, রয়েছে তেমতি
পাঠগৃহ, মাঠ, সরোবর, পথি,
তেমতি সুন্দর সুঠাম মূরতি
সেই স্তম্ভশ্রেণী হাসিছে হায়।

"আমরাও তবে না হাসিব কেন ?
হাসিতাম সুখে আগে সে যেমন
অইখানে যবে করেছি ভ্রমণ
ভানু, বৃষ্টিধারা ধরি মাথায়।

"অই গৃহ, মাঠ, পথ, সরোবর,
অহে কত দিন হের কত বার,
ভেবেছ কি কভু কত রত্ন তার
করাল কৃতান্ত করিলা চুরি ?

"কোথা সে আজি রে ক্ষণজন্মা ধীর
অতুল্য 'দ্বারিক' বঙ্গের মিহির!
কোথা 'অনুকূল' মলয়-সমীর!
'দীনবন্ধু' বঙ্গ-সাহিত্য-নুরি!

"'শ্রীমধুসূদন' কোথায় এখন !
তার তরে আজ কে করে ক্রন্দন
সহপাঠী তার ?—এবে অদর্শন
বঙ্গের প্রদীপ্ত প্রভাত-তারা !

"কিছু দিনে আর আমরাও সবে
ক্রমে ক্রমে লীন হইব এ ভবে,
নাম, গন্ধ, শোভা, কিছুই না রবে—
কালেতে হইব সকলি হারা !

"বাঁচি যত দিন এস একবার
সম্বৎসরে সুখে মিলি হে আবার,
সহাস্য বদনে হৃদয়ের দ্বার
খুলিয়া দেখাই, দেখি আনন্দে ।

"আর কত কাল বাঁচিব তা বল—
বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র জীবন-সম্বল
কবে যে ফুরাবে—ছাড়িয়া সকল
ভুলিতে হইবে এ মকরন্দে !

"এ শোকের ছায়া হায় রে যখন—
পড়ে নাই ঢাকি হৃদয়-দর্পণ,
সুখপূর্ণ মহী, সুখপূর্ণ মন—
সকলি সুন্দর মাধুরীময় !

"সবে সখ্যভাব—না ছিল বিচার
কিবা সে কাঙ্গাল রাজপুত্র আর,
একই আসন পঠন সবার—
সদাই হৃদয় আনন্দময় ।

"সেই সুখময় সুহৃতের মেলা
পেয়েছ আবার কর সবে খেলা,

সুখের সাগরে ভাসাইয়া ভেলা,
খেলাইতে যথা শৈশবকালে।”

বাজ্ বীণা আজ মিলে সব তার,
করিয়া মৃদুল মৃদুল ঝঙ্কার,
প্রণয়-কুসুম ফুটা রে সবার,—
বাজ্ রে মধুর জলদ তালে।

বসন্ত-পঞ্চমী তিথি আজি বঙ্গে,
জাগ্ বীণা, জাগ্ আনন্দের সঙ্গে,
খেলাইয়া হৃদে সুখের তরঙ্গে,
নাচা রে তাহাতে আশার ফুল।

শুনিয়া প্রাচীন “অর্ফিয়স” গান
উঠিল চেতিয়া অচল পাষাণ;
শ্যামের বাঁশীতে যমুনা উজান
ছুটিল উল্লাসে রসায়ে কূল।

তুই কি নারিবি চেতন-পরাণে,
সুহৃৎ-সঙ্গমে এ সুখের দিনে,
উথলিয়া স্রোত অলপ প্রমাণে
ভিজাতে প্রণয়-তরুর মূল?

বারেক এখনও কি রে দেখিবি না চাহিয়া-
উন্নত গগন'পরে,
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া।

মানবে দেখায়ে পথ
চলেছে তড়িতবৎ
প্রভাতিয়া ভবিষ্যৎ, ভূমণ্ডল ভাতিয়া।

হেরে সে নক্ষত্র-ভাতি
দেখ রে মানব জাতি
ছুটেছে তাদের সনে
আনন্দ-উৎসাহ মনে
নিজ নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া।

চলেছে চাহিয়া দেখ
বোদ্ধা যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।

জলধি, পৃথিবী, মেরু
প্রতাপে হয়েছে ভীরু,
অবাধে পরিছে পাশ পদতলে পড়িয়া।

চলেছে বুধমণ্ডলী
নরে করি কুতূহলী,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা
ছিঁড়িয়া আনিছে তারা
শূন্য হ'তে ধরাতলে জ্ঞানডোরে বাঁধিয়া।

আকাশ পাতাল গত
পঞ্চভূত আদি যত
প্রকৃতি ভয়েতে দ্রুত দেখাইছে খুলিয়া।

দেবতা অসুরগণ
ক্রমে হয় অদর্শন,
ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া।

সরস্বতী কুতূহলা,
সাহিত্য দর্শন কলা
স্বহস্তে সহস্রমালা দিতেছেন তুলিয়া

কমলা অজস্র ধারে
ভাঙ্গিয়া নিজ ভাণ্ডারে
ধনরাশি স্তূপাকারে দিতেছেন ঢালিয়া।

কবিকুল কোলাহলে
মুখে জয়ধ্বনি ব'লে
উন্নতি-তরঙ্গ সঙ্গে
ছুটেছে অশেষ রঙ্গে
স্বজাতি-সাহস-কীর্ত্তি উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া

অই দেখ অগ্রে তার
পরিয়া মহিমা-হার
চলেছে ফরাসী জাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া।

অস্থির বাসনানলে—
স্থাপিতে অবনীতলে
সমাজ-শৃঙ্খলমালা নব সূত্রে গাঁথিয়া।

চলেছে রে দেখ্ চেয়ে
শত বাহু প্রসারিয়ে
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা অলঙ্কারে ভূষিয়া।

আমেরিকা-বাসীগণ,
নদ, গিরি, প্রস্রবণ,
জলনিধি, উপকূল লৌহজালে বাঁধিয়া।

অই শোন্ ঘোর নাদে
পূরাতে মনের সাধে
পুরুষিয়া মল্লবেশে উঠিতেছে গর্জ্জিয়া।

বিনতা-নন্দন-সম
ধ'রে নিজ পরাক্রম
দেখ্ রে আসিছে রুষ্ বসুমতী গ্রাসিয়া।

ইতালি উতলা হ'য়ে
স্বকিরীট শিরে ল'য়ে
আবার জাগিছে দেখ্ হুহুঙ্কার ছাড়িয়া।

বিস্তারিয়া তেজোরাশি
দেখ্ রে বৃটনবাসী
আচ্ছন্ন করেছে ধরা,
মরু দ্বীপ সসাগরা,
যত দূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া।
প্রকাশি অসীম বল
শাসিছে জলধিতল
শিরে কোহিনূর বাঁধা মদগর্ব্বে মাতিয়া

তবুও বারেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া—
হতভাগ্য হিন্দুজাতি !—
শোভে কি নক্ষত্র-ভাতি
উন্নত গগন'পরে ধরাতল ভাতিয়া।

ছিল সাধ বড় মনে
ভারত(ও) ওদেরি সনে
চলিবে উজলি মহী করে কর বাঁধিয়া;

আবার উজ্জ্বল হবে
নব প্রজ্বলিত ভবে
ভারত উন্নতি-স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া।

জন্মিবে পুরুষগণ,
বীর, যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আঁকিয়া।

সে আশা হইল দূর,
নীরব ভারতপুর,
একজন(ও) কাঁদে না রে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া।

এ ক্ষিতিমণ্ডলমাঝ
আর্য্য কি রে নাহি আজ
শুনায় সে রব কেহ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া।—

সে সাধ ঘুচেছে হায়!
আয় মা জননী আয়
ল'য়ে তোর মৃতকায়
মিটাই মনের সাধ মনে মনে কাঁদিয়া।

অই কুহুরিল পিক ললিত উচ্ছ্বাসে।
হিমঋতু অবসান, আকুল পাখীর প্রাণ,
হৃদয়ের বেগ তার হৃদি-তটে রয় না।—
হায়! বঙ্গ-হৃদি কেন অই রূপে বয় না?

কি কুহু ডাকিল পাখী বলিতে না পারি।
প্রকৃতি কুন্তল মাজি, নব কিসলয়ে সাজি,
হাসির তরঙ্গ তোলে, অধরেতে ধরে না।—
অমনি হাসিতে বঙ্গবাসী কেন হাসে না?

শুনিতে সে মধুময় কোকিল-কাকলী
অচেত মলয়-বায় সেও রে ছুটিল হায়।
ছুটিল কুসুম-রেণু, সেও ধৈর্য্য মানে না।—
অমনি আবেগ-স্রোত বঙ্গে কেন ছোটে না?

তুমিও কি সরোবর অই কুহুস্বরে
চলেছ লহরী তুলে, মুঞ্জরিত তরু-মূলে,
উতলা প্রাণের কথা জানাতে তাহায় ?—
বঙ্গের নাহি কি আশা জানাতে কাহায় !

কল কল কল স্বরে তুমি, প্রবাহিণি,
ছুটেছ সাগর-পাশে মাতিয়া কি অই ভাষে,
বলো না লো কি আশ্বাসে ? বলো সে কাহিনী ;—
শুনায়ে অচল বঙ্গে কর চিরঋণী।

জড়ে চেতনের ভাষা বুঝিয়া চেতিল।—
কি বলিছে কুহুস্বরে কে বুঝায়ে দিবে নরে,
ধরণী চঞ্চল করে কি কথা এমন ?—
বনের পাখীর স্বরে চকিত ভুবন !

নাহি কি এ বঙ্গে হেন কোন প্রাণী হায় !
সঞ্চারি আশার লতা শুনায় অমনি কথা ?
অমনি নিগূঢ় ভাবে ?—নাহি কি অমন
হৃদয়-খেপানো কথা কাহার(ও) গোপন ?

হাসি, কান্না, কি উল্লাস নাহি কি রে আর
কাহার(ও) হৃদয়-মাঝে অমনি ধ্বনিতে বাজে
বঙ্গের অন্তর ভেদি উচ্ছ্বাস তুলিয়া ?
হাসে, কাঁদে, ভাসে বঙ্গ উৎসাহে ডুবিয়া !

কে আছ হে কবিকুলে গভীর-হৃদয় !
গাও এক বার শুনি জীবন সার্থক গুণি
অমনি মধুর স্বরে গভীর উচ্ছ্বাস,
ঘুচায়ে এ গউড়ের প্রাণের হুতাশ

উচ্চ তারে বঙ্গ-প্রাণে মিশাইয়া প্রাণ,
প্রাচীন যুবক জনে লও হে আশার বনে
উন্মত্ত করিয়া গানে, কুহক দেখাও ;—
প্রভাতের জ্যোতি বঙ্গ-নিশিতে মিশাও !

বধির বঙ্গের শ্রুতি শুনাও বিদারি—
পরস্পরে রাখি ভর পাষাণে পাষাণ-স্তর
কিরূপে "মিশর-স্তম্ভ" মিলনের জোরে
বিরাজে অনন্ত-কোলে, বিনা অন্য ডোরে !

ভূধর করিছে চূর্ণ সিন্ধুর সলিল !
বলো হে কিসের বলে, সে সলিলকণা চলে !
দিনে দিনে, পলে পলে,—না হয় শিথিল !
জলে জলকণা বাঁধে কি গভীর মিল !

কার হৃদে বঙ্গে হেন তরঙ্গ খেলায় ?
দেখাও হৃদয় খুলে গউড় যাউক ভুলে,
সে তরঙ্গ-স্রোতে মিলে ভাসুক তেমতি
শুনে ও কোকিল-ধ্বনি প্রকৃতি যেমতি !

না যদি ভাসাতে পারো উৎসাহে তেমন,
হাসাও হে বঙ্গে তবে নিগূঢ় রহস্য-রবে,
বঙ্গ-হৃদয়ের শিলা করি উন্মোচন ।—
হাসিলে পাসরে ব্যথা গোলামের(ও) মন ।

সে রসে হাসাতে পারো হাসাও উচ্চেতে ;
যেন সে হাসির সনে হাসে সবে ফুল্লাননে,
হাসে যথা কুহুস্বরে মহী পাগলিনী !—
কে জানো হে বঙ্গ-কবি, গাও সে কাহিনী ।

যে হাসি-মধুতে নাই বাসির আঘ্রাণ,
সৌরভে পরাণ ভরি ছোটে জীবনের তরি,
যে হাসি-তরঙ্গে ভাসি, কালের পাথারে !—
ভাসিত যে হাসি 'রোমে' 'হরেসের' তারে।

যে হাসিতে প্রভাকর উজলি গগন,
প্রাবৃটের কাল ঘন করে প্রিয়-দরশন,
করে চারু গুল্ম, তরু, গহ্বর, কানন !—
তেমতি হাসিতে ফুল্ল কর বঙ্গজন।

না যদি হাসাতে পার সে গভীর বেগে,
গাইয়া করুণ রবে পরাণে কাঁদাও সবে—
বঙ্গবালা, বৃদ্ধ, যুবা শিখুক কাঁদিতে—
হৃদিভরে জীবনের উচ্ছ্বাস তুলিতে।

ভেবো না হে বঙ্গনারি, নিবারি তোমায়
পাতিতে সে চারু ফাঁদ— নেত্র-কোলে অর্দ্ধ ছাঁদ,
অন্য অর্দ্ধ ওষ্ঠাধরে মধুর মেলানি !—
সে হাসির অমিয়তা ভেবো না না জানি।

ভেবো না তরুণ যুবা কিবা হে প্রাচীন,
নিবারি তোমায় তাহা নিত্য তুমি হাসো যাহা,
যে হাসি হাসিয়া তব পরাণ জুড়াও।—
যুবতী, প্রবীণা, কিবা কিশোরে ভুলাও !

ভেবো না জানি না আমি কিবা সে মধুর
শিশুর অধরতলে হাসির অমিয়া-ছলে
ঢলে যাহা ধরাতলে জীবন জীয়াতে !
ঢেলেছি সে সুধারাশি তাপিত হিয়াতে !

ভেবো না জানি না বঙ্গ কাঁদে নিরন্তর
আপন আপন তরে ক্ষুদ্র শোক-তাপভরে,
ঘরে ঘরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কত নীর-হার।—
বঙ্গেতে আছে হে, জানি, সে শোক-সঞ্চার।

না চাহি সে কান্না, হাসি, সে উৎসব-রোল;
মাদকতা নাহি তায়, বসুধায় না ঢলায়,
হৃদয়-পাথার তায় উথলিত হয় না।—
দেবখাতে বিনা গ্রীষ্মে স্নিগ্ধ নীর বয় না।

অসার নিঃস্রোত এই বঙ্গের হৃদয়।
হাসিতে কাঁদিতে প্রাণে গভীরতা নাহি জানে,
না জানে উৎসাহ-বাণে প্রাণের প্রলয়।
জগৎ-ভাসানো বেগ বঙ্গেতে কোথায়?

বহে যদি সে তরঙ্গ কাহারো হৃদয়ে,
গাও হে তবে সে গীত শুনায়ে কর জীবিত,
নিঃস্রোত বঙ্গের হৃদি স্রোতেতে ডুবাও।—
রহস্য, রোদন, কিম্বা উৎসাহে ভাসাও।

এসো ভ্রাতঃ, কবিকুলে আছ কোন্ জন।
শুন হে গভীর স্বর কি ঝরিছে মনোহর
কোকিলের কুহুরবে।—অমনি কীর্ত্তন
না শিখিবে যত দিন, ছেড়ো না বাদন।

হে কামিনীকুল, মৃত বঙ্গের পীযূষ।
কর পণ শিখাবারে পতি, পুত্র, তনয়ারে
সফল করিতে এই কবির স্বপন।—
রেখো মনে দ্রৌপদীর বেণী-বাঁধা-পণ।

ভুলো না ও কুহুস্বর—ভুলো না আমায়!

হৃদয়ে গাঁথিয়া মালা দিলাম বৈশাখী ডালা;

বাসি ব'লে অনাঘ্রাত ফেলো না ইহায়।—

হায় রে নবীন দাম বঙ্গেতে কোথায়!

হে বঙ্গদর্শন-প্রিয় ভামিনী যতেক!

কারে সম্বোধিব আর লইতে এ উপহার।

বাঁকা চাঁদ আঁকা যার হৃদয়-রাকায়,

সমর্পি তাঁহারই করে, স্মরিয়া সবায়।—

ভুলো না ও কুহুস্বর—ভুলো না আমায়!

ভারত-সঙ্গীত

(ভারতবর্ষে যখন মোগল বাদশাহদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব এবং মোগল সৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে ভারতভূমি আচ্ছন্ন করিয়া মহারাষ্ট্র-অঞ্চল আক্রমণ করে, তখন মাধবাচার্য্য নামে একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ স্বদেশের হীনতায় একান্ত দুঃখিত হইয়া, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত নগরে নগরে এবং পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া বীরত্ব এবং উৎসাহ-প্রবর্দ্ধক গান করিয়া বেড়াইতেন। শিবজীর সময় হইতে তাঁহার প্রণীত সঙ্গীত মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত এবং অত্যন্ত আদরণীয় হয়। মাধবাচার্য্যের মৃত্যুর পর অন্যান্য গায়কেরা দেশে দেশে সেই গান করিয়া বেড়াইতেন। এই প্রবাদ অবলম্বন করিয়া ভারত-সঙ্গীত লিখিত হইয়াছে।)

"আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি,

দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী

কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী,

বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে।

মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,

প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,

বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,

দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে।—

হোথা আমেরিকা—নব অভ্যুদয়,—
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশয়,
হয়েছে অধৈর্য্য নিজ বীর্য্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার, ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

মধ্যস্থলে হেথা আজন্ম পূজিতা
চির-বীর্য্যবতী বীর-প্রসবিতা,
অনন্তযৌবনা য়ুনানীমণ্ডলী,
মহিমা-ছটাতে জগত উজলি,
সাগর ছেঁচিয়া, মরু গিরি দলি,
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়

আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়॥"

এই কথা বলি মুখে শিঙ্গা তুলি
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী
গায়িতে লাগিল জনেক যুবা।

আয়ত-লোচন, উন্নত-ললাট,
সুগৌরাঙ্গ তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী,
বদনে ভাতিল অতুল আভা।

নিনাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
"বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারত-ভূমি যবনের দাস ?
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা !

আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা !

ধিক্ হিন্দুকুলে ! বীরধর্ম্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,
সোনার ভারত করিতে ছার !

হীনবীর্য্য সম হয়ে কৃতাঞ্জলি,
মস্তকে ধরিতে বৈরী-পদধূলি,
হাদে দেখ ধায় মহাকুতূহলী
ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার ॥

এসেছিল যবে আর্য্যাবর্ত্তভূমে,
দিক্ অন্ধকার করি তেজোধূমে,
রণ-রঙ্গ-মত্ত পূর্ব্বপিতৃগণ
যখন তাঁহারা করেছিলা রণ,
করেছিলা জয় পঞ্চনদগণ,
তখন তাঁহারা কজন ছিল ?

আবার যখন জাহ্নবীর কূলে
এসেছিলা তারা জয়ডঙ্কা তুলে,
যমুনা, কাবেরী, নর্ম্মদা-পুলিনে,
দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্য-বনে,
অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রণে,
তখন তাঁহারা কজন ছিল ?

এখন তোরা যে শত কোটি তার,
স্বদেশ উদ্ধার করা কোন্ ছার,
পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
সুমেরু অবধি কুমারী হইতে,
বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
বারেক জাগিয়ে করিলে পণ।

তবে ভিন্ন-জাতি-শত্রুপদতলে,
কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে,
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
স্বাধীন হইতে করিস্ মন ?

অই দেখ্ সেই মাথার উপরে
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখন(ও) উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখন(ও) ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম
হিন্দু-বীরদর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম ?
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধিসীমা ?

সকলি ত আছে, সে সাহস কই ?
সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই ?
প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই ?
কোথা রে আজি সে জাতি-মহিমা ।*

হয়েছে শ্মশান এ ভারতভূমি ।
কারে উচ্চৈঃস্বরে† ডাকিতেছি আমি,
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি !—
আর কি ভারত সজীব আছে ?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,
বীর-পদভরে মেদিনী দুলিত,
ভারতের নিশি প্রভাত হইত,
হায় রে সে দিন ঘুচিয়া গেছে ।”

এই কথা বলি অশ্রুবিন্দু ফেলি,
ক্ষণমাত্র যুবা শৃঙ্গনাদ ভুলি,
পুনর্ব্বার‡ শৃঙ্গ মুখে নিল তুলি,
গর্জ্জিয়া উঠিল গম্ভীর§ স্বরে—

“এখন(ও) জাগিয়া ওঠ রে সবে,
এখন(ও) সৌভাগ্য উদয় হবে,
রবিকরসম দ্বিগুণ প্রভাবে,
ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক’রে ॥

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে,

* প্রথম সংস্করণের পাঠ : “ঘুচিয়া গিয়াছে সে সব মহিমা ।

† প্রথম সংস্করণের পাঠ : “উচ্চৈঃস্বরে” স্থলে “বা উচ্চে” ।

‡ প্রথম সংস্করণের পাঠ : “পুনর্ব্বার” স্থলে “আবার” ।

§ প্রথম সংস্করণের পাঠ : “গম্ভীর” স্থলে “গভীর” ।

কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।

জপ, তপ, আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চ্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
ীর কৃপাণে কর্ রে পূজা।

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক'রে,
বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা ধ'রে,
স্বকার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হও।

তবে সে পারিবে বিপক্ষ নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বও।

ছিল বটে আগে তপস্যার বলে
কার্য্যসিদ্ধি হ'ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আসিয়া ভক্ত-রণস্থলে
সংগ্রাম করিত অমরগণ।

এখন সে দিন নাহিক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না, হবে না,—খোল্ তরবার;
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

অস্ত্রপরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গ-রসে হও রে উন্মাদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুচিবে বিপদ,
জগতে যদ্যপি থাকিতে চাও।

কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান বুদ্ধি জ্যোতিঃ তেমতি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটাও ?

অই দেখ সেই মাথার উপরে
রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা ক'রে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল ;

সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখন(ও) বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখন(ও) উন্নত,
সে জাহ্নবীবারি এখন(ও) ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল ?

বাজ্ রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক্ সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?"

হতাশের আক্ষেপ

আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে !
কাঁদাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
গগন-মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে ।
তারে যে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে ।
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে !

২

অই শশী অইখানে, এই স্থানে দুই জনে,
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি।
কত বার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি।
পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার,
আমারি কি দশা এবে কি আশ্বাসে রয়েছি।

৩

কৌমার যখন তার, বলিত সে বারম্বার,
সে আমার আমি তার অন্য কারো হবো না।
অরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার,
কার ধন কারে দিলি, আমার সে হলো না।

৪

লোক-লজ্জা মান ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে,
আমার হৃদয়-নিধি অন্য কারে সঁপিল,
অভাগার যত আশা জন্ম-শোধ ঘুচিল।

৫

হারাইনু প্রমদায়, তৃষিত চাতক প্রায়,
ধাইতে অমৃত-আশে বুকে বজ্র বাজিল ;—
সুধাপান অভিলাষ অভিলাষি থাকিল।
চিন্তা হলো প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমার
প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিরাঙ্কিত রহিল,
হায়, কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বিঁধিল।

হায়, সরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,
পতিভাবে অন্য জনে প্রাণনাথ বলিল ;
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।

৭

তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শূন্যমনে
থাকি পড়ে, ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা ;
কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না।
সেই ধ্যান সেই জ্ঞান, সেই মান অপমান—
অরে বিধি, তারে কি রে জন্মান্তরে পাব না ?

৮

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হলো,
দেখে বুক বিদারিল, কেন তারে দেখিলাম।
ভাবিতাম আমি দুখে, প্রেয়সী থাকিত সুখে,
সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চোখে দেখিলাম।

এইরূপে চন্দ্রোদয়, গগন তারকাময়,
নীরব মলিনমুখী অই তরুতলে রে ;
একদৃষ্টে মুখপানে, চেয়ে দেখে চন্দ্রাননে,
অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে ;
কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে ?

১০

সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে,
চিতহারা দুই জনে বাক্য নাহি সরে রে :
কত ক্ষণে অকস্মাৎ, "বিধবা হয়েছি নাথ"
ব'লে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়ে পড়ে রে।

১১

বদন চুম্বন ক'রে, রাখিলাম ক্রোড়ে ধ'রে,
শুনিলাম মৃদু স্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—
"ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,
ফিরে জন্মে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে।"—
কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে !

ইন্দ্রের সুধাপান

১

এক দিন দেব দেবপুরন্দর,
বামে শচী সতী নন্দন ভিতর,
বলিল গন্ধর্ব্ব সখারে ডাকি ;—
যাও চিত্ররথ, সুধাভাণ্ড ভরি
আন ত্বরা করি পীযূষলহরী,
আন বাদিত্রবাদকে ডাকি।
আন বাদিত্র সুধাতরঙ্গে,
যত দেবগণ বলিল রঙ্গে,
অমর মাতিল সুরেশ সঙ্গে।

২

সুবর্ণ মঞ্চেতে সুর আখণ্ডল,
চারি দিকে যত অমরের দল,
বিজলীর মত করে ঝলমল,
শোভে পারিজাত-হার গ্রীবাতে ;
বামে দৈত্যবালা রূপে করে আল,
কোথা সে চঞ্চলা তড়িৎ উজ্জ্বল,
কোথা বা উমার রূপ নিরমল ?
পলকে পারে সে জগতে ভুলাতে।
আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
যার কোলে হেন নারী মনোহর,
কত সুখ তার হয় রে।
বীর বিনা আহা রমণীরতন,
বীর বই আর রমণীরতন,
বীর বিনা আহা রমণীরতন
কারে আর শোভা পায় রে !

(চিতেন*)

আহা মরি মরি কিবা ভাগ্যধর,
গাহিল যতেক কিন্নরী কিন্নর,
কত সুখ তার হয় রে ;
বীর বিনা আহা রমণীরতন,
বীর বই আর রমণীরতন,
বীর বিনা আহা রমণীরতন
কারে আর শোভা পায় রে ?

এলো চিত্ররথ মনোরথগতি,
স্বর্ণপাত্রে সুধা, সঙ্গে বিদ্যারথী, †
উঠিল সুরব "জয় শচীপতি"
অমরমণ্ডলী মাঝেতে ;
দেব পুরন্দর দেবদল সহ,
সুধা, সোমরস পিয়ে মুহুমুহ,
গন্ধে আমোদিত মারুতপ্রবাহ,
গগন কাঁপিল বেগেতে—
বায়ু মাতোয়ারা, রবি, শশী, তারা,
অরুণ, বরুণ, দিক্‌পাল যারা,
সবে মাতোয়ারা সুধা-পানেতে
হ'লো ভয়ঙ্কর কাঁপে চরাচর
আকাশ, পাতাল, মহী, মহীধর,
জলধি হুঙ্কারে বেগেতে।

* ইংরাজিতে এইরূপ স্থলে কোরস্ বলে। ঐ শব্দের অনুরূপ ঠিক অন্য কোন শব্দ না পাওয়ায় চিতেন লেখা হইয়াছে।

† এই অমর-গায়কের আর একটি নাম বিশ্বাবসু।

(চিতেন)

বায়ু মাতোয়ারা, রবি, শশী, তারা,
অরুণ, বরুণ, দিক্‌পাল যারা,
সবে মাতোয়ারা সুধা-পানেতে

বসিয়ে উন্নত আসন উপরে,
গুণী বিশ্বাবসু বীণা নিল করে,
মেঘের গরজে গভীর ঝঙ্কারে,
মোহিত করিল অমরগণে ;
দেবাসুর রণ গাহিতে লাগিল,
কিরূপে অসুরে অমরে নাশিল,
কিরূপে ইন্দ্র দেবরাজ হ'লো,
শুনাইল বীণা বাজায়ে ঘনে।
"পুলোমদুহিতা তোমারি গৃহীতা,
অহে দেবরাজ তুমিই দেবতা ;
রণে পরাজয় করি বাহুবলে,
এ অমরপুরী নিলে করতলে,
সমুদ্র মথিয়া অমৃত লভিলে,—
অহে দেব তব অসাধ্য ক্ষমতা।"
হ'লো প্রতিধ্বনি—"পুলোমদুহিতা,
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহীতা।"—
ঘন ঘন ঘোর সুগভীর স্বরে,
কাননে, বিপিনে, নদী, সরোবরে,
উঠিল নিনাদি যতেক দেবতা।
ভাবে গদ গদ মুদিয়া নয়ন,
উঠিয়া গরজি গরজি সঘন
ছাড়িল হুঙ্কার দনুজঘাতা।

(চিতেন)

হ'লো প্রতিধ্বনি,—"পুলোমদুহিতা,
অহে দেবরাজ তোমারি গৃহীতা,"—
ঘন ঘন ঘোর সুগভীর স্বরে,
কাননে, বিপিনে, নদী, সরোবরে,
উঠিল নিনাদি যতেক দেবতা।

৫

অতি সুললিত মৃদু মধুস্বরে,
আবার গায়ক বীণা নিল করে,
মজাইল সুরললনা!
"দেখ দেখ চেয়ে নাগরের বেশে,
চোক ঢুলু ঢুলু আসে হেসে হেসে,
আড়ে আড়ে কথা নাহি অভিমান,
সদা আশুতোষ খুলে দেয় প্রাণ,
ওরে সুধা তোর নাই তুলনা।
সদা সেবে যারা সোমরস সুধা
ক্ষোভ লোভ শোক থাকে না ক্ষুধা,
রণজয়ী যেই সুধাপায়ী সেই,
শূর বিনে সুধা-স্বাদ জানে না।"

(চিতেন)

"সুধার প্রেমেতে বাজ্ রে বীণা,
বল্ সুধা বই ধন চাহি না,
অমন মধুর নাই পিপাসা!
সুধা কিবা ধন সুধা সে কেমন,
সাধক বিনে কি জানিবে চাষা!"

৬

দৈত্য অরিদল দম্ভে কোলাহল
ক'রে আস্ফালন করিল কত,

মত্ত মধুপানে দিতিসুতগণে
কিরূপে কোথায় করেছে হত
তখন আবার বীণা-বাদ্যকর
বীণা নিল করে, সকরুণ স্বরে,
অমর দর্প করিল চূর ;
আরক্ত লোচন ঘন গরজন ;
ক্রমে ক্রমে সব হ'লো অদর্শন,
স্তব্ধ হইল অমরপুর।
সকরুণ স্বরে বীণা করে ধ'রে,
গাহিল, "যখন প্রলয় হবে,
যখন ঈশান হর হর বোলে,
বাজাবে বিষাণ ঘন ঘোর রোলে,
জলে জলময় হবে ত্রিভুবন,
না রবে তপন শশীর কিরণ,
জগতমণ্ডল কারণ-বারিতে,
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে।
এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী
এ বিপুল ভোগ কোথায় যাবে
অতি ক্ষুণ্নমন যত দেবগণ,
ঘন ঘন শ্বাস করে বিসর্জ্জন,
ভাবিয়ে অধীর প্রলয় যবে ;
এই সুরপুরী এ সব সুন্দরী
এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে।
(চিতেন)
এ বিপুল ভোগ কোথায় রবে,
বলিয়া কিন্নর গাহিল সবে,
জগতমণ্ডল কারণ-বারিতে,
ছিঁড়িয়া পড়িবে ত্রিলোক সহিতে,
তখন কোথা এ বিভব রবে।

৭

গুণী বিশ্বাবসু সঙ্গীতের পতি,
বীণা-যন্ত্রে পুনঃ মধুর ভারতী,
গাহিতে লাগিল প্রেমের গাথা ;
বিলাপ ঘুচিল প্রেম উপজিল
রসে ডগমগ তনু শিহরিল।
একি সূত্রে প্রেম করুণা গাঁথা !
মৃদুল মৃদুল তাজ রে তাজ,*
মৃদুল মৃদুল নও রে নও,
বাজিতে লাগিল মধুর বোলে ;
শ্রবণে শীতল যতেক শ্রোতা।
"সংগ্রামে কি সুখ, সকলি অসুখ,
দিন রাত নাই প্রাণ ধুক্ ধুক্,
মান মর্য্যাদা কথার কথা।
ঘোড়া দড়বড়ি, অসি ঝন্‌ঝনি,
কাটাকাটি, গোল, তীর স্বন্‌স্বনি,
কানে লাগে তালা করে ঝালাপালা,
দেহ হয় আলা সমর-স্রোতে ;
গতি অবিরাম নাহিক বিরাম,
সমরে কি সুখ নারি বুঝিতে।
চির দিন আর দনুজ-সংহার
ক'রে কত ভার সহিবে দেব ;
বামে শচী সতী হের সুরপতি,
কর সুখভোগ রাখ বুকেতে।"—
বাখানিল যত কিন্নর কিন্নরী,
বাখানিল যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী,
বাখানিল দেবগণ পুলকে।

* দেবতারাই সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সুতরাং এই শব্দেই সুরও দেবতাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকা সম্ভব।

রতিপতি-জয় হ'লো সুরপুরে
ললিত মধুর বীণার স্বরে ;
সঙ্গীতের জয় হ'লো ত্রিলোকে ।
স্বরে জর জর দেহ থর থর,
হেরে ঘন ঘন দেব পুরন্দর,
হৃদয়ে বামারে রাখিতে চায় ;
নিমেষে হেরিছে নিমেষে ফিরিছে,
নিমেষে বিশ্বাস বহিছে তায় ।
শেষে পরাজিত অচেতন চিত,
শচীবক্ষঃস্থলে ঘুমায়ে রয় ।

(চিতেন)

গাহিল কিন্নর,—"স্বরে জর জর
দেব পুরন্দর হ'লো পরাজয়,
নিমেষে হেরিছে নিমেষে ফিরিছে,
নিমেষে নিশ্বাস বহিছে তায় ।
শেষে পরাজিত অচেতন চিত
শচীবক্ষঃস্থলে ঘুমায়ে রয় ।"

৮

"বাজ্ রে বীণা বাজ্ রে আবার,
ঘন ঘোর রবে বাজ্ এইবার,
আরো উচ্চতর গভীর সুরে ;
যাক্ দূরে যাক্ কামের কুহক
মেঘের ডাকে ডাক্ রে পূরে !
অহে সুররাজ ছি ছি এ কি লাজ,
দেখ দেখ অই দনুজসমাজ,
রণসাজ ক'রে আসিছে ফিরে ;
শিরে ফণীবাঁধা করে উল্কাপাত,
কর সুরনাথ দনুজ-নিপাত,
দেখ চরাচর কাঁপিছে ডরে ।

জলদ-নিনাদে করে হুহুঙ্কার,
এ অমরপুরী করে ছারখার,
পূরণ আহুতি করিতে এবে।
কর দম্ভ চূর, বজ্রধর শূর,
রাখ হে ব্রহ্মাণ্ড, বাঁচাও দেবে।”
শুনে বজ্রধর বেগে বজ্র ধরে,
কড় কড় ধ্বনি গরজে অম্বরে,
ভয়ে হিমগিরি টলিল।
তখন উল্লাসে, বিদ্যারথী হেসে,
বীণাযন্ত্র পাশে রাখিল।

(চিতেন)

“বেগে বজ্রধর,” গাহিল কিন্নর,
“কড় কড় নাদে গরজে অম্বর,
ভয়ে হিমগিরি টলিল।
তখন উল্লাসে বিদ্যারথী হেসে
বীণাযন্ত্র পাশে রাখিল।”

কোন একটি পাখীর প্রতি

১

ডাক্ রে আবার, পাখি, ডাক্ রে মধুর!
শুনিয়ে জুড়াক প্রাণ, তোর সুললিত গান
অমৃতের ধারা সম পড়িছে প্রচুর।
আবার ডাক্ রে পাখি, ডাক্ রে মধুর!
বলিয়ে বদন তুলে, বসিয়ে রসালমূলে,
দেখিনু উপরে চেয়ে আশায় আতুর!
ডাক্ রে আবার ডাক্ সুমধুর সুর।

২

কোথায় লুকায়ে ছিল নিবিড় পাতায় ;
চকিত চঞ্চল আঁখি, না পাই দেখিতে পাখী,
আবার শুনিতে পাই সঙ্গীত শুনায়,
মনের আনন্দে বসে তরুর শাখায়।
কে তোরে শিখালে বল, এ সঙ্গীত নিরমল ?
আমার মনের কথা জানিলি কোথায় ?
ডাক্ রে আবার ডাক্ পরাণ জুড়ায় !

৩

অমনি কোমল স্বরে সেও রে ডাকিত,
কখন আদর করে, কভু অভিমানভরে,
অমনি ঝঙ্কার করে লুকায়ে থাকিত।
কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত !
নব অনুরাগে যবে, ডাকিত প্রাণবল্লভে,
কেড়ে নিত প্রাণ মন পাগল করিত ;
কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত !

৪

ধিক্ মোরে ভাবি তারে আবার এখন !
ভুলিয়ে সে নব রাগ, ভুলে গিয়ে প্রেমযাগ,
আমারে ফকীর করে আছে সে যখন ;
ধিক্ মোরে ভাবি তারে আবার এখন।
ভুলিব ভুলিব করি, তবু কি ভুলিতে পারি,
না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন,
তবে কেন সে আমারে ভাবে না এখন ?

৫

ডাক্ রে বিহগ তুই ডাক্ রে চতুর,
ত্যজে শুধু সেই নাম, পুরা তোর মনস্কাম,
শিখেছিস্ আর যত বল সুমধুর !

ডাক্ রে আবার ডাক্ মনোহর স্বর!
না শুনে আমার কথা, ত্যজে কুসুমিত লতা,
উড়িল গগন-পথে বিহগ চতুর;—
কে আর শুনাবে মোরে সে নাম মধুর।

প্রিয়তমার প্রতি

প্রেয়সি রে, অধীনেরে জনমে কি ত্যজিলে!
এত আশা ভালবাসা সকলি কি ভুলিলে।
অই দেখ নব ঘন, গগনে আসিয়ে পুনঃ,
মৃদু মৃদু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে।
দেখ পুনঃ চাঁদ আঁকা, ময়ূর খুলিয়ে পাখা,
কদম্বের ডালে ডালে কুতূহলে নাচিছে।
পুনঃ সেই ধরাতল, পেয়ে জল সুশীতল,
স্নেহ করে তৃণদল বুকে করে রাখিছে।
হের প্রিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রিয় বরষায়,
যমুনা-জাহ্নবী-কায়া উথলিয়া উঠিছে।
চাতক তাপিতপ্রাণ, পুলকে করিয়ে গান,
দেখ রে জলদ কাছে পুনরায় ছুটিছে।
প্রেয়সি রে সুখোদয়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডময়,
কেবলি মনের দুখে এ পরাণ কাঁদিছে।

২

অই পুনঃ জলধরে বারিধারা ঝরিল!
লতায় কুসুমদলে, পাতায় সরসীজলে,
নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল।
শ্যামল সুন্দর ধরা, শোভা দিল মনোহরা,
শীতল সৌরভ ভরা বাসে বায়ু ভরিল,

মরাল আনন্দ মনে, ছুটিল কমলবনে,
চঞ্চল মৃণালদল ধীরে ধীরে দুলিল।
বক হংস জলচর, ধৌত করি কলেবর,
কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল।
দামিনী মেঘের কোলে, বিলাসে বসন খোলে,
ঝলকে ঝলকে রূপ আলো করে উঠিল।
এ শোভা দেখাব কারে, দেখায়ে সন্তোষ যারে,
হায় সেই প্রিয়তমা অভাগারে ত্যজিল!

৩

ত্যজিবে কি প্রাণসখি? ত্যজিতে কি পারিবে?
কেমনে সে স্নেহলতা এ জনমে ছিঁড়িবে?
সে যে স্নেহ সুধাময়, ঘেরিয়াছে সমুদয়,
প্রকৃতি-পরাণ মন, কিসে তাহা ভুলিবে?
আবার শরত এলে, তেমনি কিরণ ঢেলে,
হিমাংশু গগনে কি রে আর নাহি উঠিবে?
বসন্তের আগমনে, সেরূপে সন্ধ্যার সনে
আর কি দক্ষিণ হতে বায়ু নাহি বহিবে?
আর কি রজনীভাগে, সেইরূপ অনুরাগে,
কামিনী, রজনীগন্ধ, বেল নাহি ফুটিবে?
প্রাণেশ্বরি! পুনর্ব্বার, নিশীথে নিস্তব্ধ আর
ধরাতল সেই রূপে নাহি কি রে থাকিবে?
জীব জন্তু কেহ কবে, কখন কি কোন রবে,
ভুলে অভাগার নাম কণ্ঠেতে না আনিবে?
প্রেয়সি রে সুধাময়, স্নেহ ভুলিবার নয়,
কাঁদালি কাঁদিলি শুধু পরিণামে জানিবে!

* * * *

২

অই দেখ প্রিয়তমে বারিধারা ধরিল।
শরতে সুন্দর মহী সুধা মাখি বসিল।

হরিত শস্যের কোলে, দেখ রে মঞ্জরী দোলে,
ভানুছটা তাহে কিবা শোভা দিয়া পড়েছে।
বহিলে মৃদুল বায়, ঢলিয়া ঢলিয়া তায়,
তটিনী-তরঙ্গলীলা অবনীতে খেলিছে।
গোঠে গাভী বৃষ সনে, চরিছে আনন্দ মনে,
হরষিত তরুলতা ফলে ফুলে সেজেছে।
সরোবরে সরোরুহ, কুমুদ কহ্লার সহ;
শরতে সুন্দর হয়ে শোভা দিয়ে ফুটেছে।
আচম্বিতে দরশন, ঘন ঘন গরজন,
উড়িয়ে অম্বরে মেঘ ডেকে ডেকে চলেছে।
প্রেয়সি রে মনোহরা, এমন সুখের ধরা,
বিহনে তোমার আজি অন্ধকার হয়েছে!

আহা কি সুন্দর বেশ সন্ধ্যা অই আইল!
ভাঙা ভাঙা ঘনগুলি, ভানুর কিরণ তুলি,
পশ্চিম গগনে আসি ধীরে ধীরে বসিল।
অস্তগিরি আলো করি, বিচিত্র বরণ ধরি,
বিমল আকাশে ছটা উথলিয়া পড়িল।
গোধূলিকিরণমাখা, গৃহচূড়া তরুশাখা,
প্রেয়সি রে, মনোহর মাধুরীতে পূরিল।
কাদম্বিনী ধীরি ধীরি, হয়, তরু, গজ, গিরি,
আঁকিয়ে সুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল।
দেখ প্রিয়ে সূর্য্য-আভা গঙ্গাজলে কিবা শোভা,
সুবর্ণের পাতা যেন ছড়াইয়া পড়িল।
কৃষক মঞ্চের 'পরে, উঠিল আনন্দ ভরে,
চঞ্চুপুটে শস্য ধরে নভশ্চর ফিরিল।
এ সুখ-সন্ধ্যায় প্রিয়ে, সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে,
শূন্যমনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল।

৬

আজি এ পূর্ণিমা নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে !
কার সনে প্রিয়ভাষে দেহ মন জুড়াবে !
এখনি যে সুধাকর, পূর্ণবিম্ব মনোহর,
পূর্ব্বদিকে পরকাশি সুধারাশি ছড়াবে।
এখনি যে নীলাম্বরে, শ্বেতবর্ণ থরে থরে,
আসিয়ে মেঘের মালা সুধাকরে সাজাবে।
তরু গিরি মহীতল, শিশির আকাশ জল,
চাঁদের কৌমুদী মাখা কারে আজি দেখাবে !
প্রেয়সি অঙ্গুলি তুলি, কুসুম-কলিকাগুলি,
শিশিরে ফুটিছে দেখি কারে আজি সুধাবে—
"অই দেখ চক্রবাক, ডাকে অমঙ্গল ডাক,"
ব'লে সুধাইবে কারে, কে বাসনা পূরাবে !
তনু মন সমর্পণ, করেছিল যেই জন,
তারে কাঁদাইলে, হায়, প্রণয় কি জুড়াবে !

কমল-বিলাসী

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
মধুর স্বপন-লহরী !—
নবীন প্রদেশে নবীন গগন,
মধুর মধুর শীতল পবন,
সরস সরসে নীরদ বরণ
সলিল ভ্রমিছে বিহরি।

কত সরোজিনী সরোবর 'পরে,
পরিমলময় সদা নৃত্য করে,
ফুটে ফুটে জলে শত থরে থরে,
অপূর্ব্ব সুবাস বিতরি।

সরোবর-তীরে ঘ্রাণেতে বিহ্বল,
ভ্রমে কত প্রাণী হেরে সে কমল
পরাণ শরীর সুবাসে শীতল,
বাজায়ে বাজায়ে বাঁশরী।

ভ্রমে কত সুখে, কত সে আনন্দ,
যেন মাতোয়ারা লভিয়া সুগন্ধ,
সরোবরে পশি পিয়ে মকরন্দ—
চিন্তা শোক তাপ পাসরি।

ভাঙ্গে পদ্মকলি, ভাঙ্গে পদ্মনাল,
ঢালে পদ্মমধু পূর্ণ করি গাল ;
ভখয়ে সুরস নবীন মৃণাল
কতই যতনে আহরি।

আনন্দে বিঘোর মধুমত্ত মন,
ত্যজি বারি পুনঃ উঠে কত ক্ষণ
তীরে বসি ধীরে সেবে সমীরণ—
হৃদয়ে সুখের লহরী।

পুনঃ গিয়া জলে তোলে পদ্মদল,
কোরক বিকচ নলিনী অমল,
মকরন্দ লয়ে ঢালে অবিরল,
পূরিয়া পূরিয়া গাগরী।

পুনঃ উঠে তীরে মৃদু মন্দ বায়,
ধীরে ধীরে সবে তরুতলে যায় ;
নিকুঞ্জ ছাড়িয়া তখন সেথায়
প্রবেশে কতই সুন্দরী।

মধুমাখা হাসি বদনে বিকাশ,
পদ্মমধু-বাসে পরাণে উল্লাস,
পদ্ম-সুধা পিয়ে মিটায়ে পিয়াস—
কুবলয়ে বান্ধে কবরী।

বিছায়ে কোমল কমলপাতায়,
সুশীতল শয্যা ভূতলে সাজায়,
চারু মনোহর উপাধান তায়,
গ্রথিত নলিনীমঞ্জরী।

তরু তলে তলে হেন মনোহর
কমলের শয্যা কোমল সুন্দর ;
দুগ্ধফেননিভ সুচারু অম্বর
যেন রে মেদিনী উপরি !

এরূপে পাতিয়া কুসুম-শয়ন,
হাসিয়া হাসিয়া বিলাসিনীগণ,
হৃদয়বল্লভ পারশে তখন
ছড়ায় বিলাসলহরী ;

কেহ বা খুলিয়া গ্রীবার ভূষণ,
হেমময় মালা জড়িত রতন,
পরায়ে প্রিয়েরে করিয়া যতন,
খেলায় নয়ন-শফরী ;

অলকার চুল কেহ বা খুলিয়া,
জড়ায়ে জড়ায়ে বিননী গাঁথিয়া,
বঁধুরে বাঁধয়ে সোহাগে গলিয়া,
অধরে হাসির মাধুরী ;

কেহ বা আপন নয়ন-অঞ্জন
তুলিয়া বিলাসে করে বিলেপন
প্রিয় আঁখি 'পরে—সলজ্জ বদন,
চঞ্চল বসনে সম্বরি ;

কোন বা ললনা ছলিয়া চাতরে
রাঙ্গা পদ তুলি প্রিয়হৃদি 'পরে,
অলক্তলাঞ্ছনে দেহে চিহ্ন করে,
জানাতে প্রেমের চাকরি।

এরূপে বসিয়া যতেক ললনা
হাব, ভাব, হাসি প্রকাশে ছলনা,
কেহ বা শিয়রে, কোন বা অঙ্গনা
চরণ পারশে প্রহরী।

বসিয়া এ ভাবে যতেক সুন্দরী,
মধুর ললিত মোহন বাঁশরী,
সুরেতে বাঁধিয়া আলাপ আচার
পূরিছে পল্লব-বল্লরী।

সে সুরতরঙ্গে মিলিয়া তখন
উঠিল সঙ্গীত পূরিয়া কানন—
শ্যামা, কলকণ্ঠ, শারী অগণন
"বউ কথা কও" সুন্দরী ;

উঠিল ডাকিয়া, পূরি চারি দিক—
জগৎ সংসার করিল অলীক,
বেণু বীণা রব হ'তে সমধিক
মধুর গীতের লহরী।

বাঁশীতে বাজিছে—"কিবা সে সংসার"
কোকিলা ভাষিছে—"সে সব মিছার"
"শ্রম, আশা, ভ্রম—সকলি অসার"
প্রতিধ্বনি উঠে কুহরি ;—
"কি হবে জীবনে, প্রেমের আমোদে
পরাণ যদি না মাতে !
"রসের বাগান—সখের মেদিনী—
নারীফুল ফুটে তাতে ।
"যে জানে মথিতে এ সুখজলধি
সেই সে পীযুষ পায় ;
"সখের বাজার—সুখের মেদিনী—
রসের বেসাতি তায় !"
"হায়, সে পীযুষ ! কিবা তার সম
ভাব রে ভাবুক মনে !
"হায়, ধন, মান, যশ,—প্রাণের নিগড়,
কণ্টক, আশার বনে !
"এ যে সুখের ধরণী ! ভাবনা হুতাশ
ইহাতে নাহিক সাজে,
"হেথা প্রাণের সারঙ্গ, প্রমোদে মাজিলে
তবে সে আনন্দে বাজে !
"শুধু রসিক যে জন, রসের ধরায়
সেই সে হরষ পায় ;
"ডুবে নারীসুধাকূপে, লভে প্রেমসুধা,
দ্বিজ এই গীত গায় ।"

বিহগ, বিটপী, বাঁশরী, বীণাতে
এই গীত শুধু বরিষে প্রপাতে ;
প্রকৃতি যেন বা মাতিল তাহাতে
বিন্যাসি বেশের চাতুরী !

চারু কিসলয় হইল বিকাশ ;
তরুরাজি-কোলে মৃদু মৃদু শ্বাস,
কুসুম চুম্বিল মলয় বাতাস—
লতিকা উঠিল শিহরি ;

তুলিয়া কলাপ মদন-বিধুর
নাচিতে লাগিল উন্মত্ত ময়ূর ;
নবীন জলদ নিনাদি মধুর
গগন রাখিল আবরি ।

গাঢ়তর আরো বাজিল বাদন,
গাঢ়তর আরো গীত বরিষণ,
গাঢ়তর বেশ আরো সে ভুবন—
আঁধারিল যেন শর্ব্বরী ।

যত তরু ছিল পড়িল লুটিয়া,
বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া,
করিল মণ্ডপ, কুসুমে ভূষিয়া,
ধীর নাদে মৃদু মর্ম্মরি !

মণ্ডপে মণ্ডপে যুগল যুগল,
সুতন্দ্রা অলসে শরীর নিচল,
পড়িল পরাণী—অসাড় সকল—
রহিল চেতনা সম্বরি ।

একাকী তখন ভ্রমিনু সে দেশ ;
চারি দিকে খালি হেরি চারু বেশ
কমল-সরসী, কোমল প্রদেশ
রাজিছে ভূতল উপরি ।

পাতিয়া নলিনী যত প্রাণিগণ
সরোবরতীরে সুখে নিমগন,
কেবলি নিরখি, যতই ভ্রমণ
করি, সে অপূর্ব্ব নগরী!

ষড় ঋতু ধীরে ক্রমে আসে যায়—
প্রাবৃটের কোলে নিদাঘ জুড়ায়,
প্রাবৃট্ আবার শরতে লুকায়;
হাসিল শারদ শর্ব্বরী;

শিশিরের কোলে হিমঋতু আসে;
নিশি-অশ্রুজলে তরুদল ভাসে;
তখন(ও) উন্মত্ত অচেত বিলাসে
যতেক নাগর নাগরী!

যত দিন ক্ষুধা জঠরে না জ্বলে
সেই ভাবে তারা পড়িয়া ভূতলে
অচেতন চিত্তে থাকয়ে বিহ্বলে
জগত সংসার পাসরি।

বসন্ত ফিরিয়া আইলে আবার
জাগিয়া করয়ে মৃণাল আহার,
কমল-পীযূষ পিয়ে পুনর্ব্বার,
পড়য়ে চেতনা সম্বরি।

কত যে আনন্দে প্রকৃতি খেলায়
ঋতুতে ঋতুতে ঘটনাছলায়!—
নাহি জানে তারা—দিবস নিশায়
স্বভাবের কত চাতুরী!

নাহি জানে কিবা ঘোরতর সুখ।
ঘোরতর যবে প্রকৃতির মুখ
ঘনঘটাজালে—পতন-উন্মুখ
বিজুলি বেড়ায় বিচরি।

না বুঝিতে পারে কি তেজ তখন।
গগনের কোলে যবে প্রভঞ্জন
চলে দম্ভ করি ছাড়িয়া গর্জ্জন—
নাচায়ে প্রকৃতি সুন্দরী।

তখন হৃদয়ে যে ভাব গভীর
করে আন্দোলন, অধীর শরীর—
না জানে তাহারা, না ভাবে মহীর
কত সে ঐশ্বর্য্য-লহরী!

যে ভাব-পরশে প্রাণে পুষ্প ফুটে
থাকে চিরকাল প্রাণিচিত্তপুটে,
নিত্য পরিমল নিত্য যাহে উঠে
জগতে সঞ্চারি মাধুরী;—

যে ভাব-পরশে মানবের মন
বেড়ায় জগৎ করি বিদারণ,
করে তেজোজালে পৃথিবী দাহন,
মৃত্যুর মূরতি বিস্মরি;—

না পরশে কভু তাদের পরাণ;
জীবন কাটায় করি মধু পান;
নারীগত মান—নারীগত প্রাণ—
নারী-পায়ে-ধরা চাকরি!

এইরূপে হেরি সে চারু অঞ্চল ;
গেল কত কাল ভ্রমিতে কেবল ;
শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল
ভাবিয়া সে ঘোর শর্ব্বরী ।

ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় ধিক্কার,
নরজাতি বুঝি নাহি হেন আর ?
ধূ ধূ করে শূন্য পুরাবৃত্ত যার—
হেরে উঠে প্রাণ শিহরি ।

কালচিত্রপটে যদি ফিরে চায়,
গুরুদত্ত ধন কি দেখিতে পায় ?
কিবা সে সঙ্কেত, আছে রে কোথায়
ভ্রমিতে সংসার ভিতরি !

পিতৃকুলগত কোন্ মহাভাগে
দিয়াছে সুমন্ত্র, শুনে অনুরাগে
পুনঃ জীয়ে প্রাণ, পুনঃ ছুটে আগে
ভবিষ্য তরঙ্গে উতরি ?

নরজাতি যত হের ধরামাঝে
সকলেরি চিহ্ন কালবক্ষে সাজে ;
নিরখিলে তায় হৃদি-তন্ত্রী বাজে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় পাসরি !

এ ছার জাতির কি আছে তেমন,
কালের কপালে সঙ্কেত লিখন ?
অপূর্ব্ব কিবা সে নূতন কেতন
উড়িছে ভবিষ্য উপরি ?

ভাবিতে ভাবিতে কত দূর(ই) যাই,
পুরী-প্রান্তভাগ নিরখিতে পাই—
তেমতি সরস কোমল সে ঠাঁই,
সজ্জিত পল্লববল্লরী।

প্রাণিগণ সেথা করিছে বিলাস,
তেমতি আকৃতি প্রকৃতি আভাস,
সেই নিদ্রা ঘোর, তরুতলে বাস,
সেইরূপে নারী-প্রহরী।

সেখানে রমণী আরো সুচতুরা,
জানে কত আরো ছলনা মধুরা,
সদা মনে ভয় পাছে সে বঁধুরা
ছাড়িয়া পলায় নগরী।

কাছে কাছে আছে সোনার পিঞ্জর,
সুবর্ণ শিকলি শতেক লহর ;
যদি কেহ উঠে শুনে অন্য স্বর
বিলাস প্রমোদ পাসরি ;—

তখনি তাহাকে বাঁধিয়া শৃঙ্খলে,
অমনি পিঞ্জরে পুরে কত ছলে,
কত কাঁদে প্রাণী, ভাসে চক্ষু জলে,
তবু নাহি ছাড়ে সুন্দরী।

দেখে কাঁপে প্রাণ ভেবে সে প্রথায় ;
ভাবি কেন, হায়, প্রবেশি সেথায়,
কিরূপে বাঁচিব করি কি উপায়,
কিরূপে ছাড়ি সে নগরী !

হেন কালে দেখি বিস্ফারি নয়ন,
বিস্ময়ে বিমুগ্ধ, সেই প্রাণিগণ,
আমারি স্বদেশী—নহে সে স্বপন
খেলিছে বঙ্গের উপরি।-

আহা মরি কিবা দেখিনু সুন্দর
অপূর্ব্ব স্বপনলহরী।

উন্মাদিনী

১

অঙ্গে মাখা ছাই, বলিহারি যাই!
কে রমণী অই পথে পথে গাই'
চলেছে মধুর কাকলী ক'রে।
কিবা উষাকাল, দিবা দ্বিপ্রহর,
বীণা ধ'রে করে, ফিরে ঘরে ঘর,
পরাণে বাঁধিয়া মিলায়ে সুতান,
গায় উচ্চস্বরে সুললিত গান,
উতলা করিয়া কামিনী নরে।
অঙ্গে মাখা ছাই, বলিহারি যাই!
কে রমণী অই পথে পথে গাই'
চলেছে মধুর কাকলী ক'রে।
নয়নের কোণে চপলা খেলিছে,
নিতম্বের নীচে চিকুর তুলিছে,
করুণা-মাখান বদনের ছাঁদ,
যেন অভিনব অবনীর চাঁদ,
কটি কর পদে ছড়ান মাধুরী,
গেরুয়া বসনে তনুয়া আবরি,
চলেছে সুন্দরী ভাবনা ভরে।

বলিহারি যাই ! অঙ্গে মাখা ছাই,
কে রমণী অই পথে পথে গাই'
চলেছে মধুর কাকলী ক'রে ।

২

অই শুন গায়, প্রাণের জ্বালায়—
"পাব না পাব না পাব না কি তায় ?
নাহি কি বিশাল ধরণী ভিতরে,
যেখানে বসিয়া স্নেহের নির্ঝরে,
মিটাই পিপাসা জুড়াই পরাণ,
দেখাই কিরূপ নারীর পরাণ,
প্রণয়ের দাম হৃদয়ে প'রে ।
যেখানে বহে না কলঙ্কের শ্বাস
কাঁদাতে প্রণয়ী, ঘুচাতে উল্লাস,
বায়ুতে, তরুতে, মাটিতে, আকাশে,
যেখানে মনের সৌরভ প্রকাশে,
ঘরের, পরের, মানের ভাবনা,
লোকের গঞ্জনা, প্রাণের যাতনা,
যেখানে থাকে না সখার তরে ।

৩

"কিবা সে বসন্ত শরত নিদাঘ,
নয়নে নয়নে নব অনুরাগ
ওঠে নিতি নিতি ফোটে অভিলাষ,
নিশিতে যেমন কাননে প্রকাশ
কলিকা কুসুমে ফুটাতে শশী ।
দিবা, দণ্ড, পল, প্রভাত, যামিনী,
বার, তিথি, মাস, নক্ষত্র, মেদিনী
থাকে না প্রভেদ, প্রণয় প্রমাদে
হেরি পরস্পর মনের অবাধে ;

জীবনে পরাণে মিশিয়া দুজনে
নেহারি আনন্দে সুখের স্বপনে—
নয়নে নয়ন, গণ্ডে গণ্ডতল,
করে করযুগ, কণ্ঠে কণ্ঠস্থল,
যেন পরিমল পবন-হিল্লোলে,
যেন তরুলতা তরুশাখা কোলে,
যেমন বেণুতে বাণীর সুস্বর,
যেমন শশীর কিরণে অম্বর,
তেমনি অভেদ দুজনে মিশিয়া,
তনু মন প্রাণ তনু মনে দিয়া,
ভুলে' বাহ্যজ্ঞান, ত্যজে' নিদ্রা ক্ষুধা,
পান করি সুখে আনন্দের সুধা,
অগাধ প্রেমের সাগরে বসি'।

৪

"ত্যজে' গৃহবাস, হয়ে সন্ন্যাসিনী,
ভ্রমি পথে পথে দিবস যামিনী,
আকাশের দিকে অবনীর পানে,
দেখি অনিমিষে আকুল পরাণে,
জবা সম রবি, শ্বেত সুধাকর,
মৃদু মৃদু আভা তারকা সুন্দর,
তরু, সরোবর, গিরি, বনস্থল,
বিহঙ্গ, পতঙ্গ, নদ, নদী, জল,
যদি কিছু পাই খুঁজিয়া তাহাতে,
স্নেহের অমিয়া হৃদয়ে মাখাতে
যদি কিছু পাই তাহারি মতন,
হেরিতে নয়নে করিতে শ্রবণ,
দেবতা মানব নারী কি নরে।
সুখে থাকে তারা, সুখে থাকে ঘরে,
পতি-পদতল বক্ষঃস্থলে ধরে,

বিবাহিতা নারী—সখের খেলনা,
খায় দায় পরে নাহিক ভাবনা,
জানে না ভাবে না প্রণয় কেমন,
প্রাণের বল্লভ পতি কিবা ধন,
ইহারাই সতী—বিঘত প্রমাণ
আশা, রুচি, স্নেহ, ইহাদের প্রাণ ;—
নারীর মাহাত্ম্য, রমণীর মন
কত যে গভীর ভাবে কত জন,
প্রণয় কি ধন নারীর তরে ?

৫

"আমি মরি ঘুরে পৃথিবী ভিতরে,
প্রাণের মতন প্রাণনাথ তরে ;
কই—কই পাই পূরাতে বাসনা ?
পেয়ে নাহি পাই হায় কি যাতনা !
অরে মত্ত মন, সে অনিত্য আশা
ত্যজে ধৈর্য্য ধর, মুখে ভালবাসা
ধ'রে গৃহ কর, ক'রে পরিণয়,
না থাকিবে আর কলঙ্কের ভয়,
পাবি অনায়াসে পতি কোন জন,
পাবি অনায়াসে অন্ন আচ্ছাদন,
তবে মিছে কেন এত বিবাদ ?
জ্বলিবে না হয় পুড়িয়া পুড়িয়া
পরাণ হৃদয় প্রণয় স্মরিয়া,
সাহারার* মরু তপনে যেমন,
কিম্বা অগ্নিগিরি গর্ভে হুতাশন,
জ্বলে জ্বলে পুড়ে উঠিবে যখন,

* আফ্রিকা খণ্ডস্থ বলাদপ্রসিদ্ধ মরুভূমি।

হৃদয় পাষাণে রাখিব চাপিয়া,
মরিব না হয় মরমে ফাটিয়া,
তবু ত পূরিবে লোকের সাধ।
সুখে থাকে তারা জানে না কেমন
প্রাণের বল্লভ সখা কিবা ধন,
মনের সুখেতে থাকে রে ঘরে
বলিতে বলিতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
চলিল সুন্দরী নয়ন মুছিয়া,
গাহিয়া মধুর মৃদুল স্বরে।

"কেনই থাকিব কিসেরি তরে,
তনু বাঁধা দিয়ে গৃহের ভিতরে ?
কারাবন্দী সম চির-হতাশ্বাস,
কেনই ত্যজিব এমন বাতাস,
এমন আকাশ, রবির কিরণ,
বিশাল ধরণী, রসাল কানন,
প্রাণী-কোলাহল, বিহঙ্গের গান,
সাধের প্রমাদ—স্বাধীন পরাণ ;
কেনই ত্যজিব, কাহার তরে ?
ত্যজিতাম যদি পেতাম তাহায়,
যারে খুঁজে প্রাণ ভুবন বেড়ায়,
যাহার কারণে নারীর ব্যভার
করেছি বর্জ্জন, কলঙ্কের হার
পরেছি হৃদয়ে বাসনা করে !

কোথা প্রাণেশ্বর কই সে আমার,
কিসের কলঙ্ক—সুধার আধার—

সুধার মণ্ডলে সুধার(ই) শশাঙ্ক,
এসো প্রাণনাথ—নহে ও কলঙ্ক,
তোমা লয়ে সুখে থাকি হে কাছে।
তবুও এলে না? বুঝেছি বুঝেছি,
এ জনমে আর পাব না জেনেছি;
যখন ত্যজিব মাটির শিকল,
ভ্রমিব শূন্যেতে হইয়া যুগল,
হরি-হর-রূপে তনু আধ আধ,
তখন মিটিবে মনের এ সাধ,
রবির মণ্ডলে, চাঁদের আলোকে,
কৈলাসশিখরে, শিব ব্রহ্ম লোকে,
বরুণের বারি, পবনের বায়ু,
এই বসুন্ধরা, প্রাণী, পরমায়ু,
হেরিব সুখেতে পলকে ভ্রমিয়া,
আধ আধ তনু একত্র মিশিয়া,
তখন মিটিবে মনের সাধ?—
তখন, পৃথিবী, সাধিস্ বাদ
তুলিস কলঙ্ক যতই আছে।"

মদন-পারিজাত

(একাদশ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদেশে আবেলার্ড নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি তর্কশাস্ত্র অধ্যাপনা করাইয়া প্রভূত যশস্বী হন। অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় ইলইজা নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত কন্যা তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। এই কামিনী অত্যন্ত রূপবতী এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। ক্রমে গুরুশিষ্যের ভাবান্তর হইয়া উভয়ের প্রতি উভয়ের আসক্তি জন্মে, এবং সেই কলঙ্ক দেশমধ্যে প্রচারিত হয়। তাহাতে ইলইজার পিতৃব্য অসহ্য রোষপরতন্ত্র হইয়া ইলইজাকে একটি কন্‌ভেণ্টে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং আবেলার্ডকে ক্ষতদেহ করিয়া অবমানিত করেন। রোমান কাথলিকদিগের মধ্যে সংসারবিরাগী ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী স্ত্রী কি পুরুষগণ যে আশ্রমে বাস করেন, তাহার নাম

কন্‌ভেণ্ট। ইলইজা সেই আশ্রমে অবরুদ্ধ হইয়া বহু কষ্টে দিনপাত করিত। এবং আবেলার্ডও প্রাগুপ্তরূপে অবমানিত হইবার পর সংসারে বিরাগী হইয়া অন্য এক আশ্রমে প্রস্থান করেন। ইঁহাদিগের পরস্পরের প্রণয়ঘটিত উপাখ্যান ইউরোপীয় নানা ভাষায় আছে। আলেকজন্দর পোপ নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী কবি এই উপাখ্যান অবলম্বনে একটি কবিতা লেখেন; তদ্দৃষ্টে "মদন-পারিজাত" নাম দিয়া নিম্নোক্ত কবিতা লিখিত হইয়াছে।)

তাজিয়ে সংসারধর্ম্ম তপস্বিনী হয়েছি,
মায়া মোহ আশা তৃষ্ণা বিসর্জ্জন দিয়েছি।
পরিয়ে বল্কলসাজ কমণ্ডলু করে,
ধরেছি কঠোর ব্রত কানন-ভিতরে।
দিবা সন্ধ্যা, পূজা ধ্যান, দেব-আরাধনা
করি, তবু মনে কেন হয় সে ভাবনা?
যার জন্যে দেশত্যাগী কেন পুনরায়
অশান্ত হৃদয় হেন তারি দিগে ধায়?
কেন রে উন্মাদ মন কেন দিলি তুলে
যে বাসনা এত দিন আছিলাম ভুলে?
জ্বালাতে নির্ব্বাণ-বহ্নি কেন দিলি দেখা
অরে সুধাময় লিপি, দয়িতের লেখা।
আয় তোরে বুকে রাখি বহু দিন পরে
পেয়েছি নাথের লেখা অমৃত অক্ষরে।
এ জগতে ভালবাসা ভুলিবার নয়,
মদনের পারিজাত ব্রহ্মাণ্ড ঘোষয়।
ক্ষমা কর যোগী ঋষি জিতেন্দ্রিয় জন,
ক্ষমা কর সতী সাধ্বী তপস্বিনীগণ।
অয়ি শান্ত সুপবিত্র আশ্রমমণ্ডল,
তরু, বারি, লতা, পত্র যথায় নির্ম্মল,
নিষ্পাপ নিষ্কাম চিন্তা যথায় নিয়ত
পরমার্থধ্যানে মুগ্ধ আনন্দে জাগ্রত,
ক্ষমা কর এ দাসীরে, কলুষ চিন্তায়
কলুষিত করিলাম তোমা সবাকায়।

আসিলাম যবে হেথা করে মহাব্রত,
ভাবিলাম হব শীঘ্র তোমাদেরি মত ;
ধবল শিলার সম স্বেদ-ক্লেদহীন,
ধবল শিলার সম মমতাবিহীন।
কই হলো ? অসাধ্য সে পবিত্র কামনা !
জীবিত থাকিতে, নাথ, যাবে না বাসনা !
অৰ্দ্ধেক দিয়েছি প্রাণ, ঈশ্বর সেবিতে,
অর্দ্ধেক রেখেছি, হায় ! নাথেরে পূজিতে !
অনাহার জাগরণে হলো দেহ ক্ষয়,
তবু দেখ স্বভাবের গতিরোধ নয়।
কাটালাম এত কাল সন্তাপে সন্তাপে,
সে নাম দেখিবামাত্র তবু চিত্ত কাঁপে।
কাঁপিতে কাঁপিতে, নাথ, খুলি এ লিখন।
প্রতি ছত্রে করিতেছি অশ্রুবিসর্জ্জন।
যেখানে তোমার নাম দেখি, প্রাণেশ্বর,
সেইখানে কেঁদে উঠে আমার অন্তর !
কতই আনন্দ আর কতই বিষাদ
আছে ও মধুর নামে কে জানে আস্বাদ।
কত বার ধীরে ধীরে করি উচ্চারণ,
কত বার ফিরে ফিরে করি নিরীক্ষণ।
ফেলি কত দীর্ঘশ্বাস সে সব স্মরিয়ে,
আছি হেথা একাকিনী যে সব ত্যজিয়ে।
যেখানে আমার নাম দেখিবারে পাই,
সেইখানে, প্রাণনাথ, আতঙ্কে ডরাই।
পাছে কোন অমঙ্গল সঙ্গে থাকে তার,
অমঙ্গল-হেতু, নাথ, আমি হে তোমার !
না পারি পড়িতে আর, সহে না হৃদয় ;
শোকের সমুদ্র হেরি চতুর্দ্দিক্‌ময়।
অদৃষ্টে কি এই ছিল, সেই ভালবাসা
এইরূপে হলো শেষ, শেষে এই দশা !

সে যশ-পিপাসা আর সে হেন প্রণয়
পত্রের কুটীরে হলো এইরূপে লয়।
যত পার হেন লিপি লিখ' তবে নাথ,
করিব তোমার সঙ্গে শোক-অশ্রুপাত,
মিশাইব দীর্ঘশ্বাস তোমার নিশ্বাসে,
কাঁদিব তোমার সঙ্গে চিত্তের উল্লাসে;
ঘুচাইতে এ যন্ত্রণা সাধ্য নাই কার,
তাই নিবেদন করি লিখ' যত পার।—
অনাথা দুঃখীর দুঃখ করিতে সান্ত্বনা
হয়েছে লিপির সৃষ্টি বিধির বাসনা।
বুঝি কোন নির্ব্বাসিত পুরুষ প্রেমিক,
অথবা রমণী কোন প্রেমের পথিক,
ঘুচাতে বিচ্ছেদজ্বালা আরাধনা ক'রে
শিখেছিল এ কৌশল বিধাতার বরে।
প্রাণভোরে অন্তরের কথা প্রকাশিতে
এমন উপায় আর নাই এ মহীতে!
নাসা, কণ্ঠ, চক্ষু কিম্বা ওষ্ঠে যাহা নয়,
লিপির অক্ষরে ব্যক্ত হয় সমুদয়।
খুলে দেয় একেবারে প্রাণের কপাট,
ধারে না লজ্জার ধার, থাকে না ঝঞ্ঝাট।
উদয়-ভূধর হতে অস্তাচলে যায়,
প্রণয়ী জনের কথা গোপনে জানায়।
জান ত হে প্রিয়তম! প্রথমে কেমন
সখাভাবে কত ভক্তি করেছি যতন।
জানি নাই প্রথম সে প্রেমের সঞ্চার
ভাবিতাম যেন কোন দেবের কুমার;
ঈশ্বর আপনি যেন স্বহস্তে করিয়া
নির্ম্মাণ করিলা তোমা নিজ রশ্মি দিয়া;
সুধাংশুর অংশু যেন ক'রে একত্রিত,
সহাস্য নয়নে তব করিলা স্থাপিত।

নেত্রে নেত্রে মিলাইয়া স্থিরদৃষ্টি হয়ে
দেখিয়াছি কত বার পবিত্র হৃদয়ে।
গাহিতে যখন তুমি অমর শুনিত,
কি মধুর শাস্ত্রালাপ বদনে স্ফুরিত !
সে সুস্বরে কার মনে না হয় প্রত্যয়—
প্রেমেতে নাহিক পাপ, ভাবিনু নিশ্চয়।
ভক্তি ছিঁড়ে পড়িলাম ইন্দ্রিয়কুহকে,
ভজিনু নাগরভাবে প্রাণের পুলকে।
দেবপুত্র ভাবিতাম, তা হ'তে অধিক
প্রিয়তম হ'লে নাথ হইয়ে প্রেমিক।
তোমা হেন কান্ত যদি মর্ত্ত্যভূমে পাই,
ঋষি হয়ে স্বর্গসুখ ভুঞ্জিতে না চাই।
যে ভাবে অধিক সুখ সে যাক সেখানে,
আমি যেন তোমা লয়ে থাকি এ ভুবনে।
অয়ি নাথ! কত জন, আছে ত স্মরণ,
বলেছিল পতিভাবে করিতে বরণ;
তখনি দিয়াছি শাপ হোক্ বজ্রাঘাত,
পরিণয় সংস্কার যাক্ রে নিপাত।
হাতে সুতো বেঁধে কভু প্রেমে বাঁধা যায়?
বন্ধন দেখিলে প্রেম তখনি পলায়।
স্বাধীন মকরকেতু, স্বাধীন প্রণয়,
না বুঝে অবোধ লোক চাহে পরিণয়।
পরিণয়ে ধন হয়, নাম হয়, যশ,
প্রণয় নহেক ধন বিভবের বশ।
ভূমণ্ডলপতি যদি চরণে আমার
ধ'রে দেয় ভূমণ্ডল, সিংহাসন তার,
তুচ্ছ ক'রে দূরে ফেলি; মনে যদি ধরে
ভিখারীর দাসী হ'য়ে থাকি তার ঘরে।
যে রমণী সে সৌভাগ্য ভুঞ্জে চিরকাল
কত ভাগ্যবতী সেই, হায় রে কপাল!

কিবা সুধাময় সেই সুখের সময়,
সুখের সাগর যেন উচ্ছ্বাসিত হয়।
পরাণে পরাণ বাঁধা প্রণয়ের ভরে,
পরিপূর্ণ পরিতোষ প্রেমীর অন্তরে।
আশার থাকে না ক্ষোভ, ভাষার যোজনা,
হৃদয়ে হৃদয়ে কথা প্রকাশে আপনা।
সেই সুখ—সুখ যদি থাকে মহীতলে—
পারিজাত মদনের ছিল কোন কালে।
 সে সুখের দিন এবে কোথায় গিয়েছে,
কোথা পারিজাত কোথা মদন রয়েছে!
কি হ'ল কি হ'ল হায় এ কি সর্ব্বনাশ,
নাথের দুর্দ্দশা এত, ক'রে নগ্নবাস
কে করিল অস্ত্রাঘাত! কোথায় তখন
ছিল দাসী পারিজাত অভাগী দুর্জ্জন?
সেই দণ্ডে প্রাণনাথ, তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধ'রে
নিবারণ করিতাম পাষণ্ড বর্ব্বরে।
দুজনে করেছি পাপ দুজনে সহিব
লজ্জা করে, প্রাণনাথ, কি আর বলিব।
অশ্রু বিসর্জ্জনে এবে মিটাই সে সাধ;
দগ্ধ বিধি ঘটাইলি ঘোর পরমাদ!
 আনিল আমায় হেথা যে বিষম দিনে,
বসাইল ধরাতলে পবিত্র অজিনে,
পরাইল বৃক্ষছাল দণ্ড দিল হাতে,
ভাব কি সে দিন আমি ভুলেছিনু নাথে?
প্রাণেশ্বর, চারি দিকে ঋষিগণ যত
করে মন্ত্র উচ্চারণ, আমি ভাবি তত
তোমার বদন-ইন্দু, তোমার লোচন,
মনে মনে করি তব গুণেরি কীর্ত্তন;
নয়নের কোণে মাত্র বেদী পানে চাই,
মনে শুধু কিসে পুনঃ ফিরে কাছে যাই।

যৌবন রূপের ঘটা তখনো অতুল,
হেরে চমৎকৃত হ'ল যত ঋষিকুল ;
সংশয়ে বিস্ময়ে ভাবে এ হেন বয়সে,
রমণী ইচ্ছায় কভু আশ্রমে কি আসে ?
সত্য ভেবেছিল তাঁরা মিথ্যা কথা নয়—
যুবতীর যোগধর্ম্ম মিথ্যা সমুদয়।
যাই হোক্, নাই হবে গতি মুক্তি মম
বারেক নিকটে এস অহে প্রিয়তম !
সেইরূপে নয়নের বিষাক্ত অমৃত
করি পান মনসাধে হব বিমোহিত,
অধরে অধর দিয়ে হয়ে অচেতন
মূর্চ্ছাভাবে বক্ষঃস্থলে দেখিব স্বপন।
  না না না, দুরন্ত আশা হও রে অন্তর !
এসো নাথ, ধর্ম্মপথে লও রে সত্বর !
পুণ্যধামে পুণ্যজন যে আনন্দ পায়
শিখাও এ অভাগীরে, স্নিগ্ধ কর কায়।
আহা এই শুদ্ধ শান্ত আশ্রম ভিতরে
কতই পুণ্যাত্মা জীব আনন্দে বিহরে ;
তরু লতা আদি হেথা সকলি নির্ম্মল,
সকলেই ভক্তিরসে সদাই বিহ্বল।
পর্ব্বত-শিখরগুলি সুন্দর কেমন
উঠিয়াছে চারি ধারে মেঘের বরণ ;
শাল, তাল, তমালের তরু সারি সারি
শুনাইছে মৃদু স্বর দিবস শর্ব্বরী ;
সূর্য্যকরে দীপ্ত হয়ে স্রোতকুল যত
শিখরে শিখরে আহা ভ্রমে অবিরত ;
করে কুলু কুলু ধ্বনি গিরিপ্রস্রবণ,
গুহার ভিতরে আহা মধুর শ্রবণ।
সন্ধ্যা-সমীরণে এই হ্রদের উপরে
তরঙ্গ খেলায় যবে কিবা শোভা ধরে।

হেন স্নিগ্ধ তপোবন ভিতরে আমার
ঘুচিল না এ জনমে ইন্দ্রিয়-বিকার।
হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডপতি করুণানিদান,
করুণা-কটাক্ষপাতে কর পরিত্রাণ।
দেও, দেব, দেখাইয়ে মুক্তির আলয়,
ভক্তিভাবে লইলাম তোমারি আশ্রয়।

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী

১

এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী ?
যৌবনের সুখময়ী সুধাতরঙ্গিণী।
এই কি সে করতল শিরীষ-কোমল ?
ধরিতে হৃদয়ে যাহা হয়েছি পাগল।
এই কি সে প্রাণহরা চোরা প্রিয় আঁখি ?
সাধ্য নাহি ছিল যারে ক্ষণে ধরে রাখি।
এই কি রে সেই তনু স্বর্ণ জিনি যার
লাবণ্য ঝরিত অঙ্গে—এই সে আমার ?—
পালঙ্ক উপরে নারী পার্শ্বদেশে বসি তারি
ধীরে কোন প্রৌঢ় জন বলে ;
অলকার কেশগুলি হেরে ধীরে করে তুলি
ঘরে দীপ ধিকি ধিকি জ্বলে।

২

সাধের সামগ্রী যত, সকলি হেথায়
এইরূপে কলঙ্কিত কালের মলায়!
সোনার বিগ্রহে যদি পূজ একদিন,
সেও রে পরশদোষে হয় রে মলিন!
হীরকে কাটিয়া কর চিকণ দর্পণ,
তাতেও কালের ছায়া, কালেতে পতন!

কত শোভা পদ্মদলে জলে যবে ভাসে ;
পরশ বারেক তারে—তারো শোভা হ্রাসে।
সংসারের সুখ-পদ্ম   নারীও শুকায় সন্ত
পুরুষের দরশ পরশে !
বলে আর ফিরে ফিরে   নেহারে নেহারে ধীরে
নারী-আস্থ নিদ্রার সরসে।

৩

প্রবেশি সংসারে যবে—কি সুখের কাল !
প্রকৃতির বুকে যেন সুবর্ণের জাল
যতনে ছড়ান ছিল—জড়ান তাহাতে
কত মোহকর চিত্র নয়ন জুড়াতে !
কিবা নিদ্রা, কি স্বপন, কিবা সে জাগিয়া
সকলি নিরখি বুক উঠিত নাচিয়া ;
ছুটিয়া বেড়াত প্রাণ আশার খেলায়,
ভাবিয়া মানসে এই তরুণী-লতায় !
ভেবেছিনু সমুদয়   পৃথিবীর সুখময়
নব তরু রোপেছি আনিয়া !
সে নবীন তরু এই   হায় রে আমিও সেই
কোথা গেল সে আশা ভাসিয়া !

"কেন নাথ, কেন কেন" বলিয়া তখন
উঠিলা রমণী সেই ত্যজিয়া শয়ন ;
তুলিয়া পরিয়া গলে বিগলিত হার,
বলে "নাথ, হের দেখ এখনও বাহার :
"চারা গাছে পাতা ছিল এবে ফুল তায়
"ফুটেছে কেমন দেখ পাতায় পাতায় ;
"কে বলেছে ফুরায়েছে সে সাধের আশা
"সেই তুমি সেই আমি সেই ভালবাসা !

"মন দিয়ে খেল নাথ ফিরে হবে বাজি মাৎ
সেই খেলা আবার খেলিব ;
"সেই পুঁজি সেই পণ সেই প্রাণ সেই মন
প্রাণনাথ সকলি সে দিব।"

৫

কি দিবি রে পাগলিনি—পাবি সে কোথায় ?
সাধের বাগান ভাঙ্গা চেয়ে দেখ হায় !
ছায়া করে ছিল তাহে যেই দুটি তরু,
বসিতাম তলে যার যবে ভার গুরু,
একটি তাহার হায়, সমূলে ভাঙ্গিয়া
গিয়াছে কোথায় চলে—সঙ্গিনী ছাড়িয়া।
বল্মীকেতে জর জর নীরস শরীর,
সেও হায় গত প্রায় বজ্রাহত শির !
রোপিনু যে এত সাধে ফুলতরু কাঁধে কাঁধে
কটি তরু আছে বল তার ?
কটি বল ফুটে আছে দাঁড়াইলে কার কাছে
সেই ঘ্রাণ ছোটে পুনর্ব্বার !

৬

পাগলিনি কোথা পাবি সে শোভা আবার—
সে ফুলের মধু, বাস, এখন আবার !
"কোথা পাব ? এস নাথ দর্পণের কাছে,
"দেখাই সে শোভা যত, এবে কোথা আছে।
"কেন নাথ, নাই কি হে ?—এই ত সে সব,
"সেই চারু চাঁদমুখ, প্রাণের বল্লভ,
"সেই ত অমিয়মাখা, এখন(ও) তোমার,
"নয়ন, বচন, হাসি—দর্পণ মায়ার !—
"সেই বাহুলতা এই অধরে সে তিল এই
"তখনও যা ছিলে, নাথ, এখনও ত সেই !
"সেই আমি সেই প্রাণ হৃদয়েতে সেই গান
"তখন এখন কই প্রভেদ ত নেই।"

৭

'প্রভেদ কি নাই'—হায় হায় রে কপটী,
দেখ্ দেখি একবার নয়ন পালটি
যৌবনের কুঞ্জবন—কত ছিল তায়
সারি, শ্যামা, শুক, পিক পাতায় পাতায়!
যতনে ডাকিলে কাছে হরিষে আসিয়া,
হৃদয়ে, মাথায়, কোলে পড়িত লুটিয়া ;
এখন(ও) কি সেই পাখী, আছে কি সে সব ?
সেইরূপে কাছে এসে করে কি রে রব ?
কত উড়ে গেছে তার, উড়ু উড়ু কত আর
কত হায় নীরবে বসিয়া,
অসুখে শাখীতে লুটে ডাকিলে আসে না ছুটে
কাঁদে বসি সংগীত ভুলিয়া!

৮

এখন বাজে না আর সে কুহুক-বাঁশী
মোহিনী মায়ার মুখে—সকলি রে বাসি
নিগন্ধ জগতে এবে—নিগন্ধ হৃদয়
বসন্তের বাসশূন্য, ফণীর আলয়!
যা ছিল স্নেহের মণি দিয়াছি বিলায়ে,
এখন ভিখারী—কাঁচ পাই না কুড়ায়ে।
ভেঙ্গেছে, প্রেয়সি, সেই আশার আরসি,
হাসি, কাঁদি, খেলি বটে, তবুও উদাসী।
"তবুও উদাসী নাথ, কর দেখি দৃষ্টিপাত
বারেক এ শিশুর বদন"
ব'লে তুলে আনি সুখে রাখিল স্বামীর বুকে
পুনঃ মায়া-নিগড়ে বন্ধন!

কামিনী-কুসুম

১

কে খোঁজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে ?—
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুমহার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ?
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা শরমে ?—
বঙ্গনারীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

২

কি ফুলে তুলনা দিব, বল, চূতমুকুলে ?
কোথায় এমন স্থল,
খুঁজিলে এ ধরাতল,
যেখানে এমন মৃদু মধু ঝরে রসালে ?
যেখানে এমন বাস
নব রসে পরকাশ,
নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথুলে—
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে ?

৩

মধুর সৌরভময়, ভাব দেখি, চামেলি
ঢালে কি অতুল বাস
ফুল্ল মুখে মৃদু হাস,
তরুকোলে তনু রেখে, অলিকুলে আকুলি !
কি জাতি বিদেশী ফুল
আছে তার সমতুল,
রাখিতে হৃদয় মাঝে ক'রে চিত্তপুতুলি ?—
বঙ্গকুলনারী এর তুলনাই কেবলি !

আছে কি জগতে বেল মতিয়ার তুলনা ?—
সরল মধুর প্রাণ,
সুধাতে মিশায়ে ঘ্রাণ,
ভুলায় মুনির মন নাহি জানে ছলনা ;
না জানে বেশ বিন্যাস,
প্রস্ফুটিত মুখে হাস,
অধরে অমিয়া ধরি, হৃদে পূরি বাসনা—
বঙ্গের বিধবা সম কোথা পাব ললনা !

কে দেয় বিলাতী "লিলি" নলিনীতে উপমা ?
দেশে যে কুমুদ আছে
আসুক তাহারি কাছে,
তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা।
বিধুর কিরণ কোলে
কুমুদ যখন দোলে,
কি মাধুরি মরি তায় কে বোঝে সে মহিমা !—
কোথায় বিলাতি "লিলি" নলিনীর উপমা !

কি ফুলে তুলনা তুলি বল দেখি চাঁপাতে ?
প্রগাঢ় সুবাস যার
প্রেমের পুলকাগার,
বঙ্গবাসী রঙ্গরসে মত্ত আছে যাহাতে।
কোথায় ঈরানী "গুল"
এ ফুলের সমতুল ?
কোথা ফিঁকে "ভায়োলেট" গন্ধ নাহি তাহাতে-
কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল চাঁপাতে ?

৭

কতই কুসুম আরো আছে বঙ্গ-আগারে–
মালতী, কেতকী, জাঁতী,
বাঁন্ধুলি, কামিনী, পাঁতি,
টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে।
কে করে গণনা তার—
অশোক, কিংশুক আর,
কত শত ফুলকুল ফোটে নিশিতুষারে—
সুধার লহরীমাখা বঙ্গগৃহ মাঝারে!

৮

কিবা সে অপরাজিতা নীলিমার লহরী!—
লতায়ে লতায়ে যায়,
ভ্রমরে তুষি সুধায়,
লাজে অবনত-মুখী, তনুখানি আবরি।
তাই এত ভাল বাসি
মেঘেতে চপলা হাসি—
কে খোঁজে রে প্রজাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী?-
মরি কি অপরাজিতা নীলিমার লহরী!

৯

এ মাধুরী, সুধারস কোথা পাব কুসুমে?
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুমহার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে?
কোথা হেন শতদল,
হৃদে পূরি পরিমল,
থাকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাখা শরমে—
বঙ্গনারীপুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে?

ভুষানল

"কে তুমি বসিয়া এই বটমূলে,
উতল নয়ন, উদাস বেশ ?
অহে বৃদ্ধ নর জীর্ণ কলেবর
কোথায় জনম, কোথায় দেশ ?
এ মধু-বাসরে সুখের বসন্তে
না হেরিছ চোখে বসন্ত-খেলা,
না হেরিছ আহা নবীন তরুণ
কিসলয়-মাঝে বিহঙ্গ-মেলা !
না শুনিছ মরি কিবা সুললিত
মধুর কূজনে পূরিছে বন !
কিবা কুহুস্বরে ডাকিছে কোকিল
অতুল আনন্দে আকুল মন !
মলয়েতে মাতি ভ্রমে কত সুখে
আজি এ বসন্তে কতই লোক ;
নাহি কি তোমার দারা সুত কেহ
নিকটে রাখিয়া জুড়াতে শোক ?
আজি বসুন্ধরা হাসিছে হরিষে
ভাসিছে আনন্দে ভারতভূমি
কি শোক-হুতাশে বসিয়া একাকী
বিরলে এখানে কাঁদিছ তুমি ?"
বলিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াই,
অমনি সহসা প্রসারি কর,
পাষাণ জিনিয়া কঠিন অঙ্গুলি
রাখিল আমার স্কন্ধের 'পর ।
শিরেতে জটিল শ্বেতবর্ণ কেশ
তুষার যেমন কিরণময়,
প্রদীপ্ত প্রশস্ত ললাট-উপরে
জ্বলন্ত পাবক নয়নদ্বয় !

"আমার কাহিনী শুনিবে বিদেশি,
জানিবে কেন এ বিরলে বাস ?
অহে যুবাজন দাঁড়াও ক্ষণেক
শুন তবে কেন হৃদে হুতাশ।"
বলিল গম্ভীর বচনে সে প্রাণী,
কটাক্ষে বাঁধিয়া কটাক্ষ মম;
বচন-লহরী শ্রবণ-কুহরে
পশিল জ্বলন্ত শলাকা সম।
কহিল "সুরভি বসন্ত সেদিন,
এমনি শীতল পবন ছুটে;
হাসিয়া হাসিয়া সুবাস ছড়ায়ে
এমনি সোহাগে কুসুম ফুটে;
এমনি মধুর মৃদুল হিল্লোল
সরোবর-নীরে নাচিয়া ধায়,
চারু তরুচ্ছায়া এমনি সুন্দর
সলিলে পড়িয়া শাখা দুলায়।
অপরাহ্ণ দিবা, বেড়াই সেদিন
ভ্রমিয়া নগর নগর-তল,
শুনি প্রাণ ভোরে প্রাণি-কোলাহল,
যৌবন আশ্বাসে হয়ে বিহ্বল;
সুখে নিমগন সকলেই হেরি,
সুখে নিমগন আমার(ও) প্রাণ,
বেড়াই আনন্দে জনমভূমিতে
ভাবিয়া ভূতলে অতুল স্থান।
ক্রমে সন্ধ্যাকাল ঢাকিল মেদিনী
আকাশে পড়িল নিশির ছায়া,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে সে মৃদু তিমিরে
নিরখি অপূর্ব্ব রমণী-কায়া—
করেতে ধারণ রতন-মুকুট
ভাঙ্গিয়া পড়েছে শিখরভার,

চারু কণ্ঠমূলে ছিন্ন কণ্ঠমালা
মাণিক্য মুকুতা ঝরিছে তার ;
ঝুলিছে আঁচল ভূমিতে লুটায়ে,
সহস্র চীরেতে ঝরিছে ধূলি,
কপালে পদাঙ্ক নেত্রে জলধারা,
বিশাল কবরী পড়েছে খুলি ;
এখন(ও) পূর্ব্বের যৌবনের তেজ
ফুটিছে আননে মৃদু ছটায়,
এখন(ও) অসীম মাধুরী অঙ্গেতে
নয়ন জুড়ায়ে প্রকাশ পায়।
'তনয়' বলিয়া আসিয়া নিকটে
স্নেহেতে আমায় করিল কোলে,
'বাছা এ দুখিনী ভারত-জননী'
বলিল অমৃত মধুর বোলে,
'বাঁচাও আমারে আর নাহি পারি
সহিতে যাতনা হৃদয় ফাটে ;

* * * *

* * *

ছিল আগে আশা এখন(ও) বাঁচিয়া
আছয়ে আমার অপত্যগণ,
এখন(ও) সবল শিরাতে তাদের
আর্য্যের শোণিত করে ভ্রমণ।
বৃথা কি সে আশা ? মিছা কি রে তবে ?
নাহি কি আমার কুমার-মাঝে
নাহি কি রে হেন কেহ এক জন
মা'র কষ্ট যার হৃদয়ে বাজে ?
কেহ কি রে নাহি এ বিপুল দেশে
এখন(ও) যেখানে আর্য্যের বেণু,
প্রতিধ্বনি করে শিলায় শিখরে,
পবিত্র যাহার প্রত্যেক রেণু ;

নাহি যেথা স্থান বারি, তরু, গিরি,
নিরখিলে যার হৃদয়-মাঝে,
আর্য্য বেণুধ্বনি শ্রবণ বিদারি
পরাণ বিন্ধিয়া হৃদে না বাজে ;
পরশে যাহার প্রতি রেণুভাগ,
শরীর মানস পবিত্র হয়,
প্রভাত, মধ্যাহ্ন নিশীথে যেখানে
অপূর্ব্ব সঙ্গীত-নির্ঝর বয়—
কাপুরুষ তারা তেয়াগি পৌরুষ
জগতে যাহারা বাঁচিতে চায় ;
জীবের আরাধ্য জীবন লভিতে
সহস্র জীবন বিনাশ পায় ।
নাহি কর ভয় অহে আর্য্যসুত
পিতৃপদচিহ্ন ভারত-অঙ্গে
রয়েছে অঙ্কিত নিরখিয়া চিহ্ন
হও অগ্রসর উৎসাহ-রঙ্গে ;
তব পিতৃকুল অসাধ্য সাধন
করি যুগে যুগে স্থাপিল পথ,
স্থির নাহি রহ হও অগ্রসর
পূরাও তাঁদের আশা মহৎ ।
এ রঙ্গভূমিতে যে নারে ছুটিতে
তেয়াগি জীবন-সঙ্কটভয়,
সে নহে পুরুষ জীবের জঘন্য,
জীবন থাকিতে জীবিত নয় ।
হে ভারত-সুত ভেবো সার কথা
সমাজ-শিখরে দিনেক বাস,
সেহ শ্রেয়স্কর জিনি যুগকাল
সমাজ-অরণ্য-মাঝে প্রবাস—
কাপুরুষ তারা তেয়াগি পৌরুষ
জগতে যাহারা বাঁচিতে চায়,

জীবের আরাধ্য জীবন লভিতে
সহস্র জীবন বিনাশ পায়।
বৃথা কি রে হায় বৃথা কি এ রব
নিয়ত প্রবেশে শ্রবণ-মূলে ?
বৃথা কি ভ্রমিনু এত কাল তবে
কাঁদিয়া ডাকিয়া ভরতকুলে ?
বৃথা কি রে তবে রুধির-তরঙ্গে
গেল ধৌত করি ধরণীতল
মম পুত্রগণ এ পুণ্যভূমিকে
করিতে এ হেন নরকস্থল ?
হে কমলযোনি, আমার কপালে
এই যদি আগে লিখিয়াছিলে,
তবে কি কারণ নৃসিংহরূপীকে
হিরণ্যকশিপু বধিতে দিলে ?
কেন দেবগণ দিয়া নিজ তেজ
সাজালে মহিষমর্দিনী বালা ?
কেন নারী হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী
সহিলা নিশুম্ভ-সমর-জ্বালা ?
কেন নাহি দিলে রামের সীতায়
গৃহিণী হইতে রাবণ-ঘরে ?
এ দণ্ড-মুকুট এ রত্ন-ভাণ্ডার
রাখিলে হে বিধি কাহার তরে ?'
বলিতে বলিতে গলিতাশ্রুমুখী
কাতরে চাহিয়া আমার মুখ,
নিক্ষেপি অন্তরে রতনের দণ্ড,
কিরীট আছাড়ি প্রহারে বুক।
সেই দিন হতে ভ্রমি দেশে দেশে
দিবস-শর্ব্বরী বিরাম নাই,
ভারত-ভূমিতে জননী-যন্ত্রণা
অন্তরে ভাবনা কিসে ঘুচাই।

যাই দেশে দেশে নগর নগরী,
অটবী অচল যেখানে যাই,
'জননী' বলিলে অমনি কে যেন
সম্মুখে দাঁড়ায়ে দেখিতে পাই—
ভীম কলেবর ভীষণ ভ্রূকুটি
ইঙ্গিতে অঙ্গুলি ওষ্ঠেতে তুলি,
হুতাশনময় দানব-দম্ভোলি
হৃদয়-উপরে রাখয়ে খুলি ;
না পারি সহিতে সে বিষম তেজ
অন্য কোন দিকে ছুটিয়া যাই,
আবার সম্মুখে সেই ভীমকায়
দুর্জ্জয় পুরুষ দেখিতে পাই ;
হয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হারাইয়া জ্ঞান
শতদ্রু-সলিলে পশিতে চাই,
বিকট-মূরতি পুরুষ সে জন
নিবারি তর্জনী ধীরে হেলাই,
করিয়া গর্জ্জন কহিল 'বাতুল,
আত্মঘাতী হয়ে কি ফল পাবি ?
দিব মন্ত্র কানে সাধনেতে যার
যাতনার জ্বালা ভুলিয়া যাবি ।
সেই মন্ত্র জপ কর কিছু কাল
পারিবি আবার পুরাতে সাধ,
জননী বলিয়া ডাকিয়া আনন্দে,
ঘুচাতে তাহার চির-বিষাদ ;
সে ভগ্ন কিরীটে নূতন মাণিক
পরাইতে পুনঃ পাবি অশেষ,
পাবি রে নির্ভয়- হৃদয়ে বলিতে
এই সে ভারত আমার দেশ ।'
দিল মন্ত্র কানে, শিখিনু যতনে
তাঁর দেশী ভাষা স্বদেশী ছাড়ি,

কত আশালতা কত সুখবীজ
পরাণ হইতে ফেলি উপাড়ি।
হলো কত কাল জপি সেই জপ
তবু আরাধনা নাহিক ফলে,
আরো সে দ্বিগুণ হুতাশে এখন
বাসনা-ইন্ধন হৃদয়ে জ্বলে ;
ছিল আগে আঁটা প্রাণের কপাট
কিরণ প্রবেশ না হ'ত তায়—
শরীর দুর্ব্বল মানসে আগুন
গুরুবীজমন্ত্রে পরাণ যায়।
কেন সুধামাখা সেই হলাহল
অবোধ হইয়া করিনু পান,
না পারি ভুলিতে জ্ঞান-সুধাস্বাদ,
বাসনা-বিষেতে শুকায় প্রাণ।"
বলিয়া প্রাচীন ছাড়িয়া নিঃশ্বাস
যুবারে চাহিয়া কহে তখন—
"কেন নাহি হাসি এ সুখ-বসন্তে
শুনিলে বিদেশী যুবা এখন ?
জানি হে হাসিতে শুন রে বালক,
হাসিবার দিন যখন হবে,
ভারত-কিরীটে নূতন মাণিক
আনন্দে আবার পরাবে যবে,
বৃটন সহায় অন্তরে অভয়
হইব যখন হাসিব তবে।"

কবিতাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

"The soul is dead that slumbers."

Longfellow.

কাশী-দৃশ্য

অই দেখ বারাণসী বিরাজিছে গগনে—
বিশাল সলিলরাশি
সম্মুখে চলেছে ভাসি,—
জাহ্নবী-কোলেতে যেন হাসিতেছে স্বপনে।

শোভিছে সলিল-কোলে সারি সারি সাজিয়া
শত-সৌধ-চূড়া-মালা—
কপালে কিরণ ঢালা,
স্তম্ভ'পরে স্তম্ভথর,
গবাক্ষ গবাক্ষ'পর,
কাঁধে কাঁধে বাঁধা যেন শূন্যদেশ যুড়িয়া।

উঠেছে সলিল-গর্ভে বারিদর্প নিবারি
কত শিলাময় মঠ,
কত অট্টালিকা পট,
জঙ্ঘা, কটি, স্কন্ধদেশ অর্দ্ধনীরে প্রসারি।

শোভিছে পাষাণময়ী কাশী হের সোপানে—
শিলা-বাঁধা স্থলে জলে
সোপানের বেণী চলে,
ঊর্দ্ধদেশে সৌধশ্রেণী,
নিম্নে সোপানের বেণী
চলেছে সলিলকূলে সরীসৃপ বিধানে।

না উঠিতে রবিচ্ছবি প্রাচীতের আকাশে,
কলরবে কলকল্
করে জাহ্নবীর জল ;
দিগন্তে সে কলরব উঠে নিশি-বাতাসে।

প্রাণিময় যেন কূল নরদেহে চিত্রিত।
ঘাটে ঘাটে ছত্রতলে
পথে, মঠে, স্থলে, জলে,
কত বেশে নারী নর
আসে যায় নিরন্তর,
কোলাহলে কাশী যেন দিবানিশি জাগ্রত।

অই দেখ উড়িতেছে "মাধোজীর ধরারা,"
শূন্য ভেদি কাছে তার
অই দেখ উঠে আর
দ্বিচূড়া* মস্‌জীদ্ অই, আলম্‌গীর পাহারা †

অই দিল্লীশ্বর-ছায়া—তলে এই নগরী,
এই উচ্চ শিলা-ঘাট
এই পাহাড়ের পাট,
শতচূড়া অট্টালিকা,
ক্ষুদ্র যেন পিপীলিকা,
অগাধ সলিলে কিম্বা ক্ষুদ্র যেন সফরী!

হের হে দক্ষিণে তার আজো বর্ত্তমান
হিন্দুর উন্নতিছায়া
মানমন্দিরের কায়া,
মানসিংহরাজকীর্ত্তি—খ্যাত সর্ব্ব স্থান;

* বস্তুতঃ চারিচূড়া, কিন্তু দুইটিই অত্যুচ্চ, দূরলক্ষ্য, এবং সহসা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

† দুর্দ্দান্ত মোগল সম্রাট্ আওরাংজীব কাশীর অনেক হিন্দু মন্দির বিনষ্ট করিয়া তাহার স্থলে মস্‌জীদ্ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই একটি প্রধান মস্‌জীদ্ এখনও দেদীপ্যমান আছে। ঐ স্থানে পূর্ব্বে হিন্দুদিগের এক মন্দির ছিল। মস্‌জীদের অতি নিকটে এক্ষণে আর এক মন্দির স্থাপনা হইয়াছে; তাহাকে "মাধোজীর ধরারা" বলে। যেখানে এখন মস্‌জীদ্, পূর্ব্বে ঐখানে মাধোজীর ধরারা ছিল, সে জন্য কেহ কেহ ঐ মস্‌জীদ্‌কেই মাধোজীর ধরারা বলিয়া পরিচয় দেন।

অঙ্কিত কতই রূপ দেহেতে উহার
গ্রহাদি নক্ষত্রগতি
গণনার সুপদ্ধতি,
গ্রহণ-অয়ন-চক্র
পূর্ণ খণ্ড রেখা বক্র,
ভারতের "গ্রীন্ উইচ্" অই আগেকার।

পড়েছে সূর্য্যের আলো সুবর্ণের কলসে,
ঝকিছে দেখ রে তায়
যেন সূর্য্য শত-কায়,
সুবর্ণমণ্ডিত-চূড়া দেউলের পরশে!

কাশীমধ্যস্থলে অই সুবর্ণের দেউটি—
অই বিশ্বেশ্বর-ধাম,
ভারতে জাগ্রত নাম,
হিন্দুর ধর্ম্মের শিখা,
অই মন্দিরেতে লিখা,
অনন্ত কালের কোলে জ্বলে অই দেউটি!

এ দিকে নদীর পারে বৃক্ষরাজি উপরে
অর্দ্ধ বপু ঊর্দ্ধ ক'রে
যেন বায়ুস্তর ধ'রে
দুর্গা-মন্দিরের চূড়া* বিরাজিছে অন্তরে;

চলেছে তাহার তলে বনরাজি-কালিমা
শূন্য-কোলে রেখা মত,
তরুশ্রেণী সারি যত—
স্বভাবের চিত্রকরা,
স্বভাবের শোভাধরা,
হরিত বরণে ঢাকা স্বভাবের প্রতিমা।

* রামনগরের দুর্গামন্দির।

উঠেছে অদূরে তার দ্রবময়ী-সলিলে
স্তূপাকার সৌধরাশি—
যেন সলিলেতে ভাসি ;
কোলেতে গঙ্গার মূর্ত্তি নিন্দা করে ধবলে।

পুরাণের ব্যাসকাশী ছিল অই ভুবনে,
অই চইতের গড়,*
বুরুজ-গম্বুজ-ধড়
সুদৃঢ় প্রস্তরে ঢাকা,
ব্যাসমূর্ত্তি চিত্রে আঁকা,
কাশীরাজ নিকেতন অই "সিংহ"-ভবনে।

হে দুর্গে দুর্গতিহরা কাশীশ্বর-গৃহিণী—
ভিখারী শিবের তরে
স্থাপিলে কি মর্ত্ত্য'পরে
এ সুন্দর বারাণসী, ওগো শিবমোহিনী ?

বিশাই গঠিলা কিনা জানি না এ নগরে,
দেখি নাই ফ্রাঁসীপুরি
"পারিস্"—ধরাসুন্দরী ;
কিন্তু যা দেখেছি চক্ষে
এ ভুবনে—কারো বক্ষে
এত শোভা দেখি নাই—নিন্দা করে ইহারে

যাই থাক্ তব মনে, হে নগেন্দ্রবালিকে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব,—
একত্র করিলা ভব
কাশীতলে দয়াময়ী দীনদুঃখী-পালিকে।

* কাশীরাজ চইৎ সিংহ লাট ওয়ারিন্ হেষ্টিংসের শাসনকালে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সমগ্র অনুচরবর্গ-পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ ভবন এই গড় পরিত্যাগ করিয়া যান। এই কেল্লা বর্ত্তমান কাশীরাজের নিকেতন।

হিমাদ্রি ভূধর হ'তে কুমারিকা ভিতরে
নাহিক এমন প্রাণী,
হেন জাতি নাহি জানি,
কি বাণিজ্য ব্যবসার
ভক্তি মুক্তি কি বিদ্যার
আশা ক'রে যে না আসে অন্নপূর্ণা-নগরে।

আমিও ভিখারী এই ভবরাজ্য ভিতরে,
কে দিবে আমারে ভিক্ষা—
পাব কি আমার দীক্ষা
প্রবেশিলে অই পুরে অর্দ্ধদগ্ধ অন্তরে?—
দু'ধারে বরুণা, অসি,
অই কাশী—বারাণসী,
বিরাজে গঙ্গার কূলে ধ্বজা তুলে অম্বরে।

শিশুর হাসি

কি মধু-মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে!
স্বর্গেতে আছে কি ফুল
মর্ত্ত্যে যার নাহি তুল,
তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিলে সৃজন?

সৃজিলে কি নিজ-সুখে?
কিম্বা, বিধি, নরদুখে
মনে ক'রে,—ও হাসিটি করেছ অমন?

জানি না তুমিই কি না আপনি ভুলিলে
সৃজনের কালে, বিধি?
গড়েছ ত এত নিধি,
উহার মতন, বল, কি আর গড়িলে?

নবনীর সর ছাঁকা,
সুন্দর শরত-রাকা,
তরুণ প্রভাত কি হে কোমল অমন ?

কারে গড়েছিলে আগে,
কারে বেশি অনুরাগে
সৃজন করিলে, বিধি, সৃজিলে যখন ?

ফুলের লাবণ্য বাস
অথবা শিশুর হাস,
কারে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ !

ছিল কি হে নরজাতি-সৃজনের আগে
এ কল্পনা তব মনে ?
অথবা শশি-কিরণে
গড়িলে যখন—এরে গড় সেই রাগে ?

দেখায়ে ছিলে কি উটি সৃজিলে যখন
অমৃত-পিপাসু দেবে ?
কি বলিল তারা সবে,
দেখিল যখন অই হাসিটি মোহন ?

অমৃত কি, অহে বিধি, ভাল ওর চেয়ে ?
তবে কেন ছাড়ে তারা
সুধা-অন্ধ দেবতারা—
অমৃত অধিক মধু ও হাসিটি পেয়ে ?

কিম্বা চেয়েছিল তারা, তুমিই না দিলে ;
দিয়াছ এতই, হায়,
চিরসুখী দেবতায়,
দুঃখী মানবের তরে ওটুকু রাখিলে ?

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন
কে না ভোলে, কে না চায়
আবার দেখিতে তায় ?
একমাত্র আছে অই অখিল-মোহন—

জাতি দেশ বর্ণভেদ, ধর্ম্মভেদ নাই
শিশুর হাসির কাছে,
সবি প'ড়ে থাকে পাছে,
যেখানে যখনি দেখি তখনি জুড়াই।

নাহি পর, আপনার, নাহি দুঃখ সুখ,
দেখিলে তখনি মন
মাধুরীতে নিমগন,
কি যেন উথলি উঠে পূর্ণ ক'রে বুক।

আয় আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়ে
অই স্বরগের উষা,
অই অমরের তৃষা
তুলিয়া হৃদয়ে—দে রে মানবে ভুলায়ে।

হে বিধি, নিয়াছ সব, করেছ উদাসী,
এক হৃদয়ের আলো
উহারে ক'রো না কালো,
অতুলনা দীপ উটি—নিও না ও হাসি।

চাহি না শীতল বায়ু, মুকুল-অমিয়,
চন্দ্রকর বারি-কোলে
নাচিয়া নাচিয়া দোলে,
তাও নাহি চাই, বিধি,—ও হাসিটি দিয়।

ভাস্ রে চাঁদের কর—হাস্ রে প্রভাত,
ডাক্ পাখি প্রিয় স্বরে
দোল্ পাতা ঝুরে ঝুরে
পিঠে করি প্রভাকর-কিরণ-প্রপাত্ ;

উঠুক্ মানব-কণ্ঠে ললিত সঙ্গীত,
বাজুক্ "অর্গান," বাঁশী,
তরল তালের রাশি
ছুটুক্ নর্ত্তকী-পায় করিয়া মোহিত ;—

কিছুই কিছুই নয়
ও হাসির তুলনায় ;
জগতে কিছুই নাই উহার মতন।

কি মধুমাখানো বিধি, হাসিটি অমন
দিয়াছ শিশুর মুখে ?

গঙ্গার মূর্ত্তি*

শ্বেতবরণা শ্বেতভূষণা
কাহার রচিতা মূরতি অই ?
চন্দ্রবিভাস বদনমণ্ডলে
করপূরে যেন শশী খেলই।
শান্ত নয়নে শান্তি উথলে,
ওষ্ঠ অধরে হিঙ্গুল রাগ,
শঙ্খ-লাঞ্ছিত শুভ্র কণ্ঠেতে
ঈষৎ রেখাতে ত্রিবলিদাগ,
দক্ষিণ বামেতে ঊর্দ্ধ দ্বিভুজ
স্বর্ণকলস কমল তায়,

---

* রামনগরে কাশীরাজের ভবনে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত একটি সুন্দর গঙ্গার মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

অধঃ দুই ভুজে দক্ষিণ বামেতে
করতলে ধৃত বর অভয়,
রক্ত-রাজীব চরণ-প্রতিমা
শুভ্র মকরে আসীনা সুখে,
শান্ত-নয়না শান্ত-বদনা
প্রসাদ-প্রতিমা শরীরে মুখে।—
কে তুমি বরদে বরাঙ্গধারিণী ?
কোথা হ'তে এলে মরত'পরে ?
কেন গো বসিয়া ওভাবে ওখানে
কাহারে দিতেছ অভয় বরে ?
আছ কত কাল এ মর-ভবনে,
কিরূপে কোথায় পাতকী তার ?
জীয়ন্ত-জীবনে যে জ্বালা পরাণে
সে জ্বালা তুমি কি জুড়াতে পার ?
পরকালে যদি পাতকী তরাবে,
তবে কেন এলে অবনী'পরে,
কত পাপী-প্রাণ পাপের জরাতে
ধরাতে তাপিয়া জরিয়া মরে !
মানবের ব্যথা ব্যথে কি ও হৃদি ?—
তবে কেন এত প্রশান্ত মুখ ?
দেবের পরাণে পশে কি কখনও
কলুষে তাপিত মানব-দুখ ?
বল গো বরদে, বল গো সে কথা,
হৃদয়-মণিতে গাঁথিয়া রাখি ;
না জানি কখন শমন ডাকিবে
কখন উড়াবে পরাণ-পাখী।
সান্ত্বনা বিলাতে দেবের সৃজন,
না যদি বলিবে—কিরূপে তবে,
চপল-হৃদয় মানব-মণ্ডলী
পাপের পীড়নে ধরাতে রবে ?

কেন নিরুত্তর ? হে বর-বর্ণিনি,
পীড়িত প্রাণীরে নিদয়া হও ?
বল-বল যেন মুখের ভঙ্গিমা,
তবু কেন মৌন ধরিয়া রও ?
অথবা তুমি সে কেবলি পাষাণ—
অসাড় অহৃদি মমতাহীন,
বারি বায়ু মত সদা অচেতন
জান না চেতন প্রাণীর ঋণ।
কিবা সে এখন কালের প্রভাবে
অজীব হয়েছ—অজীব যথা
সৌন্দর্য্যভূষিত শরীরী-পরাণী
দেহেতে জড়ালে বিনাশলতা।
মৃত যদি তুমি তবে কেন এত
ও মুখমণ্ডলে লাবণ্য মাখা—
এখনও যেন সে জীবন-চন্দ্রমা
সর্ব্ব অঙ্গথরে করেছে রাকা।
নাহি কি তোমার স্মৃতির ধারণা ?
নাহি কি তোমার বিনাশগতি ?
ভূত-কাল-ছায়া নাহি কি পরাণে—
নাহি কি তোমার ভবিষ্য-রাতি ?
হায় রে পাষাণি, পারিতাম যদি
দিতে এ পরাণী ও দেহ-মাঝ,
জানিতে তা হ'লে এ ভবমণ্ডলে
কিবা সে পার্থিব মানব-রাজ্।

চিন্তা

হে চিন্তা, উদয় তোর
কেন রে ?
কি হেতু মানব-মনে
এসো যাও ক্ষণে ক্ষণে
হেন রে ?
কোথা হ'তে এসো, বল, ফিরে কোথা যাও ?
মানব-হৃদয়ে তুমি কতই খেলাও।
খেলায় দামিনীলতা আকাশে যেমন—
চকিত মেঘের কোলে চিকণ বরণে দোলে—
মানবের হৃদিতলে তুমিও তেমন।

কি খেলা খেলাতে এসো, কি খেলায়ে যাও ?
খেলা সাঙ্গ হ'লে পুনঃ কোথায় লুকাও ?—
লুকাতে কতই যেন আনন্দে মগন !
বালক বালক সনে খেলে যথা প্রীত মনে,
তুমিও মানব-মনে খেলাও তেমন।

এই আছ, এই নেই, ফিরে ক্ষণকাল
ঈষৎ চঞ্চল-ভাবে থাকিয়া আড়াল,
চুপি চুপি দেখা দিয়ে চঞ্চল করিয়া হিয়ে
আবার লুকাও কোথা তব লীলা-জাল !

দেখাও কতই রঙ্গ লহরী তুলিয়া,
কত বেশে দেখা দাও ভুলায়ে ভুলিয়া।
উধাও গগন-কোলে উঠিয়া কখন
সঙ্গে করি লয়ে চল দেখাও কত উজ্জ্বল
কতই নক্ষত্র-মালা—কতই ভুবন।

এই দীপ্ত প্রভাজালে জড়িত করিয়া
অমন্ত হৃদয়ক্ষেত্র অনন্তে তুলিয়া,
দেখাও কতই লীলা—কতই লহরী
তপনের সঙ্গে সঙ্গে ভুবন ঘুরিয়া রঙ্গে,
কত ভঙ্গিমার ভঙ্গে, হে চিন্তা সুন্দরী।

আবার ধরণীধামে নামায়ে, চপলে,
ঘুরায়ে পৃথিবীময় সাগর অচলে
কত রূপ ধরি, চিন্তা, কর রে ভ্রমণ—
নগর তটিনী বন কান্তার মরু ভুবন
চিত্রিত করিয়া চিত্তে, কর রে রঞ্জন।

নিশাকালে পুনরায় উল্লাসে অবশা
নিদ্রাগত ভাববৃন্দে জাগায়ে সহসা
বিরাজ হৃদয়ক্ষেত্রে, ওলো সুরঙ্গিণি,
কখনও উজ্জ্বল হাস, কখনও বা পরকাশ
ভয়ঙ্করী কালিমায়—ঘোর কলঙ্কিনী।

কখনও বা দিবাভাগে জাগ্রত-স্বপনে
সজ্জন-পদাঙ্ক-রেখা লিখিয়া কিরণে
আনন্দে নাচায়ে মন, ছুটিয়া বেড়াও—
তখনি মুছিয়া তায় কুপথের দোলনায়
ইন্দ্রিয়-খেলনা ল'য়ে আনন্দে খেলাও।

কখনও নৃপতি ভাবে বসাও আসনে,
কখনও সুযশমাল্য সহাস্য বদনে
গ্রীবাতে পরায়ে দেও—পুনঃ কতক্ষণে
সঙ্গে করি নিরাশায় ধীরে ধীরে পায় পায়
আসিয়া দেখাও ভয়, ওলো কুলক্ষণে।

কখনও সহসা আসি হও লো উদয়
লইয়া শাসন-নীতি নানা লীলাময়,

কভু ভবিষ্যের পট প্রসারিত রয়
উৎসুক নয়ন-পথে, তোল কত মনোরথে—
জড়িত কতই আশা, কত খেদ ভয়।

কার রাজ্য, কেন হয়, কিসে হয় যায়,
উদয় অস্তের গতি কিরূপ কোথায়,
কতবার কাণে কাণে শুনাইলে, হায়,
হে চিন্তা তরঙ্গবতী, মানবের দুঃখ-গতি
ফেরে না কি, ফিরাইলে নূতন প্রথায় ?

কত জ্ঞান, ও সুন্দরি, খেলার ভঙ্গিমা—
কত নৃত্য বাদ্য গীত, কতই রঙ্গিমা—
ভুলাতে ধর গো তুমি কতই মহিমা।
এই আপনার তরে পরাণে কেমন করে,
আবার হৃদয়ে পরে পরের প্রতিমা।

শুধু কি আমারি চিত্তে এরূপে খেলাও,
কিম্বা সকলেরি মন এমনি ভুলাও
বাঁধি সূক্ষ্মতম ডোরে—হাসাও, কাঁদাও ?
বল লীলাময়ি, চিন্তে, সবারি কি মন-বৃন্তে
এমনি ভাবনা-ফুল নিয়ত ফুটাও ?

অন্ধকারে আততায়ী লুকায়ে যখন
আপন নিরীক্ষ্য জনে করে দরশন,
যখন সে ভীম অস্ত্র করে উত্তোলন,
তখনও কি তার মনে থাক তুমি সেই ক্ষণে,
শুনাও তাহার কাণে তোমার ক্রন্দন ?

কি বলো, রে চিন্তা, তুমি তাহার শ্রবণে
নন্দন শুইয়া যার মৃত্যুর শয়নে

হেরে পিতা-মাতা-মুখ—যেন বা স্বপনে।
কি বলো রে সে পিতায়, সে মায়েরে কি প্রথায়
দেখা দেও, বহুরূপি, কি রূপ ধারণে?

কি রূপে বা দেখা দেও নবীন প্রণয়ী
দম্পতি নিকটে তুমি—যবে মায়াময়ী
সুখের লহরী চলে মৃদু মন্দ বহি!
অথবা নিকটে যবে শিশু আসে হাস্যরবে,
হে চিন্তা, তখন তুমি কিবা লীলাময়ী?

অনন্ত আকাশ-প্রায় অনন্ত রে তুই
রে চিন্তা;
অকূল কালের মত বহ তুমি অবিরত,
আদি কোথা, অন্ত কোথা, কে জানে রে তোর,
রে চিন্তা?

জানি না রে কত কাল ধরার সৃজন,
জানি না কতই যুগ মনুষ্যজীবন
চলেছে এ ধরাতলে—কিরূপে কেন বা চলে;
জানি কিন্তু, চিন্তা, তুই করিস ভ্রমণ

এইরূপে চিরকাল, মনের মন্দিরে,
হাসায়ে কাঁদায়ে রাজা, কিবা সে বন্দীরে;
না জানিস্ জাতিভেদ না মানিস্ বেদাবেদ
কাফর্, মোগল, হিন্দু সবে তোর বন্দী রে!

কালাকাল নাহি তোর, স্থানাস্থান-জ্ঞান,
পৃথিবী, পর্ব্বত, নদ, আকাশ, গীর্ব্বাণ,
সকলি আশ্রয় তোর, নিশি সন্ধ্যা দিবা ভোর
চপলার মত খেলা—প্রদীপ্ত—নির্ব্বাণ!

হে চিন্তা,
কৈকেয়ী নিকটে যবে আসি দশরথ
পূর্ণ কৈলা সত্যব্রত পূরি মনোরথ,
ছিন্ন করি মায়াদামে অরণ্যে প্রেরিলা রামে—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন !

কৃষ্ণের মায়ার জালে পাণ্ডবমহিলা
সভাতে আইলা যবে ভীতা লজ্জাশীলা,
ফেলিলা নেত্রের জল কাঁদায়ে পাণ্ডবদল—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন !

যখন "কার্থেজ্"-ভস্মে বসি "মেরায়স্"*
হেরিলা অতল-তলে অস্তগত যশ,
রোমক ব্রহ্মাণ্ড-লাভ আশা ইচ্ছা তিরোভাব—
তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন !

তখনও যেমন তুমি এখনও তেমন
যবে "এণ্টয়িনেট্"† ভুলি রাজত্ব-স্বপন
এক ত্রিযামার কালে দুরন্ত উদ্বেগ-জালে
যৌবনে পলিত কেশ করিলা ধারণ !

* সল্লা এবং মেরায়স্ এক সময়ে রোমক ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বনিয়ন্তা ছিলেন। উঁহাদের পরস্পরের প্রতিযোগিতানিবন্ধন মেরায়স্ রোম হইতে পলাইয়া যান এবং ভস্মীভূত কার্থেজ্ নগরীর ভস্মরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া আপনার বিলুপ্ত ঐশ্বর্য্য ও কার্থেজের অন্তগত তেজ এবং ঐশ্বর্য্য পরিলোচনা করিয়া ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণকে শান্ত করিতেছিলেন। এমত সময় প্রদেশীয় প্রীটরের অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তার প্রেরিত একজন চর তাঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত সেখানে উপস্থিত হওয়ায় মেরায়স্ তাহাকে এইরূপ উত্তর করেন—তোমার প্রভুকে এইমাত্র বলিও যে, তুমি মেরায়স্কে কার্থেজের ভস্মরাশিতে উপবিষ্ট দেখিয়া আসিয়াছ।

† অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বিদ্রোহী প্রজারা তখনকার ফরাসী নৃপতি ষষ্ঠদশ "লুইসে"র এবং তাঁহার লাবণ্যবতী যুবতী ভার্য্যা "মেরি এণ্টয়িনেটে"র শিরশ্ছেদন করে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহারা দুই জনেই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারাবাসের সময় রাজ্ঞী "এণ্টয়িনেট্" এরূপ উৎকট চিন্তায় দগ্ধ হইয়াছিলেন যে, এক দিনের মধ্যেই তাঁহার কেশকলাপ জরাজীর্ণের ন্যায় শুক্লবর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

হে চিন্তা,

অনন্ত অদ্ভুত তোর লীলার বিভঙ্গ,

ক্ষণকাল নহ ক্ষান্ত মুহূর্তেক নহ শ্রান্ত

মানব-হৃদয়-তটে খেলায়ে তরঙ্গ—

বহুরূপী-রূপ ধরি করিতেছ রঙ্গ।

গঙ্গা

কোথায় চলেছ তুমি

গঙ্গে ?

শাল, পিয়াল, তাল,

তমাল, তরু রসাল,

ব্রততী-বল্লরী-জটা—

সুলোল-ঝালর-ঘটা,—

ছায়া করি সুশীতল

ঢেকেছে তোমার জল

চলেছে অচলরাজি ধারা-নীর-অঙ্গে

কোথায় চলেছ তুমি

গঙ্গে ?

কল-কল-কলস্বর

ধারা-জলে নিরন্তর—

বিশাল বিস্তৃত ধারা,

সমতল তৃণহারা

ধরণী চলেছে সঙ্গে,

দু'ধারে নিবিড় রঙ্গে

বট, বেল, নারিকেল,

শালি-শ্যামা-ইক্ষু-মেল,

অরণ্য, নগর, মাঠ,

গবাদি-রাখাল-নাট

প্রফুল্ল করেছে কূল নীরধারা সঙ্গে—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে
গঙ্গে ?

মন্দির দেউল মঠ
পাটিকেলে হর্ম্ম্যপট
কূলধারে সারি সারি,
ধারা-জলে নর নারী
ঢেকেছে সোপানকূল—
ঘাটে ঘাটে ফুটে ফুল।
কল-কল-নর-ভাষা
হৃদিকোষ-পরকাশা
হাস্যরব স্তুতিগানে
তুলেছে তোমার কাণে
নগর পল্লীর সুখ, বিমল-তরঙ্গে ;—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে
গঙ্গে ?

বাণিজ্য-বেসাতি-পোত
ভাসায়ে চলেছে স্রোত,
তরি ডিঙা ডোঙা ভেলা
বুকে করি, করি খেলা,
নাচায়ে চলেছ অঙ্গ—
ধবল ধীর তরঙ্গ
দুলিয়া দুলিয়া সুখে
নর-নারী-গ্রীবা-মুখে
ছড়ায়ে চিকুর-জাল ভ্রমিতেছে রঙ্গে ;—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে
গঙ্গে ?

ফুলদাম, ফুলথর,
দীপরাজি হৃদি'পর—

আকাশ-অলক-মালা
হৃদয়-মুকুরে ঢালা,
অরুণ-কিরণ-ভাতি,
শশধর-জ্যোৎস্না-পাঁতি,
বায়ুগন্ধ, পরিমল,
পানিবক, মীনদল,
শঙ্খ, শুক্তি, কোলে করি কোথা যাও রঙ্গে ?
কোথায় চলেছ তুমি বেগবতী
গঙ্গে ?

বাঙ্গালায় প্রাণী নাই,
প্রাণি-দেহে প্রাণ নাই,
অস্থি নাই, শিরা নাই,
মেদ নাই, মজ্জা নাই,
অন্তঃহীন—চিন্তা-হীন,
স্বাদাহ্লাদ—দার্ঢ্য-হীন—
জীবন-সঙ্গীত-হীন নর নারী বঙ্গে।
সেখানে চলেছ কোথা এ আহ্লাদে
গঙ্গে ?

কে বুঝিবে বিষ্ণুপদী
পুণ্যতোয়া তুমি নদী
কেন ছাড়ি নিজ স্থল
নামিলে এ ধরাতল ?
বিস্তারি গভীর জল
কেন কর কল কল ?
কি পাপে তারিতে এলে,
কি পাপ তারিয়া গেলে,
কে বুঝিবে, দ্রবময়ি, সে মহিমা-রঙ্গে।—
কোথায় চলেছ তুমি বিষ্ণুপদী
গঙ্গে ?

ভগীরথে দিয়ে কূল
উদ্ধারিলে পিতৃকুল—
এই কি শিখালে গতি
ভবে এসে ভাগীরথি ?—
দিয়ে তিল তব জলে
ঢালিলে অমৃত ব'লে
দেহাঞ্জন নাহি রয়
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়
পতি পুত্র পিতা মাতা—তিলোদক সঙ্গে !—
এই কি শিখালে তুমি, ভবে এসে
গঙ্গে ?

পরহিতে ব্রত করি
দ্রব হ'লে দেহ হরি,
বারিরূপে, সুমঙ্গলে,
শিখাইলে ধরাতলে—
শিখাইছ প্রতি পল—
ত্যাগ-শিক্ষা-পুণ্যফল,
দয়া করুণার রেখা
তোমার শরীরে লেখা,
পরহিত-চিন্তা-ব্রত
তরঙ্গিণি, তোমাগত,
তাই পুণ্যময় ধারা
হে গঙ্গে, পাতকহরা।
পতিতপাবনী তোমা সবে বলে রঙ্গে !—
কোথায় চলেছ তুমি হেন রূপে
গঙ্গে ?

পবিত্র তোমার জল,
পবিত্র ভারত-তল ;

সর্ব্ব দুঃখবিনাশিনী,
সর্ব্ব পাপসংহারিণী,
সর্ব্ব শোক-তাপ-হরা,
মুক্তিগতি নীরধারা,
নিস্তারিণী ভাগীরথী
সুখদা মোক্ষদা সতী
"গঙ্গৈব পরমা গতি"—উদ্ধার গো বঙ্গে !-
কোথায় চলেছ তুমি হেনরূপে
গঙ্গে ?

উদ্ধার বঙ্গেরে মাতা
শিখাইয়া এই কথা—
ত্যজে স্বার্থ-আরাধনা
সাধুক্ নিজ-সাধনা ;
ত্যজে ফুল তিল ফল,
তুলুক্ তোমার জল
হৃদয়ে ব্রক্ষণ করি
তোমার দীক্ষা-লহরী,
চলুক্ তোমারি গতি—
স্রোতস্বতী—বেগবতী
বঙ্গের চিন্তার ধারা,
ঘুচুক্ চিত্তের কারা ;
উদ্ধার—উদ্ধার, ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে !-
কোথায় চলেছ, তুমি, হে পাবনী
গঙ্গে ?

বিন্ধ্যগিরি।*

উঠ উঠ গিরিবর—অগস্ত্য ফিরেছে ;
ভারতে ইংরাজ-রাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে ;—
সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান-তিমির-নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে,—
তুমি কি এখনও শুয়ে দেখিছ স্বপন।
উঠ উঠ গিরিবর ক'রো না শয়ন!

উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো-তুফান,
পুনঃ তেজে তোল মাথা,
পুনঃ বল সেই কথা,
সে কালে জাগায়ে নাম শুনালে যেমন ;
উঠ উঠ গিরিবর ক'রো না শয়ন,—

সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন
অজ্ঞান-তিমির-নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে,
তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন—
নীল-অজগর-কায়া কর উত্তোলন।

---

* এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, বিন্ধ্যপর্ব্বত অহঙ্কৃত হইয়া এক কালে এত উচ্চ হইয়াছিল যে, সূর্য্যাদির গতিরোধ আশঙ্কায় দেবতাদিগকে তাহার গুরু অগস্ত্য ঋষির শরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল। তাহাতে অগস্ত্য, বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরু-দর্শনে বিন্ধ্য তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্ত প্রণত হইলে ঋষি কহিলেন—যাবৎ আমি দক্ষিণ দিক্ হইতে না আসি, তাবৎ তুমি এই ভাবে থাক। তিনি আর ফিরিলেন না, এবং গুরুর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিল বলিয়া বিন্ধ্য তদবধি সেই প্রণত অবস্থাতেই আছে। অগস্ত্য-যাত্রা বলিয়া যে কথা প্রচলিত আছে, তাহাও এই প্রবাদমূলক।

সূর্য্যপথ রোধিবারে
উঠেছিলে অহঙ্কারে,
সে শক্তি আছে কি আর ?
ধর দেখি একবার
যে সূর্য্য ভারতাকাশে উদয় এখন।

অর্দ্ধপথে উঠ তার
তবে বুঝি অহঙ্কার।
এ আলো সে আলো নয়,
এ রবি সে রবি নয়,—
এ জ্যোতি ভারতে কভু হয় নি পতন

এই জ্যোতি ধর গিরি
ভারতে প্রভাত করি,
ধরুক্ নূতন জ্ঞান,
ধরুক্ নূতন প্রাণ,
নূতন স্বপনে সবে দেখুক্ স্বপন।—
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন।

উঠ উঠ গিরিবর অগস্ত্য ফিরেছে,
উড়েছে নব নিশান,
ছুটেছে আলো-তুফান,
নবরবিচ্ছবি দেখ গগন ধরেছে।

কে বলেছে এই ভাবে
ভারতের দিন যাবে ?—
"নিশির প্রভাত নাই"
যে বলে সে জানে নাই,
ভারতের ভাবী বেদ পড়ে নি কখন,—

জানে না সে জগতের
কিবা গতি, কিবা ফের ;
ফের্ এ ভারতবাসী
জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসি,
হাসিবে অপূর্ব্ব হাসি, লভিয়া জীবন—

চলিবে নূতন পথে
সাধিবে নূতন ব্রতে,
ফিরাতে নারিবে তায়
এ তরঙ্গ নাহি যায়
একবার হৃদিতটে খেলিলে কিরণ ;—

যাবে আগে—যাবে সদা,
অন্যথা ন'হিবে কদা,
চিরদিন এই রীতি,
জীবনের এই নীতি,
জাগিলে নাহিক নিদ্রা—চিরজাগরণ।

দিয়াছে সে রশ্মিতেজ
ভারতে আসি ইংরেজ ;
ধ'রে তার পথছায়া
আবার তোল রে কায়া,
আবার শিখরে শূন্য কর রে ধারণ—
উঠ উঠ গিরিবর ক'রো না শয়ন।

এই সে জীবনারম্ভ,
উদয়ের মূল স্তম্ভ—
কত না জ্বলিতে হবে,
কত না ভাবিতে হবে,
সে জ্বালা—সে বেগ—কে বা জানিবে এখন !

ভুলিতে হবে আপন,
ভুলিতে হবে স্বপন,
জাগাতে হবে জীবন,
তবে সে পারিবে

ছুটিতে ওদের সঙ্গে,
লিখিতে কালের অঙ্গে,
খেলাইতে এ তরঙ্গে
তবে সে পারিবে ;

জ্ঞানের শকতি লভে
জগতে যুঝিতে হবে,
তবে সে আসন পাবে,
সঙ্কল্প সাধিবে !

জেনো সত্য—জেনো কথা
ইংরাজ-শিক্ষিত প্রথা
ভারত উদ্ধার-পথ,
ত্যজ অন্য মনোরথ—
ভুলে যাও আগেকার পুরাণ কথন !

না থাকিলে এ ইংরাজ
ভারত অরণ্য আজ,
কে দেখাত, কে শিখাত,
কে বা পথে লয়ে যেত—
যে পথ অনেক দিন করেছ বর্জ্জন !

মুখে বল জয় জয়,
ধর ধ্বজা শিলালয়,
ছিঁড়ে ফেল পূর্ব্ববেদ,
ভোলো সে প্রাচীন ভেদ—
অই—ভারতের গতি রেখো রে স্মরণ-

হে ভারতব্যাপী-গিরি রেখো রে স্মরণ
ভবিষ্যৎ-পারাবার
পার হ'তে অন্য আর
ভারতের নাহি ভেলা,
ভারত-জীবন-খেলা
একত্রে ওদেরি সঙ্গে—উদ্ধার, পতন।

বল হে গুরুর জয়,
তোল মাথা, সন্ধ্যালয়,
ভোল সে পুরাণ কথা,
ধর নব গুরুপ্রথা—
নীল অজগরকায়া কর উত্তোলন,—
উঠ উঠ গিরিবর ক'রো না শয়ন।

কুম্ভজন্ম যে অগস্ত্য*
সে কি তোমা কৈলা ন্যস্ত
অই ভাবে থাকিবারে,
বলিলা কি সে তোমারে
চিরতরে থাকিবারে ?—ত্যজ সে বচন।

আমি তোমা দিনু বর
পুনঃ উঠ গিরিবর,
ভারত-সন্তান-নাম
জানুক এ ধরাধাম—
মৃত ভারতের নাম জানিত যেমন।

উঠ উঠ বিন্ধ্যগিরি অগস্ত্য ফিরেছে,
ভারতে ইংরাজ-রাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে ;—

সে দিন নাহি এখন,
ভারত নহে মগন

* প্রবাদ আছে যে, অগস্ত্য কুম্ভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

অজ্ঞান-তিমির-নীরে,
ভারত জাগিছে ফিরে ;
উড়েছে নব নিশান,
ছুটিছে আলো-তুফান,
তুমি কেন বিন্ধ্যাচল থাকিবে অমন ?
নীল-অজগর-কায়া কর উত্তোলন।—
জাগাতে তোমারে হের অগস্ত্য ফিরেছে,
ভারতে ইংরাজরাজ মধ্যাহ্নে সেজেছে।

মণিকর্ণিকা*

কোন কালে—এই কথা শুনি লোকমুখে—
শিব শিবা তপস্যায় ভ্রমিছেন বনে,
এক দিন শিবা আসি দাঁড়ায়ে সম্মুখে
বলিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচনে—

"বিশ্বেশ্বর, তব পুরী ধরা-ধন্য কাশী
মানবের মোক্ষধাম তোমার কথায়,

* কাশীর "মণিকর্ণিকা" কুণ্ডের সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহাতে যে বিবরণ লিখিত হইল, তাহা একজন পাণ্ডার নিকট শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার নিকট যেরূপ বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহা অবিকল গ্রহণ করি নাই, স্থূল ভাগটি মাত্র গ্রহণ করিয়াছি। পাণ্ডার নিকট যে বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তাহা এই ;—মহাদেব শিবানীর সহিত তপস্যায় নিরত ছিলেন, একদিন শিবানী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মানুষ মরিলে পর তাহার কি হয় ? শিব উত্তর করিলেন, সে কথা স্ত্রীলোকের শুনিবার যোগ্য নহে, তাহাদের পক্ষে তপ জপ ব্রতাদিই বিধেয়। তাহাতে মহাদেবী ক্রুদ্ধ হওয়ায় শিব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কাশীতে আসিয়া পূর্ব্বে যেখানে চক্রতীর্থ নামে বিষ্ণুর তীর্থস্থান ছিল, সেইখানে মণিকর্ণিকা স্থাপন করেন। শিব শিবা দুই জনেই দরিদ্র-বেশে মনুষ্যের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। শিবানীর কুষ্ঠাশ্রিত পদদ্বয় দর্শনে গঙ্গাপুত্র ও পাণ্ডারা উঁহাদিগকে প্রথমে কূপে স্নান করিতে দেয় নাই ; পরে লক্ষ্মী আসিয়া মহাদেবীর পাদোদক পান করিলে সকলে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে কূপে নামিতে দিল। স্নানের সময় শিবানীর কর্ণ হইতে "কর্ণিকা" ভূষণ এবং শিবের মস্তক হইতে "মণি" ঐ কূপের সলিলে পতিত হয়, তদবধি চক্রতীর্থের নাম "মণিকর্ণিকা" হইয়াছে।

বল, দেব, কিবা মোক্ষ লভে কাশী-বাসী
কাল পূর্ণ করি ভবে মরিলে সেথায়।

দেখেছি জন্মিতে প্রাণী, দেখি নাই কভু
মরিলে কি হয় পরে, কোথায় নিবাস,
অনন্ত কালের কোলে কিবা করে, প্রভু,
মোক্ষ-প্রাপ্ত জীব যত—মনে কি উল্লাস ?

জীবরূপে কাল-সঙ্গে খেলে কি তাহারা,
খেলে যথা প্রাণীরূপে থাকিয়া ধরায়,
অথবা মুক্তির ফল—ত্যজে দেহ-কারা
লীন হয় প্রাণীগণ তোমার প্রভায় ?”

শুনিয়া শিবার বাণী কহিলা ভবেশ
“হে প্রকৃতি, মানবের পরকাল-প্রথা
দুর্ব্বোধ—দুর্জ্ঞেয় অতি, অপার—অশেষ,
সে কথা শ্রবণে, শিবে, মনে পাবে ব্যথা ;

জপ কর, কর তপ, সঙ্কল্প-সাধন,
নিত্য-ব্রত শুদ্ধ চিত্তে কর মহামায়া,
দূরগত পরকাল-প্রণালী কেমন
বাসনা করো না চিতে ধরিতে সে ছায়া।

সুখের অবনীতল, দুঃখ যত তায়—
ভাবিলেই দুঃখে সুখ, সুখে দুঃখ হয়।
জগৎ সৃজিত, শিবে, সরল প্রথায়
সরল ভাবিলে ভব সর্ব্ব সুখময়।

মৃত্যু শোক বলি লোকে দুঃখ করে চিতে,
দেখে না ভাবিয়া তত আহ্লাদের ভাগ—
মানবের মৃত্যু শোক মানবেরি হিতে,
আগে সুখ—দুঃখ পরে জগতে সজাগ।

দিবা নিশি কাল-অঙ্গে জড়িত যেমন,
আসে যায় লীলাময় তুলিয়া লহরী—
এই দিবা, এই নিশি, আবার তপন,
কে আগে—কে পরে কেহ না পায় বিচারি ;

কে জানে নরের মাঝে সে নিগূঢ় কথা,
কিন্তু, শিবে, না থাকিলে ধরাতে সর্ব্বরী
দিবার আদর এত হতো না ক সেথা—
সেইরূপ সুখ দুঃখ বুঝহ শঙ্করী।"

শুনিয়া শিবের বাক্য নগেন্দ্রবালিকা
হাসিলা ঈষৎ মৃদু, কহিলা তখন
"বুঝিলাম বুঝাবে না বিধির সে লিখা,
তপস্যায় থাক, প্রভু, যাই অন্য বন।"

"হ(ই)ও না মলিনমনা, নগরাজবালে,
তপস্যা নহিলে শেষ সে গূঢ় বচন
বুঝিবে না ক্ষেমঙ্করী—বুঝাইব কালে :
এখন চল গো, শিবে, আলয়ে আপন—

ধরা-ধন্য কাশীধামে চল গিরিবালা,
স্থাপিয়া পুণ্যের কূপ পূরাও বাসনা,
সুপথে লইতে নরে নাশি চিত্ত-জ্বালা
ভবের মঙ্গল-সেতু করহ স্থাপনা,

যত যাতে থাকে জীব নিত্য-সদা কাল
ভক্তির সুপথে থাকি ভুলে শোক তাপ,
ঘুচায়ে মনের মলা মায়ার জঞ্জাল,
পরমার্থ-পথে পশি করে সদালাপ।"

এত বলি, শিব শিবা ছাড়ি তপঃরূপ
উপনীত কাশীক্ষেত্রে—চক্রতীর্থ নামে

বিষ্ণুর চক্রে অঙ্কিত যেথা শুদ্ধ কূপ,
স্নানে রত লোক যাহে শুদ্ধি মুক্তি কামে

গিরীশ গিরীশজায়া আসিয়া সেথায়
বসিলেন কূপপার্শ্বে ধরি নররূপ—
শিবের ভিক্ষুকবেশ, শিবানী মায়ায়
ধরিলেন জরা-দেহ যেথা সিদ্ধ কূপ।

কটির উপরিভাগ অতি মনোহর,
নাসিকা নয়ন ভুরু সুচারু গঠন—
পরিধানে চীরবাস উরস উপর
চরণ যুগল কুষ্ঠে কুচ্ছিত দর্শন ;

ক্ষতগন্ধে মক্ষিকায় করেছে বিব্রত,
অঙ্গেতে দারিদ্র্য-মলা ঢেকেছে কিরণ,
নিকটে বসিয়া শিব চিন্তায় নিরত
মক্ষিকুল দুই করে করেন তাড়ন।

অতি কষ্টে উঠি ধীরে চলিলা কূপেতে
কুণ্ডের পবিত্র জলে করিবারে স্নান।
সোপানে চরণতল স্থাপন নহিতে
নিবারিলা রক্ষকেরা করি অসম্মান ;

"অপবিত্র হবে কুণ্ড, না ছোঁবে অপরে
দূষিত হইবে বারি"—কহিলা সকলে
ভর্ৎসনা করিয়া কত ঘৃণা তুচ্ছ করে ;—
দুঃখে শিবা চাহিলেন শিবমুখতলে।

ভিক্ষুবেশী বিশ্বনাথ বলেন সবায়
"চক্রতীর্থ শুনি ইহা—এ কুণ্ডের জলে
সকলেরি অধিকাব শাস্ত্রের কথায়
কি দরিদ্র, কিবা রোগী, বলিষ্ঠ দুর্ব্বলে,

কেন নিবারিছ এরে ?—পুণ্যে হস্তারক
যে হয়, তাহার নাই পরকালে গতি,
অসজ্জন সেই জন পরশে পাতক
দুঃখিত পতিত নিত্য সেই পাপমতি ;

দরিদ্র এ নারী এবে, রাজার দুহিতা
ছিল আগে হিমালয় যেখানে উদয়
নৃপতি কৃপণ ধনী সবার সেবিতা
ও চরণ-সরোজিনী সুরের আশ্রয় ;

পবিত্র হবে এ কুণ্ড ও অঙ্গ পরশে
আর্য্য মান্য ধীর ধন্য আসিবে সকলে,
ভরিবে ভারত-স্থান এ কূপের যশে
নামিতে ইহারে দেও এই কুণ্ডজলে।”

ভিখারীর বাক্যে সবে কৈলা উপহাস
বাতুল বলিয়া করে কতই লাঞ্ছনা,
ধূলি ভস্ম ছড়াইয়া পূরে জটাপাশ
যষ্টি লয়ে অবশেষে করিল তাড়না।

তখন কাতর স্বরে যাচিলা মাহেশী
বিনয় মিনতি করি স্তুতি কৈলা কত ;
দরিদ্র-ক্রন্দন কবে পরচিত্ত-ক্লেশী !—
উড়াইলা উপহাসে শিবা বলে যত।

বিস্তর কাকুতি স্তুতি বিনয়ের পর
বিরক্ত হইয়া পথ ছাড়ি দিলা শেষে,
শিব শিবা প্রবেশিলা কুণ্ডের গহ্বর
স্নান করি সুপবিত কৈলা কূপদেশে।

উঠিলে কুণ্ডের তীরে আবার তখন
ঘেরে চারিধারে লোভী আকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ,

বলে, স্নানে নাহি ফল পাইবে কখন
স্নানের দক্ষিণা দান নহে যতক্ষণ।

"কি দিব দক্ষিণা, কাছে নাহি কপর্দ্দক,"
বলিলা শিবানী চাহি শিবের বদন;
"যা ছিল শ্রবণে 'কর্ণি' তাম্রের বালক
কূপের সলিলগর্ভে হয়েছে পতন।"

বলিলা ভিক্ষুকবেশী দেবদেব ঈশ
"আমারও মাথার মণি পড়েছে সলিলে
খুলিনু যখন স্নানে জটার বঁড়িশ ;"—
শুনে ব্যঙ্গ করে সর্ব্ব যাচকেরা মিলে।

দেখি বিশ্বনাথ ধরিলেন নিজ বেশ
"রজতগিরি সন্নিভ" শরীরের ছটা,
কপালে চন্দ্রমা-ভাতি, গলদেশে শেষ,
শিরে কল্লোলিনী-গঙ্গা-বিভাসিত জটা।

ধরিলেন বিশ্বরমা মূর্ত্তি আপনার
মস্তকে মুকুটচ্ছটা সুচারু শোভন,
শ্রবণে কুণ্ডল, গলে মণিময় হার,
চারু রশ্মিময় মুখে ভাসে ত্রিনয়ন!

চাহিয়া যাচকবৃন্দে সর্ব্বশিবধাম
কহিলেন সদানন্দ বিরুপাক্ষরূপ—
"আজি হৈতে ঘুচে এর চক্রতীর্থ নাম
'মণিকর্ণিকা'র নামে খ্যাত হবে কূপ।"

এত বলি প্রবেশিলা মন্দির-ভিতরে
অদৃশ্য করিয়া রূপ ভবেশ ভবানী ;
তদবধি ভক্ত যত পবিত্র অন্তরে
স্নান করে সেই কুণ্ডে মহাতীর্থ মানি।

ইউরোপ্ এবং আসিয়া

আবার উঠিছে অই রণবাদ্য-ঘোষণা।
শোন হে ভারতবাসী
কি উল্লাস পরকাশি
হিন্দুকুশ*-চূড়ে আজি বৃটিশের বাজনা।

এ নয় দামামা, ডঙ্কা, ঝাঁঝরির ঝননা ;
আতঙ্কে "আসিয়া" কাঁপে,
বাজিছে সমর-দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ
ঢালিয়া উৎসাহ-মদ—
বাজিছে "বৃটিশ ব্যাণ্ডে" বিজয়ের বাজনা।

উড়িল পাঠান-রাজ্য ইংরাজের ফুৎকারে—
সমভূম ভস্মছার
অর্দ্ধেক "বালাহিসার",
"সুতর্‌গর্দ্দান্"-শিরে "হাইলণ্ডর" বিহারে !

"সের আলি", "ইয়াকুব", "দোরাণী" অফ্‌গানা
"ঘিলিজি"-"হেরাটী"-দল
পদে দলি ছোটে বল—
অশ্বারোহী, পদাতিক,
"আইরিশ্", গুরুখা, শিখ্,
পাহাড় পর্ব্বত ছিঁড়ে দউড়ে তোপ্‌খানা।

ইংরাজ আফ্‌গানে খালি নহে এই যোঝনা,
জানিহ ভারতবাসী
"ইউরোপ্" "আসিয়া" আসি
এ রণ-তরঙ্গে ভাসি কৈল শক্তি-তুলনা।

* আফ্‌গানস্থানের উত্তর সীমাস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী।

তুলনা করিল শক্তি পুনরায় দু'জনে
হের তুরস্কের গায়
"প্লেভানা"-দুর্গ* যেথায় ;
চমকি ধরণীতল
শিরে বাঁধি যশোজ্জ্বল
লুটাইল "অসমান্"† রুসিয়ার চরণে।

লুটাইল "জুলু-রাজ"‡ পশুরাজ-বিক্রমে
যুঝিয়া ইংরাজ সনে
দুর্জ্জয় সমর-পণে,
ঘুচাইয়া বন্যজাতি "আফ্রিকে"র বিভ্রমে!

লুটে "গোলন্দাজ" পায় এখনও "জাভায়"§
"আচিনী"¶ সমর-প্রিয়
হারায়ে সর্ব্বস্ব স্বীয়!
লুটিয়াছে বার বার
ব্রহ্ম, পারসিক আর
চীন, শ্যাম, আরবায়,—ইউরোপের পায়!

পূর্ব্বে যথা হিমালয়-অধিবাসী-দেবতা
করিল অসুরে জয়
ঐশ্বরিক প্রতিভায়,
যার তরে আর্য্য-জাতি-খ্যাতি আজও জাগ্রতা!

* সম্প্রতি রুসিয় ও তুরস্কদিগের সহিত এইখানে শেষ যুদ্ধ হয়।

† তুর্কিসেনাপতি।

‡ দক্ষিণ আফ্রিকার "জুলু" নামক অসভ্য জাতির রাজা শিবাত।

§ যবদ্বীপ।

¶ যবদ্বীপনিবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা প্রায় দুই বৎসর কাল যাবৎ ওলন্দাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্প্রতি পরাজিত হইয়াছে।

সেই ঐশ্বরিক তেজে এ ধরণীমণ্ডলে
উন্নত উন্নতি-পথে,
সদা-সিদ্ধ-মনোরথে,
বিজ্ঞান-বিদ্যুতাভাসে
দুর্জ্জয় দ্যুতি প্রকাশে,
চলেছে ইউরোপ্-বাসী উপহাসি অচলে।

বেঁধেছে পৃথিবী-অঙ্গ লৌহপাত প্রসারি,
পবনে শকটে বাঁধি
চলেছে উড়ায়ে আঁধি,
ফেলেছে ধরণী-পৃষ্ঠে লতা যেন বিথারি!

শূন্য হ'তে টানি আনি উন্মাদিনী দামিনী-
আজ্ঞাবহা করি তায়
ঘুরাইছে বসুধায়,
অগাধ অতলস্পর্শ
সিন্ধুতল করি স্পর্শ
খেলাইছে সে লতায় কিবা দিবা যামিনী!

খুলিতে বাণিজ্য-পথ মিশাইছে সাগরে
অন্য সাগরের জল,
ভেদ করি মহীতল,
ভূধর, বালুকামাঠ—দূর করি অন্তরে!

নদীর উপরে নদী সশরীরে তুলিয়া
চলেছে দেখায়ে পথ—
কোথা বা সে ভগীরথ!
উপরে অর্ণবপোত
ধারাবাহী বহে স্রোত—
জঠরে প্রশস্ত পথ দুই কূল যুড়িয়া!

কি গড়েছ, হে বিশাই, এ সবের তুলনা।
দেবতার শিল্পী তুমি,
হের দেখ মর্ত্ত্য-ভূমি
নির্ভয়ে চলেছে তব স্বর্গে দিতে লাঞ্ছনা।

শোন হে গর্ব্বিত বাণী কি বলিছে বদনে—
শূন্য-পথে বায়ু-স্রোতে
চালাবে মারুত-পোতে,
জলে যথা জলযান
শূন্যে তথা ভ্রাম্যমাণ
কর্ণ দণ্ড পাল তুলি গগনের গহনে।

না দিবে থাকিতে রোধ ধরাতল আকাশে,
না কাটি "প্যানেমা"-চল*
সসজ্জ তরণীদল
"অতলন্ত"-সিন্ধু† হ'তে উর্দ্ধে তুলি বাতাসে

নামায়ে "শান্তসাগরে"‡ পূর্ব্বভাবে ভাসাবে।
স্থির করি চপলায়,
নগর-নগরী-কায়
ফুটায়ে সূর্য্য-আকারে,
ঘুচায়ে নিশি-আঁধারে,
ইচ্ছামত ক্ষণপ্রভা দামিনীরে হাসাবে।

বল হে "আসিয়া"-খণ্ড-অধিবাসী যাহারা—
অর্দ্ধভাগ ধরাতল
তোমাদের বাসস্থল—
কোন্ পথে—কি উদ্দেশে চলেছ হে তোমরা?

* উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যস্থ যোজক।
† ইউরোপ্ এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থ মহাসাগর।
‡ আসিয়া এবং উত্তর আমেরিকার মধ্যস্থ মহাসাগর।

"ইউরোপ্" ব্রহ্মাণ্ডজয়ী যে বীর্য্যের ধারণে,
শরীরে কিবা অন্তরে
কোন্ অংশ তার ধ'রে,
বিরাজিছ এ জগতে ?
সাধিতেছ কোন্ ব্রতে ?
চলেছ কালের সঙ্গে কি চিন্তায় মগনে ?

অদৃষ্টে নির্ভর করি নামিতেছ পাতালে।
"ইউরোপ্" বাঁধিছে সিঁড়ি
আকাশ ভূধর ছিঁড়ি,—
কেবলি উর্দ্ধেতে গতি দিবা সন্ধ্যা সকালে।

তোমাদের দিবা সন্ধ্যা প্রাতঃকাল রজনী
সকলি সমান জ্ঞান।—
আছে কি না আছে প্রাণ,
অন্ধ অথর্ব্বের প্রায়
ডাক খালি বিধাতায়,
বলিলে অদৃষ্টে দোষি তুষ্ট হবে তখনি ?

কি দোষ রে বিধাতার—কিবা দোষ প্রাক্তনে
কি না, বল, দিলা বিধি ?
করিতে ধরার নিধি
বিধাতার সাধ্য যাহা দিয়াছে এ ভুবনে।

দিয়াছে এতই এরে স্বপনে কখন
"ইউরোপ্" না হেরে তায়।
বল হে কোথা সেথায়
এমন পর্ব্বত, নদ,
এমন দারু, নীরদ,
এত খনি-জাত ধাতু, এত শস্য-রতন।

কোথায় সেখানে, হায়, হেন রশ্মি তপনে।
এত জাতি ফুল ফল,
এমন নিশি শীতল,
দেখেছে পাশ্চাত্য কোথা হেন শশিকিরণে।

সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি—
আমাদেরি হৃদিতলে
সে স্রোত নাহিক চলে
আশ্রয় করিয়া যায়
পাশ্চাত্য আগুয়ে ধায়—
বাঁচিতে—মরিতে, হায়, জানি না রে কেবলি।

অই দেখ জানে যারা করিতেছে ঘোষণা—
শোন হে "আসিয়া"-বাসী
কি উল্লাস পরকাশি
"হিন্দুকুশ"-চূড়ে বাজে বৃটিশের বাজনা।

এ নয় দামামা, ডঙ্কা, ঝাঁঝরির ঝননা ;
আতঙ্কে মেদিনী কাঁপে,
বাজিছে সমর-দাপে—
নাচায়ে বীরের পদ,
ঢালিয়া উৎসাহ-মদ—
বাজিছে "বৃটিশ-ব্যাণ্ডে" বিজয়ের বাজনা।

পদ্মফুল

যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল্
ওরে শতদল পদ্ম ?
কি আছে ও শ্বেত বর্ণে,
কি আছে ও নীল পর্ণে,
যখনি নিরখি—আঁখি তখনি শীতল।

যত বার হেরি তোরে কেন ভুলি বল্
ওরে প্রস্ফুটিত পদ্ম ?

যখন সূর্য্যের রশ্মি মাখিয়া শরীরে,
হাসিটি ছড়ায়ে মুখে
ভাসো নীল বারি-বুকে,
ঢল-ঢল তনুখানি কতই সুখী রে—
হেরিলে তখন কেন আমিও হাসি রে
ওরে মোহকর পদ্ম ?

আমারও অধরে হাসি অমনি মধুর
ফোটে রে আপনি আসি,
তোমারি হাসির হাসি
পরকাশে হৃদিতলে—আহা কি মধুর !
কেন, বল, হেরে তোরে হৃদয় বিধুর
ওরে সর-শোভা পদ্ম ?

আবার যখন, আহা, শিশিরের জলে
ভিজিয়া মনের খেদে,
গোট করি কেঁদে কেঁদে
দলগুলি মোদ, ফুল, গুণ্ঠনের তলে—
তখন হেরিলে কেন মম হৃদি গলে
ওরে রে মুদিত পদ্ম ?

দেখিলে তখন তোরে আমিও হৃদয়ে
পাই রে কতই ব্যথা !
মনে পড়ে কত কথা
ফুটিত হৃদয়ে যাহা জীবন-উদয়ে—
খেলাত চঞ্চল মনে উন্মাদিত হয়ে !
ওরে আচ্ছাদিত পদ্ম ?

কি যে কোমলতা তোর থরে থরে থরে
পত্রদলে, শতদল !
হৃদি তোর কি কোমল !
সেই জানে কোমলতা হৃদে যার ঝরে !—
আমি ভিন্ন কেহ আর জানে কি অপরে
হে কমলবাসী পদ্ম ?

ফোটে ত রে এত ফুল তড়াগের কোলে
শুভ্র নীল লাল আভা,
কাহারও শরীর প্রভা
কই ত আমার মনে ওরূপে না খোলে ?
এত সুখে চিত্ত কই দেখি না ত দোলে
রে চিত্ত-মাদক পদ্ম ?

দেখেছি ত পুষ্প তোরে আগেতে কতই
সেকালে খেলিছি যবে,
সখারা মিলিয়া সবে,
তৃণময় হ্রদতীরে বিহ্বলিত হই—
তখন এ গাঢ়ভাবে ডুবি নি ত কই
ওরে ভাবময় পদ্ম ?

এত যে লুকানো তোতে আগে ত জানি নে।
যৌবনেতে সুখোদয়
হায় রে সকলে কয়—
প্রৌঢ়-সুখ কাছে আমি সে সুখ মানি নে।
পরিণত সুখ বিনা সুখ কি জানি নে
ওরে মনোহর পদ্ম ?

যে বাস তোমাতে, হায়, সে বাস কি আর
আছে অন্য কোন ফুলে ?
অমন সুবাস তুলে

ছোটে কি সুরভি গন্ধ জুঁই মল্লিকার ?
তোরি বাসে কেন হৃদি মুগ্ধ রে আমার
রে কুন্দলাঞ্ছন পদ্ম ?

গোলাপ, কেতকী, চাঁপা, কামিনীর থরে
এত কি শোভে রে বন ?
এত কি মোহে রে মন ?
হেরে যবে তোরে ফুল্ল হ্রদের লহরে
কি যেন খেলে রে রঙ্গে হৃদয়-নির্ঝরে
হে সর-রঞ্জন পদ্ম !

কথাটি ত নাহি মুখে—জান না ত বাণী—
তবু, ওরে শতদল,
কেমনে প্রকাশ, বল্,
যে কথা হৃদয়ে তোর—কেমনে বা জানি,
ওরে গুপ্তভাষী পদ্ম ?

কেও কি দেখে না আর এ তোর সরল
মাধুরী-প্রতিমাখানি।
কেও কি শোনে না বাণী
তোর ও কোমল মুখে ?—আমিই পাগল!
আমিই একা কি মত্ত পিয়ে ও গরল
ওরে উন্মাদক পদ্ম ?

কেন, বল, এইরূপে ঘুরি নিরন্তর
যেখানে তোমার দল
ফুটিয়া সাজায় জল ?
না দেখিলে কেন হয় এরূপ অন্তর—
কেন দেখি শূন্য মহী যেন বা গহ্বর
বল হৃদিগ্রাহী পদ্ম ?

ঘুরি ত কতই স্থানে—কত দেখি, হায়,
রাজগৃহ, বন্ধু-গেহ,
পাই ত কতই স্নেহ,
তবু কেন, বল্, চিত্ত তোরি দিকে ধায়—
বল্ রে নিকটে তোর ধায় কি আশয়
ওরে চিত্তচোর পদ্ম ?

ধন, মান, বিভবের সৌরভ শোভায়
এত ত মোহে না হৃদি,
থাকে না ত প্রাণে বিঁধি
এমন সুরভি-শোভা সংসার-লীলায় !
ভ্রমেছি ত এত কাল খেলায়ে সেথায়
হে ক্রীড়াকুশল পদ্ম !

কত বার করি মনে ভুলিব রে তোরে,
ধরিব সংসারী-সাজ
ভাঁজিয়া হৃদয়-ভাঁজ,
অন্য সাধে হৃদে ধরি ঘুরি মর্ত্ত্য-ঘোরে—
ভুলে যাই শুক্লবর্ণ—ভুলে যাই তোরে !
হায়, মোহকর পদ্ম,

না পশিতে চিত্ততলে সে কল্পনা-মূল
শুখায় সে সাধ-লতা !
ভুলি রে সে সব কথা !
ভুলিতে পারি না কিন্তু একমাত্র ভুল—
কি মাধুরী-ডোর তোর, হায় রে, অতুল
ওরে মধুময় পদ্ম !

সত্য কি রে তোরি দেহে এত শোভা বাস ?
কিম্বা সে আমারি মন,
প্রমাদে হয়ে মগন,

ভাবে আপনার প্রভা তোতে পরকাশ—
চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ
ওরে জড়দেহ পদ্ম ?

যাই হোক্, যে বিধানে আমার হৃদয়
মিশুক মাধুর্য্যে তোর,
হ'লে জীবনের ভোর,
তবুও স্বপনে তুই হবি রে উদয়—
ভুলিব না তবু তোরে, রে সুষমাময়
সুগন্ধ-নিবাস পদ্ম !

ভাবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন—
এত শোভা বাস যার
পঙ্কেতে জনম তার,
পঙ্কজ বলিয়া তারে ডাকে সাধুজন !
জানি না বিধির, হায়, রহস্য কেমন
ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ম !

হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে
বাঁধিলা এ দেহপুটে ?
কলুষ-পঙ্কেতে ফুটে,
তাই এত ক্ষিপ্ত মন ডোবে ভাসে বানে ?

বুঝেছি, রে শতদল, অচ্ছেদ্য বন্ধনে
তাই তুই আমি বাঁধা,
এক সঙ্গে হাসা কাঁদা,
তাই, ওরে পদ্মফুল, এ মিল দু'জনে !
ভুলিব না তোরে, পদ্ম,
ভুলিব না—ভুলিব না—জীবনে মরণে !

রেলগাড়ী

এসো কে বেড়াতে যাবে—শীঘ্র কর সাজ্;
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।
শীঘ্র উঠ—ত্বরা করি,
বাক্স, ব্যাগ্, তল্পি ধরি;
এখনি বাজিবে বাঁশী,
ঠং—ঠং—ঠং কাঁসী
বাজিবে ইস্পাৎ-বোলে,
ছাড়িবে নিশান-দোলে,
শীঘ্র উঠ—পড়ে থাক্ ছড়ি, ঘড়ি, তাজ্;—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ!

অই শুন টিকিটের ঘরে কিবা গোল!—
মানুষের গাঁদি যেন—ঠেকাঠেকি কোল!
টকস্ টকস্ নাদে
বাবুরা টিকিট্ ছাঁদে,
হাঁপায়ে হাঁপায়ে ছোটে,
শাড়ী, ধুতী, হ্যাট্, কোটে
ঠেকাঠেকি—ছুটে যায়
কেহ কারে না সুধায়,
গ্যালো গ্যালো মুখে বোল্,
আয়, নে রে, খোল্, তোল্;
হের চলে কাণাকাণি
কিবা লাট্, রাজা, রাণী।
অই ফুকারিল বাঁশী,
ঠং—ঠং শেষ কাঁসী,
গাড়ীতে পড়িল চাবি—আর নাহি গোল,
তুলিল সবুজ-রঙা পতাকার দোল্।

চলিল পুষ্পকরথ ফুকারে ফুকারে,
এখান নিশ্বাস ছাড়ি দেখ হে দু'ধারে—
হরিতবরণ মাঠ,
ধান্য, নীল, ইক্ষু, পাট,
আকাশ ঠেকেছে যেথা
দিগন্তে বিস্তৃত সেথা।
দেখ হে দু'ধারে চেয়ে
পশ্চাতে চলেছে ধেয়ে
সারি সারি নারিকেল,
তাল, বট, আম, বেল,
জাঙাল, পগার, বাঁধ,
বেড়, বাড়ী, নানা ছাঁদ,
সৌদামিনী-বাঁধা-হার
ছুটেছে তামার তার,
উড়িয়া চলেছে রথ
বেগেতে কাঁপিছে পথ—
পক্ষী মৃগ দূরে পড়ি মানিতেছে লাজ্—
ধরাতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ !

চলুক্ চলুক্ রথ—যে যার ভাবনা
ভাবো বসে নিরুদ্বেগে ছুটায়ে কল্পনা ;
স্বভাবের প্রিয় যারা
হের গিরি বারিধারা,
নিবিড় ভূধর-গায়
হের খেলা কুয়াসায়,
নিশিতে নক্ষত্র-পাঁতি
হের চন্দ্রমার ভাতি,
দেখ হে অনন্ত দৃশ্য ছড়ান মাথায়—
দেখ দিগন্তের কোলে কি শোভা খেলায়

হের হের তীর্থ-মনে চলেছ যাহারা
পথের দু'ধারে তীর্থ—শীঘ্র নামো তারা,
গেলো চলে—গেলো রথ,
অই বৈদ্যনাথ-পথ,
গুছাতে সবে না দেরি,
কাজ নাই সঙ্গী হেরি,
দেখিতে দেখিতে যাবে
সীতাকুণ্ড আগে পাবে,
কিছু দূর আগে তার
বাঁকিপুর—গয়া-দ্বার,
দণ্ড কত যাক্ যান
পাবে কাশী তীর্থস্থান,
প্রয়াগ, অযোধ্যা ছাড়ি পাবে অগ্রবন—
মথুরা তাহার পরে হের বৃন্দাবন!

মানবজনম, হায়, সার্থক হে আজ—
সাবাস্ বাষ্পীয় রথ—সাবাস্ ইংরাজ!
আরো দূরে যাবে যারা
শীঘ্র রথে উঠ তারা,
হরিদ্বার, গঙ্গাঝরি,
পুষ্কর, দ্বারকাপুরী,
নর্ম্মদা কাবেরী নদ,
কৃষ্ণা-গোদাবরী-পদ,
ঈলোরা বৌদ্ধ-গহ্বর,
সেতুবন্ধ-রামেশ্বর,
ভ্রমিবে নক্ষত্র-গতি,
পর্ব্বতশৃঙ্গেতে পথি
হেরিবে বিমানে চড়ি—ত্রেতায় যেমন
সীতারামে ইন্দ্ররথে সিন্ধু-দরশন!

এসো হে কে যাবে, চল ভারত-ভ্রমণে
দুয়ারে পুষ্পকরথ ছাড়িছে নিস্বনে!—
আর কেন বঙ্গবাসী
পায়ে বেঁধে রাখ ফাঁসী,—
বাঙ্গালীর যে দুর্নাম
ঘুচায়ে, সাধ হে কাম,
আর যেন স্ত্রৈণ ব'লে
বাঙ্গালীরে নাহি বলে,
এবে পরিষ্কার পথ
যাও যথা মনোরথ,
বোম্বাই কিম্বা কলিঙ্গ,
সিলং, দুর্জয়লিঙ্গ,
সিমিলা-পাহাড়-পাট,
কাশ্মীর, মারহাট্টা-ঘাট,
যেখানে ক'রে গমন
সাধিতে পার হে পণ
পুষ্পকবিমানে চ'ড়ে সেইখানে যাও—
বাঙ্গালীর লজ্জাকর দুর্নাম ঘুচাও!
ভারত-ভ্রমণে চলো শীঘ্র কর সাজ্
দুয়ারে পুষ্পকরথ বেঁধেছে ইংরাজ!

ধন্য রে বিমান ধন্য!
ধন্য হে ইংরাজ ধন্য!—
কলে জিনিয়াছ কাল,
অঙ্গারে জ্বালায়ে জ্বাল,
বহ্নিরে বেঁধেছ রথে,
পবনের মনোরথে
তুচ্ছ করি, কর খেলা
কি নিশি মধ্যাহ্ন-বেলা,

বেঁধেছ ভারত-অঙ্গ
লৌহজালে করি রঙ্গ,
অসুর-অসাধ্য কাজ সাধিতেছ জগতে।—
জড়ে প্রাণ দিতে পার দেবের দর্পেতে,
পারো না কি বাঁচাইতে নির্জ্জীব ভারতে ?

বিশ্বেশ্বরের আরতি*

[আকারাদি দীর্ঘ স্বরবর্ণের প্রকৃতরূপ উচ্চারণ এবং অকারান্ত পদের শেষ 'অ' উচ্চারণ করা আবশ্যক।]

জয় দেব জয় দেব জয় গিরিজা-পতি
শিব, গিরিজা-পতি দাসে পালহ নিত্য
শিব, পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপা কর হে ॥১
জয় দেব জয় দেব কৈলাস-গিরি-শিখরে
কল্পদ্রুম-বিপিনে শিব, কল্পদ্রুম-বিপিনে
গুঞ্জরে মধুকর-পুঞ্জে কোকিল কূজয়ে
কুঞ্জবন গহনে খেলয়ে হংসাবন ললিত
শিব, হংসাবন ললিত প্রসারি কলাপ কলাপী
নাচয়ে অতি সুখিত ॥২ জয় দেব জয় দেব
তব সুললিত দেশে মণিময় আলয়ে

* কাশীর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং কর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বরের আরতি বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। তদবলম্বনে এবং যে সকল ব্রাহ্মণেরা আরতি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের সাহায্যে এই অনুবাদ করিয়াছি। প্রায় অনেক স্থলেই মূলের শব্দগুলি ঠিক ঠিক আছে, তবে বাঙ্গালা ভাষায় পঠন ও ভাবগ্রহণ হইতে পারে, তজ্জন্য যেখানে যেরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে তাহাই করিয়াছি। হিন্দি ভাষাতেও বিশ্বেশ্বরের আরতি মুদ্রিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী কোং দ্বারা মুদ্রিত সঙ্কলনের ন্যায় উহা পরিশুদ্ধ নহে। এই সঙ্কলন-কার্য্যে কলিকাতা শোভাবাজারের ৺রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা পরলোকপ্রাপ্ত অমৃতলাল মিত্র মহোদয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।

শিব, মণিময় আলয়ে বসিয়া হর নিকটে
গৌরী অতি সুখিতা হেরি ভূষণ ভূষিত নিজ ঈশে
হেরি ভূষিত নিজ ঈশে সেবে ব্রহ্মা আদি দেবতা
শিব, চরণ ধরি শিরসে ॥৩ জয় দেব জয় দেব
নাচয়ে সুরবনিতা হৃদয়ে অতি সুখিতা
শিব, হৃদয়ে অতি সুখিত কিন্নর করয়ে গীতি
সপ্তস্বর সহিত থৈ থৈ নাদয়ে মৃদঙ্গ
শিব, নাদয়ে মৃদঙ্গ তাংধিক তাংধিক তাং তাং শবদে,
বীণা বাদয়ে অতি ললিত কণুকণু কণুকণ নিনাদে ॥৪
জয় দেব জয় দেব রুণুঝুণু রুণুঝুণু রুণুঝুণু চরণে
শিব, নূপুর সমুজ্জ্বল ভ্রময়ে মণ্ডলে মণ্ডলে
শিব, মণ্ডলে মণ্ডলে তাং ধিকতা তাং ধিকতা
চখচখ লুপুচুপু লুপুচুপু চখচখ তালধ্বনি করতালে
শিব, তালধ্বনি করতালে অঙ্গুলি অঙ্গুষ্ঠ ঘন নাদে ॥৫
জয় দেব জয় দেব নাদয়ে শঙ্খ নিনাদয়ে ঝল্লরি
শিব, নিনাদয়ে ঝল্লরি আরতি করয়ে ব্রহ্মা
বেদধ্বনি পাঠে ধরি হৃদি-কমলে
তব মৃদু চরণ-সরোজ অবলোকয়ে তব রূপ
শিব, অবলোকয়ে তব রূপ নিজ পরমেশ্বর জ্ঞানে ॥৬
জয় দেব জয় দেব কর্পূরদ্যুতি গৌর
ধারণ আনন পঞ্চ শিব, আনন পঞ্চ
বিষ কণ্ঠে গ্রহিত সুন্দর জটা-কলাপ
পাবকযুত ভাল শিব, পাবকযুত ভাল
বাম-বিভাগে গিরিজা তব রূপ অতি ললিত ॥৭
জয় দেব জয় দেব ত্রিশূল বজ্র খড়্গ
ধারণ পরশু শিব, ধারণ পরশু
পাশ বরাভয় অঙ্কুশ নাদয়ে ঘন ঘন ঘণ্টা
মস্তকে শোভয়ে গঙ্গা উপনীত সুরতটিনী
শিব, শিরে উপনীত সুরতটিনী উপবীত পন্নগ
রুদ্রাক্ষালঙ্কৃত বরবক্ষে ॥৮ জয় দেব জয় দেব

মনসিজ-ভস্ম-বিভূষিত অঙ্গ শিব, ভস্ম-বিভূষিত অঙ্গ
ত্রিতাপ নাশন সাযুজ্য প্রাপণ ধ্যানে ধারণ করে যে ভকতে
করে যে ভকতে ধারণ শ্রুতিতে এই তব বৃষভধ্বজ রূপ ॥৯
ওঁ জয় দেব জয় দেব জয় জয় গঙ্গাধর হর
জয় শিব জয় গিরিজাপতি দাসে পালহ নিত্য
শিব পালহ দাসে নিত্য জগদীশ কৃপা কর হে ॥১০
শিব শিব শম্ভো ॥

বাঙালীর মেয়ে

কে যায় কে যায় অই উঁকিঝুঁকি চেয়ে ?
হাতে বালা, পায়ে মল, কাঁকালেতে গোট,
তাম্বূলে তামাকুরস—রাঙা রাঙা ঠোঁট,
কপালে টিপের ফোঁটা, খোঁপা-বাঁধা চুল,
কসেতে রসনা ভরা—গালে ভরা গুল,
বলিহারি কিবা শাটী দুকূলে বাহার,
কালাপেড়ে শান্তিপুরে, কল্মে চুড়িদার,
অহঙ্কারে ফেটে পড়ে, চলে যেন ধেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
মুখের সাপটে দড়, বিপদে অজ্ঞান,
কোঁদলে ঝড়ের আগে, কথায় তুফান,
বেহদ্দ সুখের সাধ—পা-ছড়ায়ে-বসা,
আঁচলের খুঁট্রি তুলে অঙ্গমলা-ঘষা !
নমস্কার তাঁর পায়—পাড়ায়-বেড়ানী
পেট্রি,ভরা কুঁজড়ো কথা, পরনিন্দা গ্লানি,
কথায় আকাশে তোলে, হাতে দেয় চাঁদ,
যার খায়, যার পরে, তারি নিন্দাবাদ,
রসনা কলের গাড়ী চলে রাত্রি দিন,

ঘাড়েতে পড়েন যার—বিপদ সঙ্গিন,
খেয়ে যান্, নিয়ে যান্, আর যান্ চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
ধারাপাতে মূর্ত্তিমান, চারুপাঠ-পড়া,
পেটের ভিতরে গজে দাশুরায়ী ছড়া।
চিত্রিকাজে চিত্রগুপ্ত—পাঁড়িতে আল্পানা,
হদ্দ বাহাদুরি—"ছিরি," বিচিত্র কারখানা।
অঙ্কশাস্ত্রে—বররুচি, গ্যালিলো, নিউটান,
গণ্ডা করি গুন্তে হ'লে জ্ঞানের বাড়ী যান;
পাত্তেড়ে প'ড়োর মত অক্ষরের ছাঁদ,
কলাপাতে না এগুতে গ্রন্থ-লেখা সাধ।
ক্ষীরপুলি, পায়েস, পীঠা, মিষ্টান্নের সীমা,
বলিহারি বঙ্গনারী তোমার মহিমা।
জলো দুধে পুষ্টদেহ তেলে জলে নেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে!

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
সমুখে দুধের কড়া—কাঠিতে ঘোটন,
খোলা চুলে চুলো জ্বেলে ধোঁয়াতে ক্রন্দন!
তপ্ত ভাতে ভরা হাঁড়ী বেড়ী ধ'রে তোলা,
মদগুর-মৎস্যের ঝোলে ধনেবাটা গোলা,
খাড়া বড়ী শাক্ পাতাড়ে বিলক্ষণ টান্,
কালিয়ে কাবাব্ রেঁদে দেমাকে অজ্ঞান!
শাখেতে পাড়িতে ফুঁক চূড়ান্ত নিপুণ,
হুলুধ্বনি কোলাহলে চতুর্ম্মুখ খুন!
রান্নাঘরে হাওয়া-খাওয়া, গাড়ী-মুদে-যাওয়া,
দেশশুদ্ধ লোকের মাঝে গঙ্গাঘাটে নাওয়া!
বাসরঘরে ঝুমুর কবি চখের মাথা খেয়ে,

প্রভাত হ'লে পিস্‌শাশুড়ী ঘোম্‌টা মুখে ছেয়ে—
সাবাস্ সাবাস্ তোরে বাঙালীর মেয়ে।

ব্রতকথা, উপকথা, সেঁজুতি-পালন,
কালীঘাটে যেতে পেলে স্বর্গে আরোহণ।
মেয়ে ছেলের বিয়ে পর্ব্বে গাজনের গোল,
যাত্রা-সঙে নিদ্রাত্যাগ—ছেলে-ভরা কোল,
ভূত পেরেতে দিনে ভয়, অন্ধকারে কাঠ,
শক্ত রোগে রোজা-ডাকা, স্বস্ত্যয়ন, পাঠ,
তীর্থস্থানে পা পড়িলে আহ্লাদে পুঁতুল,
হাট-বাজারে লজ্জাহীনা, ঘরে কুঁড়িফুল।
গুঁড়িকাষ্ঠ, নুড়িশিলা, ভক্তিপথে নেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
রসের মরাল যেন জলটুকু ছেড়ে
দুধটুকু টেনে খান আগে গিয়া তেড়ে,
চিনের পুঁতুলে সাধ, বাক্‌স টিনে পেটা।
"র‍্যাফেল"-বধা ছবিগুলি ঘরে দোরে সাঁটা!
খেলায় দিগ্‌গজ কেঁয়ে, চোরের সদ্দার,
লুকোচুরি যমের বাড়ী—স্পষ্ট করে ঠার।
আয়েস্ খালি খোঁপা বাঁধা, নয় বিননো ঝারা,
দ্বন্দ্ব হলো কচি ছেলে টেনে এনে মারা!
কার্পেটে কারচুপি কাজ কারু নব্য চাল,
ঘরকন্নায় জলাঞ্জলি ভাত রাঁধতে ডাল।
নিজে ঘাটে, অন্যে দোষে, মুক্‌সাপটে দড়,
হুজুতে হারিলে কেঁদে পাড়া করে জড়;
বাঙালী মেয়ের গুণ কে ফুরাবে গেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে।

হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে—
মৃদু মৃদু হাসিটুকু অধরে রঞ্জন,
সাবাস্ সাবাস্ নাক চোকের গড়ন ;
কালো চুলে কিবা ঘটা, চোখে কাল তারা,
দেখে নাই যারা কভু দেখে যাক্ তারা !
ভাসা ভাসা খাসা চোখ তুলি দিয়ে আঁকা,
তা উপরি কিবা সরু ভুরুযুগ বাঁকা !
থমকে থমকে থির গতি কি সুন্দর,
হাসি হাসি মুখখানি কিবা মনোহর !
আহা আহা লজ্জা যেন গায়ে ফুটে আছে—
কোথা লজ্জাবতী তুই এ লতার কাছে ?
চক্ষু যদি থাকে কারো তবে দেখো চেয়ে—
হায় হায় অই যায় বাঙালীর মেয়ে !

নূতন প্রকাশিত হইল

হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইল

সম্পাদক : শ্রীসজনীকান্ত দাস

১। বৃত্রসংহার কাব্য (১-২ খণ্ড) ৫৲ ২। আশাকানন ২৲
৩। বীরবাহু কাব্য ১৷৹ ৪। ছায়াময় ১৷৹ ৫। দশমহাবিদ্যা ৸৶
৬। চিত্ত-বিকাশ ১৲ ৭। কবিতাবলী ৪৲। অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে।

সম্পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস

সাহিত্যরথীদের গ্রন্থাবলী

বঙ্কিমচন্দ্র

উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা
আট খণ্ডে সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য ৭২৲

মধুসূদন

কাব্য, নাটক, প্রহসনাদি বিবিধ রচনা
রেক্সিনে সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য ১৮৲

ভারতচন্দ্র

অন্নদামঙ্গল, রসমঞ্জরী ও বিবিধ কবিতা
রেক্সিনে বাঁধানো ১০৲, কাগজের মলাট ৮৲

দীনবন্ধু

নাটক, প্রহসন, গদ্য-পদ্য দুই খণ্ডে
রেক্সিনে সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য ১৮৲

দ্বিজেন্দ্রলাল

কবিতা, গান, হাসির গান
মূল্য ১০৲

রামেন্দ্রসুন্দর

সমগ্র গ্রন্থাবলী পাঁচ খণ্ডে
মূল্য ৪৭৲

পাঁচকড়ি

অধুনা-দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা হইতে নির্ব্বাচিত
সংগ্রহ। দুই খণ্ডে। মূল্য ১২৲

শরৎকুমারী

'শুভবিবাহ' ও অন্যান্য
সামাজিক চিত্র। মূল্য ৬৷৹

রামমোহন

সমগ্র বাংলা রচনাবলী। রেক্সিনে
সুদৃশ্য বাঁধাই। মূল্য ১৬৷৹

বলেন্দ্রনাথ

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী
মূল্য সাড়ে বারো টাকা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩৷১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬